লায়লী-মজনু।

(সচিত্র)

"Love is Life".

"Star to star vibrates light; may soul to soul
Strike thro' a finer element of her own?"

Tennyson.

নীতি এবং ধর্ম্মগ্রন্থ রচনার নিখিল ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতায়
শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপাধি ও মেডেল প্রাপ্ত

শেখ ফজলল করিম সাহিত্য-বিশারদ,

কাব্য-রত্নাকর, নীতিভূষণ প্রণীত।

"ভারতবর্ষ"-সম্পাদক
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত
ভূমিকা-সম্বলিত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।
(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত).

 ১৩৩১ [মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

প্রকাশক—
আবদুল আজিজ তালুকদার এম্-এ,
মজিদিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার, ঢাকা।

কাব্যের মত সরস, উপন্যাসের মত মনোহর,
গানের মত ছন্দতালযুক্ত
নূতন যুগের নূতন রকম রচনা—

সচিত্র বিবি খাদিজা

ও

সচিত্র বিবি ফাতেমা

সত্বর বাহির হইবে।

ইহা নূতন যুগের নূতন সওগাত !

PRINTED BY
S. A. Gunny,
at the Alexandra S. M. Press,
DACCA.

উপহার পৃষ্ঠা।

ই গ্রন্থখানি

আমার

প্রদত্ত হইল

তারিখ　　　　স্বাক্ষর

সুহৃদ্বর—

মৌলভী ওয়াহিদ হোসেন সাহেব সাসারামী

সুহৃদ্বরেষু ।

মজিদিয়া লাইব্রেরী প্রকাশিত

(এই গ্রন্থকারের) কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক।

১। **হারুনার রসীদের গল্প** (২য় সংস্করণ)। ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। মূল্য ॥০ আট আনা।

২। **পথ ও পাথেয়** (২য় সংস্করণ)। মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। **সোনার বাতি** (২য় সংস্করণ)। ছেলেদের জন্য বড়পীর সাহেবের জীবনী। ডিরেক্টার বাহাদুর কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত। মূল্য ॥০ আট আনা।

৪। **পরিত্রাণ-কাব্য** (৩য় সংস্করণ)। হজরত রেছালত পনাহের জীবনী ও কর্ম্মপদ্ধতি অমিত্রাক্ষর ছন্দে ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

৫। **আফগানিস্থানের ইতিহাস** (২য় সংস্করণ)। মূল্য ১৲ এক টাকা।

৬। **গাথা** (২য় সংস্করণ)। ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর মনোমুগ্ধকর কবিতা আছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

৭। **চিন্তার চাষ** (২য় সংস্করণ)। গভীর চিন্তাশীল লেখকের চিন্তার এক নূতন ধারা ইহাতে পাইবেন। মূল্য ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ রচনায় নিখিল ভারতব্যাপী প্রতিযোগীতায় গ্রন্থকার "পথ ও পাথেয়" ও "চিন্তার চাষ" এই দুইখানি বহির জন্য শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের উপাধি ও মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—**মজিদিয়া লাইব্রেরী**
বাংলাবাজার, ঢাকা
ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

করিয়াছি। আর কোনও ভাষার "লায়লী-মজনুতে" ইনি বোধ হয়, এখনও দেখা দেন নাই। মায়ের মুখামুখি লায়লী, প্রেম-ঘটিত গঞ্জনার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন, প্রাচীন লেখকের পক্ষে এ ছবি সঙ্গত বোধ হইলেও, একালে নিতান্ত নির্লজ্জতার পরিচায়ক; তাই আমরা ধরিয়া বাঁধিয়া এক সখী জুটাইয়াছি। জানি না, আমাদের এ দুঃসাহসের পরিণাম কি!

পরিশেষে যে সকল সরলচিত্ত সাহিত্য-বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য সেবক, এ দীন লেখককে এই গ্রন্থ প্রকাশে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ইতি—

কাকিনা
মাঘ, ১৩০০ সাল।

শেখ ফজলল করিম।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা।

সতের বৎসর বয়সে "লায়লী-মজনু" রচনা করিয়াছিলাম,—বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম মুদ্রিত হয়; আর আজ ত্রিশ বৎসর শেষ হইয়া আসিল। তখনকার এবং এখনকার ভাবে যে তফাৎ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বয়সের এই তারতম্য এবার গ্রন্থখানির অনেক স্থলেই অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

শ্রুতি-মধুরতার অনুরোধে জানিয়া-শুনিয়াও দু'টী প্রচলিত ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, সমালোচকগণ ক্ষমা করিবেন।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এবার কৃপাপূর্ব্বক আমার অকিঞ্চিৎকর "লায়লী-মজনু"র একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়া উহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। "নূর লাইব্রেরীর" অধ্যক্ষ প্রিয়বন্ধু জনাব মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেবও আন্তরিক সহানুভূতির সহিত চিরদুঃখী "লায়লী-মজনুর" অঙ্গসৌষ্ঠব সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

আশা করি, "লায়লী-মজনুর" এই নূতন সংস্করণটী পাঠকসমাজের অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইবে।

কাকিনা,
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

শেখ ফজলল করিম

ভূমিকা।

অনেকদিন পূর্ব্বে যখন কালিকাতায় অধ্যয়ন করিতাম, তখন মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কেতাব পড়িবার ইচ্ছা আমার অত্যন্ত প্রবল হয়। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া "লায়লী-মজনু", "চাহার-দরবেশ", "বাহার-দানেশ", "গোলেবকাওলি" প্রভৃতি কয়েকখানি কেতাব সংগ্রহ করিয়া পাঠ করি। বলা বাহুল্য সেই সমস্ত কেতাব পড়িতে আমাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। পল্লীবাসী বাঙ্গালীর ছেলে, উর্দ্দু-ফার্সি প্রভৃতি পড়ি নাই, এমন কি সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোকের মুখে উক্ত ভাষার কথাও শুনি নাই; সুতরাং এই অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত কেতাবের অনেক কথা বুঝিতে আমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি ইহাতে নিরাশ হই নাই; শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোক দেখিলেই তাঁহার নিকট হইতে অনেক কথার অর্থ জানিয়া লইয়াছি। এই সকল কেতাব পাঠ করিয়া সে সময়ে যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

সেই সময়ে মনে হইয়াছিল, যদি কখন লেখাপড়া শিখিতে পারি, তাহা হইলে এই সকল কেতাবের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু লেখাপড়া শেষ করিয়া যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, তখন আর সে সকল কথা মনে ছিল না।

নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর এক সময়ে আমি সুপ্রসিদ্ধ "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করি। সেই সময়ে "বসুমতীর" গ্রাহক-গণকে উপহার প্রদানের জন্য "চাহার-দরবেশ" নির্দ্দিষ্ট হয় এবং আমি উক্ত গ্রন্থ লিখিবার ভার গ্রহণ করি। একে উর্দ্দু জানি না, তাহাতে

অল্প সময়ের মধ্যে বইখানি লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং বইখানি আশানুরূপ হয় নাই। তাহার পর অনেক সময়ে মনে করিয়াছি, আমি না হয় না করিলাম, অন্য কেহ ঐ সকল সুন্দর কেতাবের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনুবাদ করেন না কেন?

সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার যুবকবন্ধু মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেব, শেখ ফজলল করিম সাহেব প্রণীত "লায়লী-মজনুর" দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইবার জন্য আমার পরিচিত একটা ছাপাখানায় উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট হইতে উক্ত পুস্তকখানি লইয়া আমি পাঠ করি এবং লেখক মহাশয়ের ভাষার পারিপাট্য ও লিপিকৌশল দর্শনে পুলকিত হই; তখন বন্ধুবর মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেব লেখকের আগ্রহ জ্ঞাপন করিয়া আমাকে এই সংস্করণের একটা ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন এমন অযাচিত গৌরব উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, তাই আমি এই গ্রন্থের সামান্য নাম মাত্র ভূমিকা লিখিয়া দিলাম। ভূমিকায় যাহা যাহা লেখা উচিত, তাহা আমি লিখিলাম না, কারণ সে সামর্থ্য আমার নাই। এমন একখানি সুন্দর পুস্তকের পৃষ্ঠায় আমার নাম সংযুক্ত করিয়া আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ | শ্রীজলধর সেন।

সূচনা

"The first awakener of language is Love."

"পিরিত করে তো এয়সি করে যাস্ কেলাকে পাত,
ফাট্ ফাট্ টুক হোই যাঁয় তবো না ছোড়ে সাথ!
পিরিত করে তো এয়সি করে যাস চেক্‌ওয়াড়কে পাত,
দিন ভর আলগ্ রহতঁু হেঁয় সাঁঝ হো ত জুট্ যাত!
পিরিত করে তো এয়সি করে যাস্ লোটা আওর ডোর,
আপন গলা ফঁসায়েকে পানী লাওত বোর!
পিরিত করে তো এয়সি করে যেয়সি করে কাপাস,
জীয়ং অঙ্গ্‌মে চুব রহেঁ সো মরে না ছোড়ে সাথ!"

প্রেম নিজেই সরল, নিজেই পবিত্র, নিজেই সৌন্দর্য্যময়; সুতরাং তাহার কাহিনী যে পবিত্রতা-বিভাসিত-স্ফুট-যৌবনা জ্যোৎস্নার মত কলঙ্ক-শূন্য ও প্রাণারাম হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই "লায়লী-মজনু" সেই মধুর প্রেমের ধর্ম্মোজ্জ্বল চিত্র।

যে সরল প্রাণের সারল্য-মণ্ডিত, স্নেহ-পুষ্ট প্রেম, দুইটী জীবনের উপর—দুইটী হৃদয়ের উপর,—

"মেঘমালা সঙ্গে
তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল—"

দিয়া "লাখ লাখ যুগ" "হিয়ে হিয়ে" রাখিয়া "বিরহে গোঁয়াইয়াছে", আর "পিয়ার" পথ চাহিয়া রাখিয়াছে, তাহা, তাহাদের মধুময় জীবনে

নিশ্চয় জীবন্ত ; নিশ্চয় আগুনে পোড়ান সোনার মত খাঁটি ; একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

আপনার গৌরবে, পুণ্যের সৌন্দর্য্যে, "লায়লী-মজনু"র প্রেম, মানুষের মনে অনন্তকাল হইতে জাগ্রত হইয়া আছে। এ ভাব লেখকদিগের অতিরঞ্জন-প্রিয়তার জন্য নহে ; বরং আখ্যান বস্তুর পবিত্রতার জন্য।

যাহা সুন্দর, তাহা চিরদিনই প্রাণময়। এইজন্যই স্থিতি এবং প্রলয়ের মধ্যস্থানে নিরাশার সান্ত্বনা প্রেম,* জাবজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; তাই বিধাতা, "ওন্স" অর্থাৎ প্রেম-সম্পন্ন করিয়া "এনসান" (মানুষ) সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং প্রেমময় হইয়া, জগতখানিকে প্রেমের আদর্শ-নিকুঞ্জ করিয়া গড়িয়াছেন। তত্ত্বদর্শী লেখক গাহিয়াছেন—

"যে এন্সাঁ বহম্ ওন্স
পয়দা শওয়াদ,
যে এন্সান মানি
হোয়েদা শওয়াদ।"

অর্থাৎ "মানুষে মানুষে একত্র হইলে প্রেম জন্মে ; এবং এই প্রেমের ফলেই বিধাতার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।" সুতরাং প্রেম, মানুষের স্বভাবজ পবিত্র ধর্ম্ম।

অনলে জলে যতদূর সম্বন্ধ, কাচ-কাঞ্চনে যেমন কুটুম্বিতা, সাহারায় উত্তর মেরুতে যেমন নৈকট্য, হীরকে দস্তায় যেমন সাদৃশ্য, আকাশে-পাতালে যত প্রভেদ, পাপে-পুণ্যে যতটা দূরত্ব, প্রেমে-কামে তত তফাৎ। প্রথমটী দেবত্বে উন্নীত করে, দ্বিতীয়টি পশুশ্রেণী ভুক্ত করে। মজনুর প্রেমে কাম বা পশুত্ব আদৌ নাই। যেখানেই দেখি, সেইখানেই নন্দনের সুরভি

* কোর্আন-শরীফে উক্ত হইয়াছে,—"সাম্মলন কল্যাণ"—দেখ সুরা নেসা ; ১২৮ আয়াতের মধ্যাংশ।

পারিজাতগুচ্ছ নীরবে সৌরভ বিতরণ করিতেছে। আপনার মনে হাসিতেছে, আপনি ফুটিতেছে; কতজন সে ছায়ায়, সে সৌরভে জীবনের মুক্তি দেখিতেছে, আর ওপারে যাইতেছে।

চাঁদের কিরণ, ফুলের গন্ধ যাহাদের ভাল লাগে না, তাহারাই এ সংসারে হতভাগ্য জীব। কারণ সে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই, পবিত্র জিনিষের আধার নাই। কর্পূরের মত সে হৃদয়ের "প্রেম" নিমেষে নিমেষে উড়িয়া যায়;—থাকে কেবল পশুত্বটুকু। সুখের বিষয়, আমাদের "লায়লী-মজনুর" জীবনে তাহা হয় নাই। বাস্তবিক "লায়লী-মজনু" পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি,—এই বিয়োগ-মিলন-মাধুর্য্য-মণ্ডিত অসীম আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ চিররহস্যময় জগৎ এক বিরাট মহাকাব্য। প্রকৃতির এই অভিনব শিল্প-কলার বিচিত্র কবিত্ব, কত পথিকের অন্ধ-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কে জানে? কে জানে কখন্ এই ঘটনা-প্রবাহ বেষ্টিত মনুষ্য হৃদয়ের উদ্বেল বাসনা-তরঙ্গে, আলস-শায়িত সৌন্দর্য্য-জ্ঞান কোন্ প্রাণময়ী কাব্য-সুন্দরীর কুসুম-কোমল-করস্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—যাহার চরণে জীবের জীবন "নিশি-দিন" উৎসর্গীকৃত!

প্রেমের দুই মূর্ত্তি—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম প্রেম, রূপজ, মোহজ বা স্বার্থজ। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক; সুতরাং উপেক্ষণীয়। আর নিষ্কাম প্রেম, খাঁটি জিনিষ। জীবজগৎ এই প্রকার প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করুক, ইহাই বিধাতার অভিপ্রেত। ইহা আত্মাকে নির্ম্মল ভাবে অনুরঞ্জিত করে;* সুতরাং সম্মানের সামগ্রী। প্রাচীন কবিও প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন—

"কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ,
লৌহ আর হেম যৈসে স্বরূপ বৈলক্ষণ!"

* যদি "সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীত হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দয়ালু ও ক্ষমাশীল" "কোর্‌আন শরীফ"; সুরা নেসা, ১২৯ আয়াত।

তবেই বুঝা গেল, মজনুর প্রেম আমাদের কাছে কতটুকু শ্রদ্ধা ও তৃপ্তির পদার্থ।

সাধু জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে
জ্ঞান করে উপদেশ,
তও কয়লা কি ময়লা ছুটে
যব আগ করে পরবেশ।"

কোন উর্দ্দু কবিও বলিয়াছেন—

"বনকে আক্‌সির বানা দেগা বদনকো সোনা
আতসে এশ্‌কেসে কোশ্‌তা যো মেরা দেল হোগা।"

এখানে আমার নিষ্কাম প্রেমকে সদ্‌গুরুর আসন দিতেছি, কারণ প্রেমের উন্মেষ ভিন্ন মুক্তির পথ অন্ধকার ও বন্ধুর। সেইখান হইতেই মহাপ্রেমের স্থচনা ও সম্মিলন-বাসনা উদ্রিক্ত হয়। যখন প্রেম-রূপ সদ্‌গুরু হৃদয়ে বসিয়া, সরলতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মহোচ্চ পথ দেখাইয়া দেয়, তখনই বিশুদ্ধ সত্যের জ্যোতিঃ আসিয়া কাম-রূপ পাপের কালিমাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এইখানেই মানব জীবনের দেবত্ব—এইখানেই অমরত্ব। স্থতরাং মজনুর মত সত্যপ্রেমিক জগতের গৌরব-কিরীট, এ কথা কে-না স্বীকার করিবে?

সেকাল হইতে প্রেম আছে,* সেকাল হইতে হৃদয় আছে, সেকাল

* যখন খোদাতাআলা প্রথম প্রেমকে সৃষ্টি করিয়া চতুর্থ স্বর্গে রাখিলেন, তখন অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেম, দয়াময়ের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিল,—"করুণাময়! কি উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করা হইল? আমার অবস্থিতির স্থানে আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। প্রভো! কেন আমি বিফল জীবন বহন করি?" খোদাতাআলা কহিলেন—"হে প্রেম! আগে জগৎ সৃষ্টি হইতে দাও। বিশ্বাসী লোকদিগের হৃদয়েই আমি তোমার আবাস নির্দ্ধারণ করিয়াছি।"

হইতে ফুল ফুটে, সেকাল হইতে অলিও জুটে! একটা প্রবঞ্চনার ব্যবসা এতদিন চলিতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানোজ্জ্বল মানব-হৃদয়ে, অথবা সামান্য কীটের জীবনে যে মায়ার প্রভাব স্পষ্ট, তাহা নিত্য রহস্য-ময় সত্য! একদিন ফিরিয়া আসিতে পার, কিন্তু পরদিন প্রেম, প্রাণকে আকর্ষণ করিবেই করিবে। চুম্বকের মুখে লৌহ কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়াছে কতক্ষণ আপনার কথা মনে রাখিতে পারিয়াছে?

আর একটা বিশেষ কথা—এক হইতে এক বাদ দিলে যেমন কিছুই থাকে না, সমুদয় পৃথিবী হইতে ভালবাসা জিনিষটা বাদ দিলে তেমনি কিছুই থাকে না। প্রথমোক্ত একের বিয়োগ ফল যেমন শূন্যে দাঁড়ায়, পৃথিবীও তেমনি শূন্যময় হইয়া যায়; সুতরাং প্রেম-ই জগতের স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপরিমেয়, অপরি-শোধনীয়, অপ্রতর্ক্য, অমর ও চিরবসন্তময় যদি কিছু থাকে, তবে তাহা প্রেম এই প্রেমকে, ইহার ভক্ত-সাধককে যাহারা বিকৃত চক্ষে দেখিবে, নিশ্চয় তাহারা নারকী। তাহাদের লক্ষ-কোটি বৎসরের সাধনার মূল্য এক কড়িও আমরা মনে করি না। কারণ, প্রেমিকই সাধু, প্রেমেই দেবত্ব, সুতরাং মুক্তি।

অমন সুন্দর গোলাপ ফুলে কাঁটা আছে, অমন নয়নাভিরাম মৃণালিনীর গায়ে হাত দিতে সাবধান হইতে হয়, কাজেই আলোকের পার্শ্বে অন্ধ-কারের মত, জ্যোৎস্নার কাছে মেঘের মত, প্রেমের ভিতরেও পদে পদে বিরহসঙ্কট! তাই বলিয়া কি কেহ কাঁটা দেখিয়া মৃণাল তুলিতে ভয় পায়?

কবি বলেন,—

"মজা ওসালকা কেয়া গর্ ফেরাকে ইয়ার নাহো"

* * *

"কেয়া কহো এশ্‌ক যো ফোরকতমে মজা দেতে হ্যায়
দেল সুজাঁকি লাগি আগ বুঝা দেতে হ্যায় "

আমরাও জানি বিরহই প্রাণে সুখের আকাঙ্ক্ষা, অভাব, লালসা, উন্মাদনা জ্ঞাপন করে। তবে না প্রেম চিরনূতন হইয়া আছে! নতুবা প্রেম-রহস্যটা এতদিন পুরাতন হইয়া যাইত। কিন্তু আমাদের চক্ষে ও হৃদয়ে এমন একটা আবরণ আছে, যাহার ফলে আমরা বল-বুদ্ধিতে পরাজিত হইয়া, "মাকালের পোকার" মত প্রেমের কেন্দ্র মুখে ঘুমাইতেছি; আর একটা একটা করিয়া বুদ্বুদের মতন দিনগুলি অনন্ত কাল-সাগরে মিশাইয়া যাইতেছে!

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—

"Love is Heaven and Heaven is Love."

বাস্তবিক প্রেম সুখে-দুঃখে জীবনের শান্তি। বিধাতা এ জ্বালাময় সংসারে প্রাণ জুড়াইবার জন্য বড় সাধ করিয়া এক বিন্দু প্রেম, জীব-হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়াছেন ইহা তাঁহার "দয়াময়" নামের পূর্ণ পরিণতি প্রমাণ করিয়াছে; এ শুভ-কল্পনার নামে ফুল-চন্দন বর্ষিত হউক।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত "প্রচারক" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার অধিকাংশ স্থান সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হইল। মটোগুলির প্রায়শঃ কোকিল-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত। এতদ্ব্যতীত মাইকেল, হেমচন্দ্র, প্রমথনাথ, কয়েকজন উর্দ্দু, হিন্দি ও ইংরাজ কবিরও আশ্রয় লইয়াছি। ইঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ। বক্ষ্যমাণ ঘটনাটী শেষ-প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের (দঃ) বহু পূর্ব্বের। বর্ত্তমান সময়ের উপন্যাসের মত এগুলিতে স্বভাব-বর্ণনার অভাব,—কেবল একদিক হইতে গল্প বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। যাহা হউক, এবার আমরা যথাসাধ্য সে অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা এক নূতন সখীর সরস ছবি আঁকিতে চেষ্টা

সংসারে থাকিয়া যিনি "তেলে-জলে" সম্বন্ধের মত থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী। আপনি কায়মনে সেই অনাদি পুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করুন। দেখিবেন,—অচিরে আপনার নীরস জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে, অন্ধকার-প্রাসাদ আলোকিত হইবে।"

সম্রাট্ ধীরভাবে মন্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসে যেন হৃদয় অনেকটা লঘু বোধ হইল। যেন বুকের উপর হইতে দুঃখের একটা পাহাড় নামিয়া গেল। কক্ষে নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। সম্রাট্ একটু অগ্রসর হইয়া, মন্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তবে কি একান্তই আমাকে যাইতে দিবে না?"

"না রাজন্, কিছুতেই না। আপনি বীর, আপনি জ্ঞানী, আপনি কিনা বুঝেন? পুত্রনির্ব্বিশেষে সুখে শান্তিতে কে আর এমন প্রজাপালন করিতে পারিবে? কার সাধ্য এ গুরুভার এমন অনায়াসে বহন করে? আমি আপনার গোলাম। আমার এমন কি শক্তি আছে জাঁহাপনা, আমি এই বিশাল রাজ্য আপনার মত সুনিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করি? আমি অযোগ্য। জীবন থাকিতে যেন ও পাপ-বাসনা আমার অন্তঃকরণে উদিত না হয়! এই গোলামী করিতে করিতেই যদি মরিতে পারি, তবেই বুঝি শান্তিতে মরিতে পারিব। আর আমায় অমন কথা বলিবেন না। প্রজারা এখনও এ সকল বিষয় অবগত নহে; যদি একবার তাহারা শুনিতে পায় যে, তাহাদের পিতৃ-প্রতিম সম্রাট্ রাজ্যত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, তবে কি আর তাহারা প্রবোধ মানিবে? রাজন্, বারবার এই অনুরোধ করিতেছি, আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।"

সম্রাট্ যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। সস্নেহে মন্ত্রিবরের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—

"মানিলাম,—তোমার কথাই মানিলাম। বুঝিলাম, তোমার কথাই সত্য, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। মনের অশান্তিতে আমি পথ পাইয়াও হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। যিনি অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া আমাকে অসাধারণ যশঃ ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সন্তান-দান বাস্তবিকই অতি তুচ্ছ কথা। সুতরাং সে বাসনা আমি ত্যাগ করিলাম। দেখিও, এ কথা যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায়।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া মন্ত্রী বিদায় গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ আশায় বুক বাঁধিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করিয়া কত মুহূর্ত্ত অনন্ত কালসাগরে মিশাইয়া গেল, কেহ তাহার সংবাদ লইল না। আশার, আনন্দের কত ছবি ফুটিল, কত ছবি মুছিল, কেহ তাহা দেখিল না। বর্ষা গেল, বসন্ত আসিল; বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম আসিল; কেহ তাহার ইতিহাস লিখিল না। কিন্তু কাল প্রতিনিয়ত আমাদের মুখের উপর বসিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে চাহিয়া রহিল। কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল; কেহ আসিল, কেহ চলিল; এই প্রকার কত সুখদুঃখের দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সম্রাট্ আবদুল্লাহ্‌ও নিয়তির দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একদিন কি শুভ! আরববাসীর চক্ষে একদিনের প্রভাত কেমন রমণীয়! সকালে উঠিয়াই তাহারা শুনিতে পাইল, "আজ প্রত্যূষে বৃদ্ধ সম্রাট্, দেবশিশুর মত একটি "বুকজুড়ান ধন" লাভ করিয়াছেন!"

প্রজাগণের আনন্দ-রোল, রাজপুরীর ঘন ঘন ভেরীনিনাদ, তারস্বরে নগরে এই শুভ সমাচার ঘোষণা করিল। দ্বারে দ্বারে নহবত বাজিতে

লাগিল। দুর্গচূড়ায় বিজয়-পতাকা পত্ পত্ উড়িতে লাগিল। বীরপুরুষগণ সারি দিয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ নগরে মহাধুম। অধিবাসীরা সুখের সাগরে ভাসিয়াছে। বাদশাহ্ হৃদয়ের আবেগে ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। দীনদুঃখিগণ আশাতীত অর্থ ও আহার্য্য পাইতে লাগিল। প্রজাগণের নিকট হইতে বহুদিনের জন্য রাজকর আদায় রহিত হইয়া গেল। কর্ম্মচারিগণ, বাদশাহ্-প্রদত্ত পুরস্কারে ভূষিত হইল। রাজ্যে কেবল সুখের হিল্লোলমুখর আনন্দ-স্রোতঃ ছুটিল। তোরণে-তোরণে ফলে-ফুলে, লতা-পাতায় ভরিয়া উঠিল। সে উল্লাসময়ী নগরীর জীবন্ত ছবি দেখিয়া মনে স্বতঃই স্বর্গের কল্পনা উদিত হইত; মনে হইত বুঝি বা যথার্থই আজ পৃথিবীতে নন্দন কাননের শোভা-সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আনন্দের ঢেউ একটু কমিয়া গিয়াছে। সম্রাট্ এখন সুস্থির হইতে পারিয়াছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—

"আজ রাজ্যের প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করা হউক। এখন কুমারের শুভাশুভ গণনা করাইয়া নামকরণ করা আবশ্যক।"

তাহাই হইল। সন্ধ্যার পরে রাজপ্রাসাদে এক বিরাট দরবার বসিল। প্রধান প্রধান আমীর-ওমরাহ্ ও বিদ্বন্মণ্ডলীতে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। সম্রাট্ জ্যোতির্বিদগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—

"মহোদয়গণ! অতি অসময়ে করুণানিধান আমাকে একটী পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাই আপনাদিগকে তাহার অদৃষ্টগণনার জন্ম আহ্বান করিয়া, আজ অনর্থক কষ্ট দিলাম। এখন দয়া করিয়া আপনারা তাহার ভাগ্যফল গণনা করিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন এবং যথাবিহিত নামকরণ করুন!"

জ্যোতির্ব্বিদগণ অনেকক্ষণ গণনা করিয়া দেখিয়া নিবেদন করিলেন :—

"নরনাথ! দীনহীন জ্যোতির্ব্বিদগণ এতক্ষণ অশেষ প্রকারে গণনা করিয়া বুঝিয়াছে, আপনার নবজাত পুত্র বড়ই সৌভাগ্যবান্। আমরা তাঁহার জন্মলগ্নে যে পবিত্র নক্ষত্রের যোগ দেখিতেছি, তাহার ফল শুভ। তবে সুখদুঃখ চিরকাল মানব-জীবনের আভরণস্বরূপ। ইহা অদৃষ্টের লিখন; জীবমাত্রেই ইহার তাড়না উপলব্ধি করিয়া থাকে। তাই বলিতে হইতেছে, আপনার এ সন্তান প্রেমের অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন অসূর্য্যম্পশ্যা ভুবন-বিমোহিনীর পবিত্র প্রেম-পাশে আবদ্ধ হইয়া ইনি সমুদয় জীবন অতিবাহিত করিবেন। ইঁহার প্রেম-কাহিনী জগতের ইতিহাসের নিত্যবর্ণনীয়, আদর্শস্থানীয় হইবে। সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া পবিত্র প্রেমের উপাসনায় আপনাকে ডুবাইয়া রাখিবেন। আমরা "কএস্" বলিয়া সন্তানের নামকরণ করিলাম; কিন্তু জগতে ইনি "মজনু" ('উদ্‌ভ্রান্ত') নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন। প্রখর বুদ্ধিচাতুর্য্যে ইনি অত্যল্পকাল মধ্যে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইবেন। আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।"

বাদশাহ জ্যোতির্ব্বিদগণের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন! অবশেষে বিবিধ উপাদেয় উপহার ও মণি-মাণিক্য-সম্ভারে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দান করিলেন। সে দিনের মত সভাভঙ্গ হইল। সম্রাট্ অন্তঃপুরে চলিলেন। বলা বাহুল্য, জ্যোতির্ব্বিদগণের কথায় সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

অসংখ্য দাস-দাসী শাহ্‌জাদার লালন-পালন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অতি যত্নে, অতি আদরে, সকলে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত রহিলেন। দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত দিনে দিনে শিশু পরিবর্দ্ধিত হইতে

লাগিল। ক্রমে শিশু চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। মাতা-পিতা সে কচি মুখের আধ আধ কথাগুলি শুনিয়া জগৎ ভুলিয়া গেলেন। বাদশাহ্ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুকের ধন বুকে তুলিয়া, সেই সুন্দর মুখের সুন্দর হাসি দেখিতে দেখিতে ভূতলে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পাঠক! পিপাসিত হৃদয়ের সে অসীম আকাঙ্ক্ষা তুমি কিছু অনুভব করিতে পারিতেছ কি? একমাত্র পুত্রের মাতা-পিতার সে আনন্দ তুমি কল্পনা করিতে পারিতেছ কি? এই সুখ-দৃশ্য ছবিটার দিকে একবার চাহিয়া দেখ; কত উল্লাস···কত আশা পুঞ্জীকৃত! যে রাজপুরী একদিন বাদশাহের চক্ষে শ্মশান বোধ হইয়াছিল, দেখ, বিধাতার অনুগ্রহে আজ তাহা শান্তিনিকেতনে পরিণত। সুতরাং মহিষীর হাসিমাখা সদাপ্রফুল্ল মুখখানি সর্ব্বদাই সেখানে ফুটন্ত পারিজাতের মত শোভাবিস্তার করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"যা দিয়েছ তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।"

বসন্ত কাল—প্রেম-সোহাগ-উদ্বেলিত দিগঙ্গনা নব-সাজে বিভূষিতা। আকাশের চাঁদ, কাননের ফুল, ভ্রমরের প্রেমালাপ, পাপিয়ার অতৃপ্ত সঙ্গীত, বিরহীর নয়নাশ্রু—এখন সমস্তই অনিন্দ্যসুন্দর। প্রেমিক এখন প্রকৃতির প্রতি-অঙ্গে প্রেমের হাসি, সোহাগের অশ্রু, অভিসারের ইঙ্গিত দেখিতে পান। চাতকের পিপাসার সহিত আপনার মরুময় জীবনের তুলনা করিয়া, শুষ্ক হৃদয়ের পার্থক্য দেখেন। সে "হা হুতাশ" আজ যেন একটা স্বপ্নমাখা কল্পনার মরীচিকা বোধ হয়! রতিপতি কমল-আসনে ফুলশর হস্তে যুগ্ম-নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক কাহারও কোমল প্রাণে শর-সন্ধান করিতেছেন,—সে দৃষ্টি কি ভীষণ! সে চাহনি কি মারাত্মক! হায় প্রেম! কেন এমন করিয়া থাকিয়া থাকিয়া আবার জ্বলিয়া উঠ? তুমি যে প্রহেলিকাময়। তুমি যে বিষময়! তোমাতে কি সুখ আছে? তুমি পোড়াও বটে; কিন্তু অঙ্গার বা ভস্ম একটাও যে হইতে দেও না! তোমার বন্ধনময় বিপুল আকর্ষণ যে সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানবকে পাগল করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া ছাড়িবে?

আবার আশা মরীচিকাময়ী,—সঞ্জীবনী। সুতরাং প্রেম সজীব,

নিত্য নূতন! প্রেম অতি সুখময়, অতি সান্ত্বনাপুর্ণ, শান্তিশীল; বিধাতা মানব-জীবনকে এই সুখের নেশা, সাধের স্বপ্ন অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করিতে দিয়া, সৃষ্টি-রহস্যে যে অপূর্ব্বত্বের সঞ্চার করিতেছেন, মানুষের দর্শন তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে না। তাই প্রেম অপ্রতর্ক্য—অমর। প্রেমিক বরেণ্য। প্রেমে ক্ষতি নাই,—বিচ্ছেদ মিলন দুই-ই লাভ; প্রেমে আঁধার নাই, কেবল আলোক! প্রেম ফাল্গুনের হাওয়ার মত জীব-জগতের তৃপ্তি-বিধায়ক। ইহাতে পুণ্যের দীপ্তি সদা প্রতিভাসিত।

যাহা হউক, নবীন বসন্তের পুষ্পিত যৌবনের সময় আরব দেশে সম্মানিত আবদুল আজিজ সওদাগরের গৃহে কুন্দকলির মত ছোট্ট একটী মেয়ে রূপের শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে ঘর ভরাইয়া দিল। কন্যার মুখ দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। আনন্দের হিল্লোলে রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য দীনদলের আকাঙ্ক্ষাগ্নির আহুতি হইল। সওদাগর আপনার সৌভাগ্য মানিলেন। অন্দরমহল কুলললনাগণের বিজলিহাস্যে পরিপূর্ণ হইল। বাহিরে নহবত বাজিতে লাগিল। সওদাগর আবদুল আজিজ তাৎকালিক সম্রাট্ আবদুল্লার একজন প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার বিশাল ব্যবসায় বিভিন্ন জনপদে তদীয় গৌরবান্বিত নাম প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্যবসায় পরিচালিত হইত; সকল স্থানেই তাঁহার বিশাল সম্পত্তি। অপিচ তিনি বাদশাহের একজন প্রিয়-বন্ধু; আপদে-বিপদে, সুখে-শান্তিতে, আহারে-বিহারে, বিচারে-ব্যবহারে তিনি সম্রাটের দ্বিতীয় সঙ্গী; সুতরাং তাঁহার যশঃ ও সম্মান অতুলনীয়।

জগদীশ্বর ন্যায়পালক। তিনি উপযুক্ত জনেই তদুপযুক্ত কার্য্য প্রদান

করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সংসার "অপূর্ব্বত্বে" পরিপূর্ণ; তাহাতে মানবের বিচারের কোন শক্তি নাই; সে রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টাও বিড়ম্বনা,—কারণ তাহা আমূল রহস্যময়; অথচ নিত্য-সত্য। তিনি আবদুল আজিজকে ভাগ্যবান্ করিয়াছেন। ভিক্ষুক, অন্ধ, আতুর, তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে সাধ্যমত বা তাহাদের প্রার্থনা মত বাসনা পূরণের চেষ্টা তিনি নিয়তই করিতেন। উলঙ্গের বস্ত্রদান, ক্ষুৎপিপাসুর আহার্য্য প্রদান তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। সমুদয় শক্তি এই অমূল্য সাধনায় পবিত্রতাময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয় নন্দন-কাননেও জীবনাথ এ পুণ্যের প্রভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং এরূপ কন্যা লাভ তাঁহার অদৃষ্টে না ঘটিবে কেন?

সময় কাহারও মুখ দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না,—সে তো আপনার কর্ত্তব্য লইয়াই আকুল। সুতরাং সে বেচারা দেখিবে কখন? প্রতিদিন কন্যা নবোদিতা শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। আশার আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনের প্রীতি-সম্বন্ধে গাঢ়তর হইতে লাগিল। কন্যার নাম হইল "লায়লী"।

গোলাপের কলিকা কয়দিন না ফুটিয়া থাকিতে পারে? চম্পকের তীক্ষ্ণ সৌরভ আর কয়দিন লুক্কায়িত থাকা সম্ভব? যে, যে উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের বিশেষ সাধে মর্ত্ত্যে লীলা-বিস্তারের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার দ্বারা তো তাহা হওয়া চাই। সুতরাং প্রত্যেকের জীবন, স্বভাবের পরিবর্ত্ত-চক্রে পরিবর্ত্তিত হইলে বলিতে হয়, "হে দয়াল সুধানিধি! তোমার জ্ঞান-নির্ঝরিণী অগণ্য ধারাবর্ষিণী; তোমার লীলা, জ্ঞানের অগম্য এবং কল্পনাতীত। তুমি অচিন্ত্য। আমায় ক্ষমা কর; তোমার উদ্দেশ্য মঙ্গলময়।"

রূপসী লায়লীর তখন চাঁদনিঙড়ান ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একদিন সওদাগর তাহাকে সম্রাটের সমক্ষে লইয়া গেলেন। আরবেশ্বর সেই কোমল গোলাপ কলিকাটী নিরীক্ষণ করিয়া সন্তান সোহাগে বুকে তুলিয়া শত শত চুম্বন প্রদান করিতে লাগিলেন। নিকটে কএস্ দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও দেখিলেন; কিন্তু মুগ্ধ পতঙ্গ আগুন দেখিলে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? চকোর সুধাংশু-বদন নিরীক্ষণ করিয়া কতক্ষণ আত্মিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে? বিরহী প্রণয়িনীকে পাইয়া কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? ভ্রমর কমলবনে কতক্ষণ অন্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? তৃষিত-জন জল দেখিয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? হায় সৌন্দর্য্য! তুমি কি বিশ্ববিমোহন আবরণে আচ্ছাদিত,- তুমি কি আকর্ষণময়!

কএস্ এ সুর-সুন্দরীকে একবার দেখিলেন, আবার দেখিলেন; কি দেখিলেন—কেমন দেখিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষু দুইটীই জানে; আর জানে তাঁহার হৃদয়। কিন্তু সে সাধ কি মিটিল,— সে পিপাসার কি শান্তি হইল? কেবল জ্বলিল, কেবল পুড়িল,—কেবল সে অদৃষ্ট আগুনের লোল-জিহ্বা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যে যথার্থই সে দহন সহ্য করিতে পারিল, সে জগতে অবিনশ্বর নাম প্রাপ্ত হইল। উঃ! সে আগুন কি জ্বলন্ত! আর সে হতভাগাই বা কি স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষী!!

লায়লীও কএস্কে দেখিলেন। সে কোমল মুখে কথা ফুটিল না,—কলি সুবাস বিতরণ করিল না,—কিন্তু হৃদয় ফাটিল, প্রাণ ভাঙ্গিল। আশা, আনন্দ ভয় নিকটে দণ্ডায়মান হইল। জীবন ছুটিল,—কোথায় ছুটিল কে জানে? উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন,—কেবল আশার আকাঙ্ক্ষা,—বিরহের

ভয়। আর কিছু দেখিয়াছেন কিনা, জানি না। হায়! সে সময়ের সেই দুইটী হৃদয়ের কথা কেহ বুঝিয়াছে কি? যদি বুঝিয়া থাকে, যদি সে চিত্রটী মাত্র কাহারও নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তবে তাহার জীবন ধন্য!

ছায়া পড়িল, ছবি আঁকিল। নিয়তি ডাকিল,—কাজেই দুইজনকে সেই প্রেম-মন্দিরের দিকে গমন করিতে হইল। পূজাও আরম্ভ হইল. বাকী রহিল কেবল সিদ্ধি; কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের নির্জ্জন অঙ্কশায়িনী—অজ্ঞাত। তবে সাধনা-শেষে সিদ্ধি স্থিরনিশ্চয়।, বোধ হয়, সেই দিন হইতেই জগদীশ্বর, দুইটী জীবনকে জগতের দুর্গম প্রেম-পথে টানিয়া লইয়া চলিলেন— কোথায় যাইয়া নিবৃত্তি করাইবেন, তাহা নিজের মনেই রাখিলেন।

প্রেমে ধরিবার বা ধরা দিবার সময় চক্ষুতে হয় কি? আর কএস, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি,—সে সময় চক্ষুতে কিবা মাখিয়াছিলে? লায়লী,—মুগ্ধা! বল দেখি, কি দেখিয়া ভুলিয়াছিলে? অহো বুঝিয়াছি,—ইহারই নাম মনোমিলন,—ইহারই নাম প্রেম; ইহারই বন্ধন-পাশ হৃদয়ে হৃদয়ে জড়িত হয়। ইহা নিয়তি-লিখিত স্বভাবের পথ। তোমার জীবন যে করুণাময় এই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছেন, তুমি কি করিবে?

দুঃখের নিশা কি শীঘ্র প্রভাত হইতে পারে? তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা অন্যান্য রজনীর অপেক্ষা কোনও অংশে দীর্ঘ নহে; কিন্তু মন যে তাহা বিচার করিতে অসমর্থ।

সেই দুঃসময়, সেই দুর্দ্দিন হইতে দুই জনেরই হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সে গুপ্ত অর্চ্চনায় লালসা আরও প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। একবার,—আর একবার, এইরূপ শত শত বারেও আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, তৃষ্ণা কমিল না। কেবল ক্রন্দন বর্দ্ধিত হইল, হা-হুতাশ প্রবল হইল। পিতামাতার চিন্তা দুই জনেই প্রায় ভুলিলেন। কলঙ্ক, অলঙ্কার জ্ঞান হইল; ভাবনা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল; দুই জনেই দুই জনকে পাইবার জন্ত অতৃপ্ত-আশায় ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে ছুটিয়া চলিলেন।

পাঠক! এই "একদিনের" ছবি তুমি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখ। কারণ, তোমাকে আরও "একদিন" দেখিতে হইবে। এইখানে দেখিয়া লও, প্রেমের মঙ্গল-দীপ জ্বলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে,
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই।"

পৃথিবীটা কমলালেবুর মত,—ঘোরে; আর মানুষের অদৃষ্টটা গাড়ীর চাকার মত,—ঘোরে! কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। সব জিনিষের—সব কার্য্যের দুইটা দিক আছে,—একটা ভাল, একটা মন্দ। কএসের অদৃষ্টচক্র এখন ভাল ভাবে ঘুরিতেছিল। তাই তাঁহার সারা রজনীর পূজার প্রতিমাকে তিনি সারাদিন সম্মুখে রাখিবার সুযোগ পাইয়াছেন!

আরও একটু খুলিয়া না বলিলে পাঠক বোধহয় আমার কথাটা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাই আরও ভাল করিয়া বলি।

লায়লী এবং কএস্ এখন একই বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছেন। উভয়েরই চারি চোখে কথা কহিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

মেঘে মেঘে ঘর্ষণকালে ঝাঁ করিয়া যেমন বিজলী চমকিয়া উঠে, প্রাণে প্রাণে মিলিত হইবার সময়ও তেমনি ঝাঁ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে। মানব-জীবনে সে আগুনের প্রভাব বড় প্রবল। ইহা মানুষকে দিশাহারা—পাগল করিয়া তোলে!

পাঠক! তুমি গৃহদাহ দেখিয়াছ?—বোধহয় অনেকবার দেখিয়াছ। বায়ু তো সব জায়গাতেই আছে; তথাপি গৃহদাহের সময় সেখানে যেন

ঝড়ের মত বায়ু বহিতে থাকে। প্রেমান্ধ জীবনও ঠিক এই প্রকার। যখন মানব-জীবনে প্রেমের আগুন লাগে, তখন প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। বুকের ভিতর কামনার ঝড় বহিতে থাকে। সে ঝড়, সে আগুন একসঙ্গে মিলিত হইয়া হৃদয়টাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করে!

প্রত্যহই দুইজনে দেখা হয়; কিন্তু কেহ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া একটী "তেমন কথা" বলিবার সাহস পান না। আজ বলিব, কাল বলিব করিয়া কতদিন চলিয়া গেল, তথাপি কেহ চোখ তুলিয়া চাহিবার ভরসা পাইলেন না; কিন্তু প্রাণ প্রাণের কথা বুঝিতে লাগিল!

বিনা তারে টেলিগ্রাম হয়, প্রাণে প্রাণে কথা হয়, ইহার আবার প্রমাণ কি দিব? হৃদয়ের মত টেলিগ্রামের যন্ত্র আজিও জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? আর চোখের মত অপূর্ব্ব 'ক্যামেরা" আজিও কেহ দেখিয়াছেন কি? এ ফটো তুলিবার প্লেট্—প্রাণ!

চৈত্রমাসে ঘরে আগুন লাগিলে আর কে রক্ষা করে? কএস্-লায়লীর জীবনেও চৈত্রমাসে প্রেমের আগুন লাগিয়াছে। কাজেই দুই জনে কেবল পুড়িতে লাগিলেন। সে পোড়া কি যেমন-তেমন পোড়া? ঘরের পাশে ঘর; একটা ঘরে যখন ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, তখন অন্যটা কি আর না পুড়িয়া থাকিতে পারে? দুইটাই জ্বলিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আগুনের তেজে দুইটী হৃদয় ছারখার হইলেও কেহ বুঝিতে পারিল না!

সকল দিন সমান যায় না। একদিন স্বপ্নের মত হয় তো দুইটী জীবনের দেখা হইয়া গেল! একদিন ভাবের ঘোরে হয় তো অধীর হৃদয়ের 'গোপন দুঃখ' বাহির হইয়া পড়িল! সেদিন হয় তো দুইজনেই বুঝিলেন, আমরা ভিন্ন নহি—এক!

উদ্‌ভ্রান্ত রাজপুত্র মুগ্ধচক্ষে লায়লীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন,

"কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও, মুখপানে
নয়ন তু'লে'।
দেখি ও নয়নে নিমিষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি,
পড়ে কি ঢুলে'।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙ্গায়ো না,
এসেছি ভুলে'।"

লায়লী সে প্রাণের ভাষা বুঝিতেন। সে কাল কাল ডাগর চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া যাইত। কএস্ দেখিতেন,

"যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো!"

তখন কএসের বয়স অষ্টাদশ, লায়লীর চতুর্দ্দশ।

উপরে বিদ্যাভ্যাসের যথেষ্ট ঘটা; ভিতরে প্রেম—দুশ্ছেদ্য বন্ধন! এইরূপে কত সুখের দিন কাটিয়া গেল। কত ফুল ফুটিল, কত ফুল ঝরিল; ক্রমে লায়লীর সহিত কএসের বাক্যস্ফূর্ত্তি ঘটিতে লাগিল। প্রাত্যহিক সংঘর্ষণে লজ্জার আবরণ ভেদ করিয়া, হৃদ্যতার স্বর্ণসূত্র হৃদয়ে হৃদয় বাঁধিল। দুইজনে দুইজনের পাঠাভ্যাসে সাহায্য করিতেন। কোন সময়ে একজন পড়িতেন, আর একজন শুনিতেন। এইরূপ আত্মবিস্মৃত কণ্ঠ-সুধার আশায় কত ব্যাকুল-সন্ধান লায়লীর মুখের উপর সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত। অবশ্য

কএসই, অনেক সময় লায়লীর শিক্ষক হইতেন। কিন্তু শিক্ষক পারিশ্রমিকের জন্য লালায়িত ছিলেন না। বোধ হয় তাঁহার অন্যরূপ আশা ছিল। উভয়ে অবসর সময়ে নিকুঞ্জে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া কত সুখময় কল্পনার সহিত চয়িত কুসুম-নিকরের নয়নাভিরাম মালা রচনা করিতেন। কত অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কলিকাদলে ভ্রমরকে বসিতে দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে যাইতেন। কখন হৃদয়ের সরল উদ্বেগ দমন করিতে না পারিয়া পরস্পরকে চুম্বন করিতেন।

এইরূপে যুগল জীবনে, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের একটি স্নিগ্ধ আলোক-রশ্মি প্রভাসিত হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকে এক তিল না দেখিয়া আর থাকিতে পারেন না। পাঠশালার দুষ্ট ছেলেগুলাও কাণাকাণি আরম্ভ করিল!

দ্বিপ্রহর। তখনও রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। কএস, শিক্ষকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। এমন সময়ে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে লায়লীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবদারের স্বরে বলিলেন,—

"আজ তুমি আমায় মালা গেঁথে দিবে?"

"দিব।"

"না, তুমি দিবে না—তুমি বড় দুষ্টু।"

"নিশ্চয় দিব লায়লী,—নিশ্চয় দিব।"

"কখন্?"

"ছুটির পর।"

"সত্যি করে বল,—ছুটির পর দিবে ত?"

"আবার কেমন, ক'রে তোমায় "দিব" কথাটা বুঝাব? তুমি দেখ্‌ছি লায়লী না হ'য়ে পাগলী হ'লে।

"কিসের মালা দিবে?"—প্রশ্নকর্ত্রী এবার একটু অগ্রসর হইয়া পার্শ্বস্থিত রাজপুত্রের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—"বল, কিসের মালা দিবে?"

"প্রেমফুলের।"

"ঐ ত বলেছি তুমি দুষ্টুমি করবে।"

"না, আর দুষ্টুমি করব না। তুমি একগাছি মালার জন্য বারবার বল্‌ছ বলেই বিদ্রূপ করেছি। পাঠশালার ছুটির পর এরা সব চলে গেলে, আমি যুঁই ফুলের সুন্দর মালা গেঁথে দিব। ঐ মুঞ্জরিত তমাল কুঞ্জটার কাছে বহু যুঁই ফুটেছে।"

"আচ্ছা" বলিয়া সুন্দরী এবার হাতখানি সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন।

সেই কোলাহল-মুখরিত তরুমর্ম্মরিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শীতল ছায়াতলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকুমার, ব্যাকুল-হৃদয়ে মুক্ত পৃথিবীর শ্যাম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে করিতে লায়লীর ঈষদুষ্ণ কোমল হাতখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। সে ভাবে, সে আকুলতায় প্রকৃতি যেন মুগ্ধনেত্রে স্তম্ভিত হইয়া থাকিল।

তারপর,—তারপর কি হইল?—তারপর বেলা পড়িয়া আসিল। পাঠশালার সকল ছেলে একে একে,—কেহ বা সারি বাঁধিয়া বাড়ীমুখে চলিল। কেবল গেল না দুই জন;—সে লায়লী এবং কএস্।

* * * * *

তখন গোধূলীর সিন্দুর পরিয়া মেঘ-বালা যেন শ্বশুরালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বিহঙ্গমকুল আনন্দে সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে কুলায় অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। ভ্রমরগুলি ফুলে ফুলে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল; চারিদিকে একটা মধুর ছায়া-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল,

দূরে—অতিদূরে কুসুমিত তমাল-কুঞ্জের আড়ালে একটী নবীন যুবক ও একটি নবীনা, যূঁই ফুলের মালা পরিয়া নিরুদ্বেগচিত্তে স্বচ্ছ-সরোবরে অর্দ্ধস্ফুট কমলিনীদলের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইতেছিলেন। একজন বলিলেন ঃ—

"কএস! ঐ ফুল একটা তু'লে দিবে?"

"আজ পারব না। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। কাল তোমায় একটার পরিবর্ত্তে দশটা ফুল তু'লে দিব।"

"মিছে কথা ব'ল্লে।"

"কখনই না"

"এখন তবে কি করবে?"

"চল, বাড়ী চ'লে যাই। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে; আর দেরী করা ভাল নয়। না জানি তোমার মা কত কি বকবেন।"

"তবে চল" – বলিয়া কিশোরী তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি তুলিয়া যুবকের দিকে একটা মধুর কটাক্ষপাত করিলেন। অধীরহৃদয় যুবক দুই হাতে প্রণয়িনীকে আপনার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—

"লায়লি! তুমি আমায় ভালবাস?"

নিভৃতের সেই গোপন-মন্দির, আকাশের মুক্ত কক্ষে কক্ষে কে যেন প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিয়া উঠিল,—"লায়লি! তুমি আমায় ভালবাস?"

সঙ্কুচিতা কিশোরী সরমে এবার মুখখানি নত করিয়া ফেলিলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন – "বাসি।"

"কেন বাস?"

এবার একটু সরমের বাঁধ ভাঙিল। মৃদুস্বরে বলিলেন,—"প্রাণ চায় তাই বাসি।"

"চিরদিন এম্‌নি ক'রে ভালবাসবে ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"কি জানি !" বলিয়া প্রেমিকা এবার খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। প্রেমিকও তাঁহার হাসির অংশ লইয়া স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে চল !"

সন্ধ্যার অর্দ্ধ-অন্ধকারে মিশিয়া, পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা মনের সুখে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। অদূরে রাজধানীর কোলাহল-মুখরিত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রতিশব্দে তাঁহারা উৎসাহে পথ চলিলেন। আকাশে বসিয়া নক্ষত্র-নিকর ঝিকিমিকি আলোক ছড়াইতেছিল। চতুর্দ্দশীর পূর্ণ শশিকলা, ধীরে ধীরে আকাশ জুড়িয়া তাহার মধুর হাস্য বিকসিত করিবার আয়োজন করিতেছে। যে পথে এই নূতন পথিক দুইটী আজ চলিয়াছেন, তখন সে পথে কোন লোকজন চলিতেছিল না। কেবল উচ্চ আলোক-স্তম্ভগুলি মাথা উঁচু করিয়া নগরে সমৃদ্ধি ও গৌরব সূচনা করিতেছিল। চারিদিকে ঝিল্লি-ঝঙ্কার একটা মধুর তানলয়ের সৃষ্টি করিতেছিল।

স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে যুবক ডাকিলেন,—"লায়লি !"

"কি বল ?"

"আমার মনে হয়, পাঠশালার ছেলেরা আমাদের দু'জনের উপর কেমন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে।"

"আমারও অনুমান কতটা সেইরূপ বটে !"

"দেখ, তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না। এমন দিন কি হবে লায়লী,—যে দিন তোমাকে "আমার" বলতে পারব !"

"ভাই, একথার তোমাকে কি উত্তর দিব? পাঠশালার দুষ্টু ছেলেগুলোর অত্যাচারে আমি তো অস্থির হ'য়ে উ'ঠেছি। উহারা মা'র কাছে পর্য্যন্ত যেয়ে আমার নামে কত কি ব'লেছে! সে দিন মা আমাকে বল্লেন,—"লায়লি! পাঠশালার ছেলেরা তোর সম্বন্ধে আমার কাছে যা' যা' বল্লে, তা' যদি ঠিক হয়, তবে তোর মরণ ভাল।" আরও বল্লেন,—"তোকে বিদ্যালয়ে বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য দিয়েছিলেম; কিন্তু তুই যেমন পড়ায় হাত দিয়েছিস্, তা'তে এখন মুখরক্ষা পে'লেই মঙ্গল। পথে-ঘাটে নাকি এখন তোর আর কএসের এ সব কথার আলোচনা হয়। অভাগিনি! তুই আমাদের একমাত্র সম্বল; যদি তোর হ'তে আমাদের মুখ পোড়ে, তবে তোর বাঁচিয়া ফল কি? যদি ধর্ম্মজ্ঞান, আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাস্, তবে আর ও পথে হাঁটিস্ না;—এই বার মানা কর্‌ছি!" আরও যে কত কি বল্লেন, অত মনে নাই। আমি আত্মবিস্মৃতার মত তাঁর সকল কথাই শুন্‌লেম! কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে পাল্লেম না! সুতরাং এমন অবস্থায় তোমার অধীরতা ভাল দেখায় না। আমি জানি, তুমি আমায় অন্তরের সহিত ভালবাস। আমি জানি, তোমার আমার জীবন, একই বৃন্তের দু'টি ফুল! তুমিও নিতান্ত অবুঝ নহ। এরূপ ক্ষেত্রে একটু সাবধান হইয়া চলাই কি আমাদের উচিত নয়? আ'জ এত রাত্রে বাড়ী ফির্‌ছি, না জানি মা কত কি বক্‌বেন!"

"সরলে! এ সব কথা আমিও কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু প্রেয়সি! আর যে আমি তোমায় ছে'ড়ে থাক্‌তে পারি না। হৃদয় যে আমার হীনশক্তি হয়ে আস্‌ছে! মানুষের হৃদয় আর কত পুড়তে পারে প্রিয়ে! প্রাণ যে আমার ছাই হ'য়ে গেল।"

"কএস! তবে কি আমার অপমানই তোমার স্পৃহণীয়?

"না প্রিয়ে, তা' কখন আমার অভীপ্সিত নহে। এই ধর, তুমি আমার পুঁথিগুলি নিয়ে যাও; আমি তোমার গুলি নিয়ে যাই! রা'তে পুঁথি আন্‌বার ছলে আমি নিজেই তোমার ওখানে যেতে পার্‌ব। তা' হ'লে বোধ হয় কোন দোষও হবে না,—আমিও তোমার মুখখানি দেখ্‌তে পাব।"

"এ যুক্তি মন্দ নয়।"

তখন আর কোন কথাই হইল না। দুইজনেই গৃহে চলিয়া গেলেন।

*　　*　　*　　*

যথাসময়ে লায়লী গৃহে উপনীত হইলেন। এদিকে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে ভৃত্যদিগকে পাঠান হইয়াছিল। লায়লীর মা লায়লীকে দেখিয়া আহতা ফণীনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"হতভাগিনি! এই কি তোর বিদ্যালয়ে যাওয়া?—বল্, এত রাত্রি কোথায় ছিলি? যদি না বলিস্, তবে আজ আর তোর রক্ষা নাই। বুঝিলাম, তোর সুখের দিন ফুরাইয়াছে; লেখা পড়া শেষ হইয়াছে। ফের যদি তোর কাছে কএসকে আস্‌তে দেখি, তবে আর ঘরের বাহিরে যেতে পার্‌বি না। তুই আমাদের মুখে চুণকালি দিলি! যদি জন্মিয়াই মরিতিস্, তবে বুঝি এত দুঃখ হইত না।"

জননীর কথাগুলিতে লায়লীর শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। মাকে ফাঁকি দিবার জন্য পথে মনে মনে কত কল্পনা-জল্পনা করা হইয়াছিল; কিন্তু এখন সে সব কাজে আসিল না দেখিয়া লায়লী চুপ করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে বাহিরে কবাটের কাছে কে যেন "লায়লি—লায়লি! ঘরে আছ?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। লায়লী,

কণ্ঠস্বরে কএসকে চিনিতে পারিলেন। কেন আসিয়াছেন, তাহা তো তিনি জানেন-ই। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে ও, কেন ডাক ?"

"আমি কএস্!—আমার পুঁথিগুলি কেন ভুল ক'রে এনেছ ?"

"এ'র জন্য, এত রাতে নিজে না আ'স্‌লে হ'ল না ?"

কএসের উত্তর ফুরাইয়াছে। তথাপি কিছু কৈফিয়ত না দিলে মতলবটা পেঁচানো মনে হয়। তাই বলিলেন,—

"একটু না হয় হেঁটেই আস্‌লাম। ক্ষতি কি ? দাও ভাই, আমার বই দাও।"

ধীরে ধীরে লায়লী বই কয়েকখানি কএসের হস্তে প্রদান করিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"নেও ভাই, ক্ষমা করো, এটা ভু'লেই হ'য়েছে।" কানে কানে চুপি চুপি বলিলেন,—

"বড় বিপদ !"

সে সময় আর সেখানে কোন কথা হইবার সুবিধা ছিল না; কারণ, লায়লীর জননী নিকটেই বসিয়াছিলেন। কএস বলিলেন "লায়লি! তবে এখন বিদায়! কা'ল পাঠশালায় যা'বে না ?"

"যাব।"

ঈপ্সিতার মধুর চন্দ্রানন দেখিয়া, কএস্ তৃষিত চাতকের মত জাগ্রত স্বপ্নে ব্যাকুল হইয়া গৃহপানে চলিলেন।

এদিকে কএসের এত রাত্রিতে লায়লীর এখানে আসায় তাঁহার মা'র পূর্ব্ব সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। লায়লীকে বলিলেন,—"কেমন কলঙ্কিনি! এ সব কি ? থাক্, এখন সব বোঝা গেছে। এ নীরব আত্মসমর্পণের আর বেশী পূজা করে কাজ নেই। আর প্রেমের জন্য পথে পথে

ঘুরে কলঙ্ক অর্জ্জনের দরকার দেখি না। এখন্ লেখা-পড়া তো সব হ'ল কাল থেকে আর ঘরের বাহির হ'য়ে কাজ নেই। এতদিনে তুই তোর পিতার চিরসঞ্চিত সুনাম ডুবালি।"

লায়লী নির্ব্বাক! ক্রোধান্বিতা জননী, দাসীকে বলিয়া দিলেন,—"কা'ল হতে যেন লায়লী ঘরের বাহির হ'তে না পারে।"

লায়লীর সুখের দিন আ'জ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল,—থাকিল কেবল দুঃখের নিশা। ধূ ধূ ধূ অনুর্ব্বর মরু প্রান্তরের মত নৈরাশ্যানল-প্রধুমিত বিকট ভবিষ্যৎ মুখব্যাদান করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি হয়ত নিরাশ হইয়া ভাবলেন ;—হায়!—

"যা কিছু মধুর সব ফুরাইল, সেও হ'ল অবসান ;
আমারেই শুধু ফে'লে রে'খে গেল সুখহীন ম্রিয়মাণ!

লায়লী তখন আপনাকে ভুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কএসের অপার স্নেহ সমুদ্রের মধ্যে বুদ্বুদের মত মিশাইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহার ভাবিবার অবসর কোথায়? বুঝিবার সুযোগ কই? তিনি তখন অন্যের প্রাণ-মনরূপে বাহ্যিক লায়লী বলিয়া পরিচিতা মাত্র। তিনি যখন চক্ষে দেখিতে কেবল কএসকে দেখিতেছিলেন, কর্ণে কেবল তাঁহারই কণ্ঠ-নিঃসৃত পীযূষধারা পান করিতেছিলেন। হৃদয়ে—বাহিরে—আকাশে—পাতালে—জলে—স্থলে তখন কেবল কএসই তাঁহার চক্ষে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রকৃতি তখন প্রত্যেক অঙ্গে কএসেরই মতন হাসিতে-ছিল। তাই লায়লী জগৎ ভুলিয়া একমাত্র কএসকেই সম্বল রাখিলেন। তাই তাঁহার মুগ্ধ চক্ষু জগতের আর কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারিল না। ধন্য লায়লী! ধন্য তোমার ভালবাসা! প্রেমের ইতিহাসে তোমার নাম

হেমকরোদ্ভাসিত,—চিরনির্ম্মল উজ্জল অক্ষরে লিখিত। তুমি যুগ-যুগান্তরে আদর্শস্থানীয়!

লায়লীর আর সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। তিনি অদৃষ্ট-চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার জননীও স্বামীর কাছে সমুদয় বলিলেন—উভয়ে বিষম চিন্তিত হইলেন। প্রভাতে লায়লীর মা, দাসীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—'দেখ, লায়লী এখন কিশোরী; সুতরাং সহজেই প্রলোভনে পড়িতে পারে। তাহার হৃদয় এখন আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ। আর যাহাতে সে বাহিরে যাইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিবে।'

অসম্ভাবিতরূপে লায়লীর কপাল পুড়িল। তিনি দিবানিশি অশ্রুকেই জীবনের সান্ত্বনার জন্য রাখিলেন। কিন্তু কএস্ জানিলেন না যে, তাঁহার সুখের রবি অস্তমিত হইল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"এশ্‌ক কেয়া শ্যায়্‌ হ্যায় কেসি কামেল্‌সে পুছা চাহিয়ে
কেস্‌তরাহ্‌ যাতা হ্যায় দেল্‌ বে-দেল্‌সে পুছা চাহিয়ে।"

"আঁখির অন্তরে থাকি সে রূপ অন্তরে রাখি
ভুলিব তাহারে যদি কি রবে স্মরণ,
যদি না মিলন হয় এমনি বিচ্ছেদ রয়
থাকিয়া তাহারি ধ্যানে যাপিব জীবন!"

সুখ-দুঃখ জিনিষ দুইটাকে এ জগতে কে না জানে? শিশু বল, বালক বল, যুবক বল, প্রৌঢ় বল, কে এই দুইটাকে না চেনে? দুঃখে আমরা কাঁদি, সুখে আমরা হাসি। দুগ্ধপোষ্য শিশু একটু ক্ষুধা পাইলেই কাঁদিয়া উঠে। দুঃখে বৃদ্ধের চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে। তাই বলি, কে সুখ-দুঃখকে আলিঙ্গন না করিতেছে?

লায়লীর এখন দুঃখের দিন। এত বড় মহল—এমন সুন্দর কারুকার্য্য,—এমন শোভাময় শিল্প-কলা,—এমন নয়নাভিরাম কুঞ্জ-বাটিকা,—এত খেলার সাথী,—কলের পুতুল,—খেলাঘর, সোহাগ,—আদর থাকিতেও তাঁহার দুঃখের দিন। তিনি এখন বন্দিনী।

পড়াশুনা চুলোয় যাক্;—সে দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই। তিনি ধীর, স্থির, প্রশান্ত। বাহিরের গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে "যৌবনে-যোগিনী" সাজাইয়াছে।

দাস-দাসীরা এ মনোবেদনার কারণ অবগত থাকিলেও, ভয়ে কেহ মুখ ফুটাইতে পারিত না। কিন্তু মনের আগুন কে দেখে? প্রাণের যাতনা বুঝিবার জন্য বিজ্ঞান কি করিয়াছে? এ বিসম্বাদময় বিশ্বে তেমন সমদুঃখী কোথায় মিলে?

কৈশোর-যৌবনের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া লায়লী আজ প্রেমের ভিখারিণী। তিনি বুঝিলেন, এ দুঃসময়ে তাঁহার আপনার কেহ হইতে চাহিবে না। ইচ্ছা করিয়া কেহ দুটো মিষ্ট কথাও বলিতে আসিবে না। তাই তিনি আত্মনির্ভর করিয়া জগদীশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন। সত্যের জয় অবিসম্বাদী। নতুবা এ পবিত্র প্রেমের প্রীতিদ-তরঙ্গ যুগ-যুগান্তর ভেদ করিয়া আজ বিশ্বের বিদগ্ধ বক্ষ অভিষিক্ত করিত না। বালুকায় জল ঢালার মত অকালে শুকাইয়া যাইত।

দুঃখ মানুষকে দৃঢ়তা শিক্ষা দেয়। কষ্টে পড়িয়া যখন মানুষ সুখের লালসায় অধীর হয়, তখনকার জীবন্ত কর্ম্মানুরাগ আদর্শস্থানীয়। লায়লী সাহসে বুক বাঁধিলেন। সাহায্যের আশা, সহানুভূতির আশা, ভালবাসার আশা, স্নেহের আশা, ঐশ্বর্য্যের আশা ছাড়িলেন,—ছাড়িতে পারিলেন না —কেবল "কএস্"!

যেখানে দান নাই, সেখানে প্রতিদান নাই। যেখানে পবিত্রতা নাই, সেখানে প্রেম নাই। যেখানে পাপিয়া নাই, সেখানে বসন্ত নাই। যেখানে হৃদয় নাই, সেখানে আকর্ষণ নাই। যেখানে জল নাই, সেখানে কুমুদ নাই। আর যেখানে প্রেমের আকুল আহ্বান নাই, সেখানে মধুকরের মধুর ঝঙ্কার নাই, সেখানে মধুবন মরুভূমি। সে মাধবী-লতার কুঞ্জ কণ্টক-কুঞ্জ। সে হৃদয়ের আরাম কোথায়? সে হৃদয়ের শান্তি কোথায়? তাহা বায়ুর মত চঞ্চল! পাথরের মত নীরস। তাই এত সুখ-স্বচ্ছন্দতার মধ্যে

লালিত-পালিত হইয়াও লায়লী প্রেমেরগানে মজিলেন। সংসার,—পরিজন একটা অতিরিক্ত উপসর্গ মনে হইল। তিনি যদি একা এ জগতে কএসকে লইয়া থাকিতে পারিতেন, তবে বুঝি যথার্থ শান্তি,—তৃপ্তি মিলিত। কিন্তু এ পোড়া পৃথিবীতে কয়েকজনের সকল আশা পূর্ণ হয়?

প্রাণ কাঁদিলে পৃথিবী কাঁদে। চোখ দিয়া জল পড়িলে হৃদয় গলিয়া রক্ত ছুটে। আকাশে বিজলী চমকিলে দশদিক হইতে দিগ্বধূগণ হাসিয়া উঠে, জীবনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইলে প্রাণের গুপ্ত পথগুলি অনুভূত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত স্বপ্নে ব্যাকুল,—আকুল হয়। সে স্বপ্ন বড় মধুর। সে স্বপ্ন জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। মানব-জীবনের এই একদিন।

লায়লী এখন সেই স্বপ্নে মাতোয়ারা। তাঁহার কোমল প্রাণ কেবল কএসের সন্ধানে ছুটে। লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর মত, আলোকের নিমেষে যোজন ব্যাপনের মত, লুব্ধ মধুকরের মকরন্দ পানের আশার মত, সে হৃদয় নিমিষে আর একটা হৃদয় খোঁজে; কিন্তু পাইয়াও যেন পায় না,—দেখিয়াও যেন দেখে না,—চিনিয়াও যেন চেনে না; লায়লী এখন প্রেমের পাগলী!

বিস্তীর্ণ রংমহল। মহলের পার্শ্বে একটী নাতিদীর্ঘ উদ্যান। লায়লী সেই উদ্যানের মধ্যে নীরবে কতকগুলি শুষ্ক ফুল কুড়াইতেছেন। চারিদিকে গগনস্পর্শিনী অট্টালিকাগুলি গলায় গলায় বাঁধিয়া যেন নীরবে তাঁহারই পানে তাকাইয়া আছে। চূড়ায় চূড়ায় পাখীগুলি বসিয়া সে নীরবতার মধ্যে মধুর ঝঙ্কার তুলিতেছে। শুক-সারির গাঢ় আলিঙ্গন, দধিয়ালের কোমল কণ্ঠ, পাপিয়ার সাধা গলার সরস সঙ্গীত, এ সবগুলি মিলিয়া সেখানে একটা মিলন-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। পশ্চিমে দিবাকর বিশ্রামাগারে;—গোধূলীর প্রাক্কাল! আকাশে সিঁদুরে

মেঘগুলি সুনীল মেঘগুলির কোলে আসিয়া মিশিতেছে; সে দৃশ্য কেমন উন্মাদক! সর্ব্বোপরি প্রথম ফাল্গুনের মন-মাতানো হাওয়া কোন অজ্ঞাত দেশের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য,—শান্তি-স্নিগ্ধতা ঢালিয়া জীবন-সংগ্রামের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলাইয়া দিতেছিল। মানুষ তন্দ্রালসচিত্তে সে মধুরোজ্জ্বল চিত্রের সম্মুখে অবাক্ নয়নে বসিয়া থাকুক। যদি সে ভাবুক হয়,—যদি সে চক্ষুষ্মান্ হয়, তবে দেখুক, প্রেমময় বিধাতার অমৃতবর্ষিণী প্রীতি-নির্ঝরিণী কেমন অনন্ত ধরিত্রীর আন্তরিকতা ঢালিতেছে!

প্রেমিকা লায়লী প্রাণ ভরিয়া এ সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছেন; উদার—অনন্ত আকাশের অসীম নীলিমার উপর বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে সে বিরাট দৃশ্য দেখিতেছেন; অপলক নয়নে সংজ্ঞাহীনার মত দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। নিস্পন্দ ভাবে কি চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

বাহ্যজ্ঞানহারা লায়লীর সে ধ্যান-স্তিমিত মুখে-চোখে নিশ্চল চাঁদের আলো পড়িয়া বড় সুন্দর সাজাইল। যেন চাঁদের কিরণ গায়ে মাখিয়া নব মল্লিকার কলিকা এই প্রথম ফুটিল। পাঠক! চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীতে তুমি ফুল-ফোটা দেখিয়াছ কি? জগতের অশান্ত নরনারীর নিরাশ হৃদয় জুড়াইবার জন্য, ফুলের আত্মবক্ষঃবিদারণ-জনিত কল্পনাতীত স্বার্থত্যাগ তুমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে বুঝিবে, লায়লীর প্রেমানুরঞ্জিত আত্মা তখন কোন্ মন্ত্রে, কোন্ ব্রতে দীক্ষিত।

লায়লী অধীরা হইলেন। কাঁদিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। কে যেন গলা চাপিয়া ধরিল। ভাবাকুলিতা লায়লীর ক্ষুদ্র হৃদয় তখন বিস্ময় ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির শান্তি-শীতল

কোলে বসিয়া প্রেমিকা আজ বিরহের জ্বালায় ব্যথিতা! তিনি মিলনা-কাঙ্ক্ষিনী। তাই যুক্ত-করে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ;—

"দয়াময়! চন্দ্রমার বিমল-সুধা তৃষিত-নয়না চকোরীর মুখে কবে মন্দ বোধ হইয়াছিল? বৈশাখের জলদ-বিন্দু ফটিকজলের মুখে কবে তিক্ত বোধ হইয়াছিল? ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুরের মুখে রাজভোগ কবে অবহেলিত হইয়াছে? - হয় নাই।

জগদীশ! আমি পুড়িতেছি, আমি মরিতেছি। আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখ, কে সেখানে বিরাজিত। প্রভো! লোকে তোমাকে দীন-দুনিয়ার মালিক বলে,—তুমি জগজ্জীবন। যদি যথার্থই তুমি জগজ্জীবন হও, তবে এ দুঃখিনী কি জীবন ফিরাইয়া পাইবে না? আমি চাই—কএসকে। আমার দিবার কিছুই নাই,—আমি দুঃখিনী। মানুষ তোমার কাছে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিলে তুমি নাকি তাহার আশা পূর্ণ কর। প্রেমময়! আজ প্রেমময় হইয়া কি তুমি আমার প্রেমের আশা পূর্ণ করিবে না? আমার জিনিষ আমাকে মিলাইয়া দাও, প্রিয়তম! আমি বাঁচি। আমি মরিলেই কি তোমার দয়াময় নামের গৌরব বাড়িবে? যদি বাড়ে—তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই ;—শেষ হউক, প্রভো, শেষ হউক!"

লায়লী নীরব হইলেন। -

প্রার্থনা শেষ হইল। সে প্রার্থনায় পৃথিবী কাঁদিল। প্রকৃতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল! বায়ু ক্ষণিকের তরে স্তব্ধ—নিরুদ্ধ বোধ হইল। সুধাকর মেঘের আড়ালে মুখ লুকাইল।

মানুষের আশার সীমা নাই। প্রবৃত্তির উত্তেজনার মুষ্টিযোগ অতি অল্প লোকেই জানে। অসম্ভাবিত ঘটনার মুখে পড়িয়া মানুষ দিশাহারা

হইয়া পড়ে। কাজেই দুঃখের অন্তিম-চিন্তা, তাহাদিগকে বর্ত্তমান ভুলাইতে পারে না।

লায়লীর আ'জ আশার শেষ নাই। কল্পনার বিরাম নাই। তিনি হৃদয়পটে প্রাণের শোণিতে প্রেমের ছবি আঁকিতেছেন। মনে মনে কত সৌন্দর্য্য, কত সোহাগ, সে চিত্রে প্রতিফলিত করিতেছেন। কিন্তু চিত্র যেন কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না ভাবরাশি যেন কিছুতেই জমাট বাঁধিতে চাহিতেছে না। একটা ধরিতে আর একটা ছুটিয়া পলাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে লায়লী উঠিলেন। ভাবে, ভালবাসায় চিত্তহারা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দুই পদও অগ্রসর হন নাই, এমন সময় কে যেন পশ্চাদ্দিক হইতে খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। লায়লী ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার সখী মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন!

লায়লীর সখী যুবতী। তিনি দূর-সম্পর্কে লায়লীর আত্মীয়া। লায়লীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার পিতা-মাতা তদীয় সখীকে কয়েকদিনের জন্য এখানে আনিয়াছেন। তিনি সুন্দরী। কেবল সুন্দরীও নন, রসময়ী। সুতরাং সখী কাছে থাকিলে লায়লীর আকস্মিক অন্য-মনস্কতা সহজে দূরীভূত হইতে পারে, সওদাগর-দম্পতীর এ ধারণা খুব ছিল, তাই এ আয়োজন।

সখী কিছু বেয়াড়া লোক। তিনি কোন কথা না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি সখি, কি কচ্ছিলে? নাগরের চিন্তায় পাগল হলে নাকি?"

লায়লী উদাস-নয়নে সখীর মুখের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। পারিতেন কি না, জানি না কেবল বলিলেন,—"চল, ঘরে চল।"

সুন্দর একটি প্রকোষ্ঠ। চারিদিকে চাঁদের আলো। চারিদিকে ফুলের গাছ, চারিদিকে সৌন্দর্য্যের মেলা। তাহারি ভিতরে একটি সুন্দর প্রকোষ্ঠ। দূরে,—অতি দূরে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উজ্জল আলোকাবলী জ্বলিতেছে। শূন্যে—মহাশূন্যে তারাগুলি যেন তাহাকে উপহাস করিয়া বুকের কাপড় ফেলিয়া যৌবনাভা দেখাইতেছে। ধরিত্রীর মনোহর অবেণী-সম্বদ্ধ কেশরাশির উপরে জ্যোৎস্না-সিক্ত একখানি জ্যোতির্ম্ময় উড়ানী চক্‌মক্ করিতেছে। পাঠক! একবার চক্ষু মুদিয়া দেখ,—একবার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া দেখ, কি মহান দৃশ্য!

লায়লী এবং সখী সেই আলোকময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে "ললিত লবঙ্গলতার" "মরাল-গমনে" কক্ষে রিনিকি ঝিনিকি রব ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্ফটিক-ঝাড়ের দীপ্যমান আলোকাবলীর বিচিত্রচ্ছটা সেই সুন্দর মুখে,—সুন্দর বুকে পড়িয়া, লালে-সবুজে মিশিয়া এক অভিনব শোভা ধারণ করিল! যেন পবিত্রতা আসিয়া প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যেন রাজহংসী আসিয়া কমলবনে প্রবেশ করিল। যেন পুণ্য আসিয়া ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ করিল।

দুইজনেই নীরব। অনেকক্ষণ পরে একজন কহিলেন,—

"সখি! খবর কি?"

"কিসের?"

"আহা, কি ভালমানুষটি রে!"

"ম'লো!"

"বলি, প্রাণের ভিতরের অগ্নিকুণ্ডটা এখনও জ্বল্‌ছে কি নিবে গিয়েছে?"

লায়লী হাসিলেন। এত দুঃখের মধ্যেও প্রাণের প্রশ্নটুকু শুনিয়া

একটু হাসিলেন। মেঘাচ্ছন্না রজনীতে সৌদামিনী বিকাশের মত একটু হাসিলেন, বিরক্তির ভাবে বলিলেন,—

"প্রাণের ভিতরে আবার কিসের অগ্নিকুণ্ড লো?

সখী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি লায়লীর দুঃখে দুঃখিত হইলেও, তাঁহার মনে অশান্তি ঘুচাইতে যত্নশীলা। তাই পদে পদে বিদ্রূপের বাণ ছাড়েন। লায়লার পরিষ্কার উত্তর শুনিয়া তিনি আরও একটা হাসির লহর তুলিলেন। ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন,—

"তাই তো! চোর, চুরি ক'রে কি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে?"

"আমি কি চুরি করেছি ভাই?"

সখী আর সামলাইতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তে একটা তুমুল হাস্য তুফান তুলিলেন। আবেগের সহিত লায়লীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"কেন, কএসের প্রাণ?"

লায়লী কি উত্তর দিবেন? তিনি আর কি বলিবেন? কিন্তু কিছু না বলিলেও সখী জিতিয়া যাইতেছেন। কাজেই টিকুক না টিকুক আপাততঃ তর্কটা সজাগ রাখিবার জন্য বলিলেন,—

"মরণ আর কি!"

সরমে লায়লীর মুখ লোহিতাভ হইল। অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ কলিকা, শিশির-স্পর্শে যেন বিকশিত হইল; আনত-নয়ন দু'টিতে প্রাণের দুই বিন্দু রক্ত যেন "চোখের জল" হইয়া দেখা দিল। ক্ষণেকের জন্য বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইল।

লায়লী বলিতে লাগিলেন,—"শুন সখি! আমি সংসারের দ্বারে এখনও অবোধ বালিকা। কিছুই জানি না; কিছুই বুঝি না। অন্তের হৃদয়ের সংবাদও রাখি না; কিন্তু এই ক্ষুদ্র বুকে না জানি কিসের কত

হাহাকার! আবার কএসকে দেখিলে কেন যে সে হাহাকার আনন্দে পরিণত হয়, তাহাও বুঝিতে পার না। ইহারই নাম যদি প্রেম হয়, তবে ভাই গঞ্জনা দিও না,—আমি মরিয়াছি! আমি কএসের হৃদয়ের কাছে এ হৃদয়কে বলি দিয়া ফেলিয়াছি। কএসও বোধ হয় দিয়াছে। দুইটি হৃদয় অব্যক্ত সুখে,—কমনীয় সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছে; আর ভাসি'ব না। তোমরা আমাকে কিছু বুঝাইতে চাও?—বুঝাও; কিন্তু কে শুনিবে? এই কর্ণ? কে বুঝিবে?—এই হৃদয়? এ কর্ণ শুনিবে না; এ হৃদয় বুঝিবে না। চক্ষু কেবল কএসকে দেখিবে। কর্ণ কেবল তাহারই কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল থাকিবে। হৃদয় কেবল তাহাকেই পূজা করিবে। তোমরা আমায় বৃথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইও না। শত চেষ্টায়ও বোধহয় বুঝিব না।

লায়লীর মর্ম্মান্তিক কথাগুলি শুনিয়া সখী ক্ষুব্ধা হইলেন। মুখের ভাব মনে গোপন করিয়া সেই একঘেয়ে সুরে আর একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন;—

"বাঃ! খুব বক্তৃতাই তো করলি লো!"

অনুতপ্তা লায়লী, সখীর তীব্র শ্লেষবাক্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—

"তোমরা হাস,—খুব হাস। কিন্তু এ অভাগিনীকে আর জ্বালাইও না। তাহাকে কাঁদিতে দাও। কাঁদিয়াই যাহার সুখ, কেন তাহাকে হাসির রাজ্যে আহ্বান কর?"

একদিকে কোমল প্রাণ, অন্যদিকে বিদ্রূপ-বাণ! সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। কোমল প্রাণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ বড় বিঁধে। মোমের বাতি আগুনে বড় গলে। লায়লী বুক ভাসাইয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন। রাহুগ্রস্ত

শশীর মত সে মুখে বিষাদের কালো ছায়া পড়িয়াছে। সখী এ দৃশ্যে কিছু নরম হইলেন। সাদরে লায়লীকে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন ;—

"লায়লী! কেন অধীরা হচ্ছে বোন! তোমার মা'য়ের কথাগুলি মনে পড়ে কি? আমি যে আড়াল থেকে সব শুনেছি।"

"ভাই! মা'র কাছে তো বকুনি শুনলেম। তা' তিনি বকুন। আমি তাঁহাকে কিছু বলিবার সুযোগ পাই নাই। লজ্জায় কিছু বলিতেও পারিতেছি না। পোড়াকপালী লায়লীর এ কথাগুলি তুমিই তাঁহার কাছে নিবেদন করিও। যদি আসল কথা শুনিতে চাও,—কএস্ ভিন্ন আর বাঁচিব না। আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই মরিব। সে প্রেমের মরণে আমি সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না।"

লায়লী, ধীর স্থির অটল অচলের মত দৃঢ়ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন। সখী বলিতে লাগিলেন,—

"লায়লি! বোন্ আমার, কেন আকুল হইতেছ? এ যে মোহ,—অধঃপতনের পথ। প্রকৃত প্রেমে রূপজ মোহ নাই। তুমি শিক্ষিতা,—বুদ্ধিমতী; তুমি কি না বুঝ? বোন্ আমার! এ পথ হইতে ফিরিয়া চল। লোকের নিন্দা,—সমাজের ভয়,—পিতা-মাতার অপযশের দিকে একবার ফিরিয়া চাও আমি আর কি বলিব?"

লায়লী পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—

"বুঝিলাম; কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। দুর্ব্বল-চিত্তা লায়লী, মানুষের ভয়ে,—সমাজের তাড়নায় ইহজীবনের চরম কামনা,—পরম সান্ত্বনা ত্যাগ করিতে পারিবে না। সে ছুটিয়াছে;—অসীম অনন্তপথে ছুটিয়াছে। আর তাহার ফিরিবার শক্তি নাই। তোমরা তাহার হাতে

ধরিও না। এ হৃদয়ে রূপের মোহ থাক্ না থাক্ প্রেমের আলো আছে। নিদাঘের উষ্ণ নিশ্বাস থাক্ না থাক্ মলয়ের হিল্লোল আছে। তোমরা আর পথ আগুলিয়া দাঁড়াইও না। যাইতে দাও।"

লায়লীর সখী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি উপদেষ্টা হইতে আসিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন। বুঝাইতে আসিয়া আত্মহারা হইয়া বুঝিতেছেন। তাই তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। ভূমিপানে চাহিয়া কেবল শুনিতে লাগিলেন। লায়লী বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"সখি! ছেলেরা কি খেলার পুতুল ছাড়িতে পারে? চকোরী কি চাঁদের সুধার আশা ত্যাগ করিতে পারে? ভ্রমর কি মধুর লোভ ছাড়িতে পারে?—বোধ হয় পারে না! তাই বলি লায়লীর হৃদয় কএসের প্রেমানুসন্ধানে বিরত হইবে না! প্রকৃতির বিধান, মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে। তোমরা কেন চিন্তা কর?"

"তবে তুমি কি চাও?"

"কি চাই?—ধন চাই না, জন চাই না, সুখ চাই না, বিলাস চাই না, —কিছুই চাই না; চাই কেবল কএস,—প্রাণের কএস্!"

"হাঃ। হাঃ!! হাঃ!! পাগলী হ'লে না কি?"

কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল।

অসম্বৃতা লায়লী, আলুলায়িতকুন্তলা তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত-ওষ্ঠাধরা, অর্দ্ধোন্মুক্ত-বক্ষোবাসা, কোটীন্দুকলা-কেন্দ্রিকৃতা, প্রেমিকা-কুল-কিরীটিনী লায়লী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি বাস্তবিকই পাগলীর ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া,—আত্মসম্মান উপেক্ষা করিয়া বকিতেছেন। নম্রস্বরে বলিলেন ;—

"ভাই! আর বুঝাইবার সময় নাই। জগজ্জীবন জীব-জগতে যে

অক্ষয় অমৃত তরু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ফলে জীবের জীবন এক একখানি অপূর্ব্ব কবিত্ব-শিল্প-শোভিত মহানাটকের জন্মদান করিতেছে। এ কল্পনা শুভ। এ প্রসাদ, মানব-জীবনকে অমর করে। তোমরা আমাকে সে প্রসাদ গ্রহণে কেন নিষেধ কর? একবার সে ফুলের শৃঙ্খলখানি এ দুঃখিনীকে গলায় ঝুলিয়া দিতে দাও। যাহা প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্যণীয় অবলম্বন—মণিমুক্তা, ধনরত্ন, এমন কি সমুদয় পৃথিবীর পরিবর্ত্তে যে অমূল্য জিনিষ পাওয়া যায় না,—আত্ম-বিক্রয়ে যদি তাহা মিলে, তবে সে সুযোগ হইতে কেন তোমরা আমায় বঞ্চিত কর? যাহারা প্রেমকে এমনি খারাপ জিনিষ মনে করে, বল দেখি বিধির বিধানের উপর সমালোচনা করিয়া তাহারা পাতকী হয় না কি? যদি প্রেম করিয়াই থাকি,—যদি মজিয়াই থাকি, তবে লাঞ্ছনা কর কেন? শ্যাম কুঞ্জোপবনে পুষ্পময়ী লতার ন্যায় আবেগে আন্দোলিতা হইয়া প্রণয়-জ্বালায় যদি রমণীগণ এতই ব্যাকুল হয়, আর পুরুষ-বৃক্ষই যদি প্রকৃতি-লতাকে বক্ষে ধারণ করিবার অধিকার পাইয়া থাকে, তবে পবিত্র প্রেম, স্নিগ্ধ ভালবাসা, প্রাণ জুড়াইবার এ সাধ, এ পোড়া পৃথিবীতে এত ঘৃণ্য কেন? বুঝিলাম—তোমাদের চক্ষু দৃষ্টিহীন; হৃদয় ভ্রমান্ধ। তোমরা সরল পথে অগ্রসর হইতে যাইয়া বক্র পথের কল্পনা করিয়া দুঃখ পাও। সে জন্য সকলকে দোষ দিও না। এ পবিত্র ভালবাসা,—এ মিলন-লিপ্সা,—এ মধুর মিলন—"

বলিতে বলিতে লায়লী যেন তদ্গত-চিত্তা হইয়া গেলেন। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

"কএস! প্রাণ আমার! আসিয়াছ? বন্দিনী লায়লীর কথা মনে পড়িয়াছে প্রিয়তম? এস,—তবে এস ঈপ্সিত!"

চমক ভাঙিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে কে যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, —"হতভাগিনি! এ আবার কি?"

অদূরে বজ্রপতনের শব্দে নিরাশ্রয় পথিক যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, কেশরী সমাগমে মেষপাল যেমন বিহ্বল হয়, মায়ের রক্তচক্ষু দেখিয়া, লায়লী মুহূর্ত্তে তেমনি দমিয়া গেলেন! আর কিছু বলা হইল না। সখী এবং লায়লী ছুটিয়া পলাইলেন।

লায়লীর জননী বুঝিলেন, আপাততঃ রোগ দুশ্চিকিৎস্য। নিবিড় জলদ-জাল-জড়িত তমোময়ী রজনীতে বিদ্যুদ্বিকাশ যেমন পথহারা পথিকের সহায়, অকূল সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তির আশা-তরণী, তেমনি লায়লীর মা, কন্যার কথা শুনিয়াও আশায়, ভরসায় আশান্বিতা হইলেন। ভাবিলেন, লায়লী এখনও বালিকা; সে যাই কেন বলুক না, এখনও তাহার হৃদয় কাঁচা। ছেলেবেলায় অমন কত কি হইয়া থাকে। কৈশোরের এ স্মৃতি-স্বপ্ন একদিন না একদিন টুটিয়া যাইবে। এই অবরোধই তাহার বিকৃত হৃদয়কে সংযম শিক্ষা দিবে। যাহা হইবার হইয়াছে। লোকের কথা কানে তুলিয়া বাছাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়; বরং বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য নানাপ্রকার কৌশলের আয়োজন করিতে হইবে। তবেই এ অলীক কল্পনা সহজে ভুলিতে পারিবে। আর তাহাকে বকিয়া ফল নাই। ইন্ধনে আগুন দ্বিগুণতর হইয়া জ্বলিবে; কথায় কথা বাড়িবে। সুতরাং ছাই দিয়া আগুন ঢাকিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

বলাবাহুল্য, তিনি আর লায়লীকে কিছু বলিলেন না। দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার দয়াময়ের রাজ্যে কত সুখের খেলা, দুঃখের অভিনয় হইতে লাগিল। কত জীবন কত প্রকারে উৎপীড়িত হইল।

কাহারও উচ্ছ্বাসময়ী গীতি-পল্লবীতে স্রোতস্বিনী-সৈকতে সপ্তস্বরা বীণা-ঝঙ্কার, মোহ-জাল প্রসারণের সঙ্গে ভগ্ন-হৃদয়ের নিরাশ সঙ্গীত বহন করিল। আমাদের তা' দেখিবার অবসর কোথায়? আমরা লায়লীর দুঃখে দুঃখিত, তাঁহার কালরাত্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কালরাত্রি আবির্ভূত হইয়াছে। আর আমরা তাঁহার কত মনের চিত্র আঁকিব? অই দেখ, বিষাদিনী নির্জ্জনে প্রিয়-বিরহে অশ্রুপাত করিতেছে। অই দেখ, জ্বলন্ত চিন্তার আগুনে, তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া শশাঙ্ক-সন্নিভ উজ্জ্বল দেহে কালিমার ছায়া পড়িয়াছে। একদিকে লায়লীর মাতার তীক্ষ্ণ সন্ধান, অপরদিকে লায়লীর "শিথানে মাথা র'খি বিথান বেশ, স্বপনে কেটে যায় রাতি।" ভয়ানক দুঃসময়! বিদ্যালয়ে যাইতেও নিষেধ, বাহিরে যাওয়ার অন্য পথ নাই; সুতরাং লায়লী দিনে দিনে কএসের বিচ্ছেদে অধীরা হইয়া উঠিলেন। মনে মনে সর্ব্বদা নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাহিরে এই হৃদয়ানলের জ্বলনে চক্ষের কোটরে কালিমা সঞ্চিত হইতে লাগিল, আহ্লাদ, আমোদ, হাসি-খুসি, ফুলতোলা, মালাগাঁথা অবসর গ্রহণ করিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিহার নাই, মোটকথা পার্থিব সুখ পরিতৃপ্তির কোন ভাবনা নাই; আছে কেবল কএস্। সেই কএস্—খেলার সামগ্রী, সেই তৃপ্তির স্থান, হার গাঁথিবার ফুল, জগতের সমুদয়ই সেই। লায়লীর হৃদয়ের সমুদয় আকাঙ্ক্ষাই তাহার চরণযুগলে। "কএস্" নামেই সমুদয় কার্য্যের সাধ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। উদাসিনী লায়লীর তখনকার মনোভাব পাঠক বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। কএস্ অভাবে লায়লী জীবিত থাকিবেন কি করিয়া;—এই হইল প্রধান চিন্তা! এক দিন, দুই দিন, আর ত সহ্য হইবে না; ধৈর্য্যেরও তো সীমা আছে! অনন্ত সাগর বক্ষে বাত্যাহত উর্ম্মিমালার ন্যায় লায়লী তখন হৃদয়াবেগে পরিচালিতা।

সে সাগর তাঁহাকে কূলে লাগাইয়া দিলেই রক্ষা; নতুবা সেই শেষ! চক্ষু দু'টী অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিয়া ক্ষীণপ্রভ হইয়া গিয়াছে। মুখখানি মলিন, রুক্ষ কুন্তল-গুচ্ছ দোদুল্যমান—অবেণীসম্বদ্ধ,—সম্পূর্ণ পাগলিনীর বেশ। সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে এক একবার এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস কতকালের সঞ্চিত দুঃখের গানগুলি বহিয়া আনিতেছিল। কখন বিধাতার উদ্দেশে সহস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন! কখনও আবার ঊর্দ্ধকরে প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে নিত্যরঞ্জন অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্ম! আমি কএসকে হারাইয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া থাকিব? দয়াময়! এইবার তোমার 'দয়াময়' নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। তুমি করুণা কর; একবার এ দাসীর প্রতি তোমার করুণা-নির্ঝর বর্ষিত হউক। নারীজন্ম—মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করি—প্রেমে অমর হই। কিন্তু হৃদয় যার পোড়ে, সেই না "দুঃখ কি," তা' বুঝে। "চিরসুখী জন" "ব্যথিতের বেদনা" কি বুঝিবেন! বিধাতা, প্রেমের একবিন্দু সুধাস্বাদ লইয়া অবনী-মণ্ডলে ফেলিয়া দিয়াছেন। তিনি তো সেখানে নীরব! আর জগৎ এদিকে ছারখার!

দেশময় লায়লীর এ কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কএস্ একবার চোখ তুলিয়া দেখিলেও যেন তাঁহার আশা পূর্ণ হইত। লায়লী সময়ে সময়ে পাগলিনীর মত বলিয়া উঠিতেন,—"বিধাতঃ! এই কমল-কোমল প্রথম যৌবনে আমাকে এত দহাইয়া কি সুখ পাও প্রভো!" তারপরই অজ্ঞান!

বৃক্ষাদির পত্রগুচ্ছ মর্-মর্ শব্দে শব্দিত হইলে লায়লী কএসের আগমন-আশায় ব্যাকুলিতা হইয়া সেই দিকেই দৃষ্টি-সংযোগ করিয়া থাকেন;—কি জানি, যথার্থই কএস্ আইসেন!! কিন্তু আশা কুহকিনী। মানুষের শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে ভুলা কঠিন। ডাকিনী আশাই সর্ব্বনাশের মূল; সে ছাড়িবার পাত্রী নহে। তাই মানব পুনঃ পুনঃ সুখ-দুঃখ স্মরণে হর্ষ-বিষাদ উপলব্ধি করিলেও লক্ষ্য সেই উচ্চদিকে। প্রত্যেকের আশা পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডও বোধ হয় মনের মতন গ্রাস হইবে না। ত্রিদিবের সুখ-শান্তির পরেও বোধ হয় আশার শেষ নাই! এমন যে আশা, লায়লী তাহাকে কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন করিবেন? তাই পথ চাহিয়া থাকিতেন। কন্যার শোচনীয় অবস্থা এবং উদ্ভ্রান্ত ভাব সন্দর্শনে সন্তান-সোহাগিনী জননীর কোমল-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। জিজ্ঞাসা করিলে লায়লী বলিতেন, "রাত্রে জ্বর হয়, হাত-পা জ্বালা করে, মাথা ঘোরে, উঠিলে পড়িয়া যাইতে চাই, পেটে বেদনা, তাই শরীর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে।" লায়লার মা, আসল কথা বেশ বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু প্রতিকারের ঔষধ প্রয়োগে অসমর্থা ছিলেন। কাজেই আগুন নিবিল না।

প্রিয় পাঠক! তুমিই বিচার করিয়া দেখ দেখি,—প্রেমই যে পীড়ার আদি, প্রেম-প্রতিদান না পাইলে তাহা সাম্যভাব অবলম্বন করিবে কি প্রকারে? একটা বিষের উপর আর একটা বিষ ঢালিয়া না দিলে, অমৃত কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? বায়ু অভাবে সৃষ্টি যেমন প্রাণশূন্য হয়, জলাভাবে ধরিত্রী যেমন শুষ্ক, অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, উর্ব্বরস্থান ব্যতিরেকে যেমন ফুল প্রস্ফুটন দুঃসাধ্য,—বরং বৃক্ষ লইয়াই টানাটানি পড়ে; এ ক্ষেত্রেও কি তাহাই নহে? "প্রেম" না থাকিলে মানুষের জীবন কি মরুময় হইত না? "প্রাণে প্রাণে টানে, একে অন্যে ভালবাসে," এইটুকু না থাকিলে তো জগৎ শ্মশান হইয়া যাইত। একটা মৃত স্রোতের উপর আর একটা নূতন স্রোতঃ না মিশিলে সে কখন কুলু-কুলু গীত-ঝঙ্কার

তুলিয়া সাগরালিঙ্গনে হৃদয় প্রসারিত করিয়া সানন্দে ছুটিত কি? জগতে তবে "সুখ" বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাইত কি? চারিদিকে কেবল অনন্ত ধূ ধূ ব্রহ্মাণ্ডটা কি মৃতপ্রায় দাঁড়াইয়া থাকত না? ফুলও ফুটিত না, ভ্রমরও গুঞ্জন করিত না, পাপিয়াও গান গাহিত না, তারাদলও চোখাচোখি "মধুর স্বপন" দেখিত না। তাহা হইলে ভালবাসার পরিচয়টা এ জগতে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিত; কে তাহাকে চিনিত? এক মনের সহিত অন্য মনের বাঁধন দিবার জন্যই তো ভালবাসা। তাই যদি না হইল, তবে যৌবনের মুকুলসৌরভের মোহেই অনেক ভ্রমর আকৃষ্ট হয়। ইহার কারণ, জল যেমন সর্ব্বাবস্থায় জগতের প্রীতিবর্দ্ধনকারী হইয়াও তৃষ্ণার সময়ে অধিক সুখময় লালসার পদার্থ হয়, প্রেমও সমুদয় জীবনে মানবের নিকট উপেক্ষিত হয় না, হইবেও না,—কেবল যৌবনের অমানুষিক বিহ্বলতার সময়েই অধিক সুখময় পদার্থ বোধ হয়! নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে,—প্রেম সকল অবস্থায় মানুষের মৃত সঞ্জীবন। আগ্রহটা মোহের ছলনায় হয়। "পাইব কি না, সে ভালবাসিবে কি না" এজন্য অনেক দুরাশার শরণাগত হয়; মূলে কিন্তু সে সমুদয়ের সহিত আমাদের বহুকালসঞ্চিত অনুসন্ধিৎসাবিহীন প্রাচীন সংস্কারের ভ্রমান্ধতা বিজড়িত রহিয়াছে। তাই বিধাতার সংসারটা প্রেমের নামে প্রাণময় হইয়া উঠে। যেন নূতন স্বর-কাকলী, কোমলতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া যুবতী কিন্নরী-কণ্ঠের মধুরতায় হেলিয়া-দুলিয়া উঠিয়া নামিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে! বিশ্বের বেদনা-কণ্টকিত গৃহে একখানা সুকুমার চিত্র-কলা মানুষকে চেতন করিবার চেষ্টা করিতেছে। জগৎ সেই টানেই "আপন হারাচ্ছে"!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তুমি আকুল চঞ্চলা, স্নিগ্ধা মন্দাকিনী
পিয়াসে তোমায় মাগি,
এসে বাহ প্রেমধারা, এ পোড়া হিয়ায়
হইলো প্রেমের যোগী !

দুঃখ আছে বলিয়াই জগতে সুখের আদর। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের জন্য আমরা এত লালায়িত। বিচ্ছেদ থাকাতেই প্রেমও এতটা লোভনীয় হইয়াছে। নতুবা একঘেয়ে, একটানা ভালবাসা একান্ত অসহ্য হইত।

প্রথম দিন যখন কএস, লায়লাকে বিদ্যালয়ে দেখিতে পাইলেন না, তখন তত আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই তিনি ভাবিলেন, হয় তো কোন অনিবার্য্য কারণে আজ লায়লা আসিতে পারে নাই; কিন্তু একদিন—দুই দিন করিয়া যখন মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তখন তিনি কাতর হইলেন; চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। কত কথা মনে পড়িতে লাগিল,—কত প্রশ্ন হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তিনি এ অসম্ভাবিত ঘটনার কূল-কিনারা পাইলেন না। সতীর্থদের মুখে শুনিলেন—"লায়লীর বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে। সে আর আসিবে না।" কাজেই কএস্ ব্যথিত হইলেন। এইবার তিনি ঘটনাটা বুঝিতে পারিলেন। সেই যে একদিন পুঁথি আনিবার ছল করিয়া অত রাত্রে গোপনে লায়লার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, বোধহয় উহাতেই তাহার পিতা-মাতার মনে সন্দেহ হইয়াছে,—পূর্ব্ব-সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে। তিনি যুবক; লায়লী

কিশোরী। সুতরাং অমন ভাবে দেখা করিতে যাইয়া তিনি যে অন্যায় করিয়াছেন, এইবার ঠেকিয়া তাহা শিখিলেন। ইচ্ছা করিয়া সুখের পথে কাঁটা দিয়া কএস্ অনুতপ্ত হইলেন। বোধ হয় নিরাশ হইয়া কাঁদিয়া ছিলেন,—

"বল্ আশা বসি মোর চিতে,—
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হ'ত না সহিতে,
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে,
সেও পুনঃ থাকিবে দহিতে !"

প্রলুব্ধ কএসের উদাস-চক্ষু তখন পৃথিবীতে কেমন রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াছে, পাঠক ! তুমি তাহা কল্পনা করিতে পারিতেছ কি ?

সেই দেব-দুর্লভ নিসর্গ-সুন্দর সদ্যঃবিকশিত মুখ-পদ্ম, সেই কোমল-সুগোল-সুঠাম বাহুযুগল, সেই মরাল-গ্রীবা, সেই ভাঙা-ভাঙা চিকণ কটীদেশ, সেই অনুন্নত যৌবন-কমল, সেই মন্মথ-শরাসন জিনিয়া আকর্ণ-বঙ্কিম কামধনু ভ্রু'খানি, সেই পটলচেরা মৃগলাঞ্ছিত চক্ষু দুইটী, কএসের তৃষ্ণাতুর হৃদয়কে প্রাণক্ষণে প্রেমানলবাণে দহিতে লাগিল। বোধ হয় পাঠ-গৃহও তাঁহার নিকট প্রেম মন্দির বোধ হইয়াছিল। সহপাঠীবর্গ "কএস পাগল হইয়াছে" বলিয়া নগরে একটা ঘোষণা বাহির করিল।

সময়ের দারুণ স্রোতঃ বিশ্বের বক্ষ প্লাবিত করিয়া যাইতে লাগিল। কএস্ হতাশ পথে দাঁড়াইয়া আপনার বিলাপ-সঙ্গীত তাহার সহিত মিলাইতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, "হায় লায়লী !" "হায় প্রেম !"

সেই দিন হইতে আর কএসকে কেহ বিস্তালয়ের পথে যাইতে দেখে নাই।

লায়লীর অদর্শনে কএস্ তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

বিধাতা তাঁহার উপর বাম হইয়াছেন ; সুতরাং দুর্দ্দশা, দুঃখ অনিবার্য্য। আর তিনি সহিতে পারিলেন না। যাহার প্রেম-প্রতিমা গোপনে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া, এতদিন ভালবাসার পুষ্প পূজা দিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহার মধুর ঈপ্সিত আজ তাহার মুচ্‌কি হাসি, আজ তাহার উজ্জ্বল কমলনয়ন দু'টী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার সেই দিকের বাঁধনে টান পড়িল। চঞ্চল-প্রকৃতি কএস্ তখন পরিধানের কাপড়গুলি পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। শরীরে বেশ করিয়া বিভূতি লেপন করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। হাতে একছড়া জপমালা লইলেন। তাহাতে অনুক্ষণ "লায়লী" "লায়লী" জপিত হইতে লাগিল। প্রেমের পাগল, নবীন-সন্ন্যাসী কএস্ একেবারে আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নৈরাশ্য-কোলাহলে তাঁহার কর্ণ বধির হইতে লাগিল। "যে দিকে নয়ন ধায়" সেইদিকই তাঁহার লক্ষ্য হইল।

"আমি অন্ধ, বাবা! আমাকে ভিক্ষা দাও, পরকালের পথ পরিষ্কার কর, আমি আশীর্ব্বাদ করিব" বলিয়া পথে-পথে দ্বারে-দ্বারে কুমার চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন!

সেই দিন সন্ধ্যার সময় লায়লীর গৃহের সম্মুখে একটি তরুণ তাপস্ উপস্থিত হইল। ফকিরের বসন জীর্ণ, শরীর শীর্ণ। দ্বারে দাঁড়াইয়াই সে, "বাবা, দেউড়িতে কে আছ গো, অন্ধ ফকিরকে কিছু ভিক্ষা দান কর; এ সংসারে আমার সমান কেউ দুঃখী নাই" বলিয়া

নানাপ্রকার করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তোরণদ্বার-সম্মুখে কতকগুলি কাদা ছিল, উন্মত্ত ফকির তাহাতে পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই; সে আপনার ভাবে বিভোর!

আপনার প্রকোষ্ঠে বসিয়া লায়লী, ভিখারীর আর্ত্তস্বর চিনিতে পারিলেন। জানালা দিয়া একবার চুপি চুপি দেখিলেন। দেখিয়াই দৌড়াইয়া যাইয়া মা'কে বলিলেন, "মা! অন্ধ অতিথি দ্বারে চীৎকার করিতেছে; একবার স্ব-হস্তে ভিক্ষা দিয়া আসিতে পারি? জগদীশ্বরের ইহাতে সন্তুষ্টি বিধান করা হইবে।" কন্যার মুখে এহেন পরোপকার-পরায়ণতার আভাষ পাইয়া মাতা বিগলিত হইলেন। স্নেহজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "লায়লি। যাও মা, স্বহস্তে ভিক্ষাদান করিয়া এস, আর ফকিরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও।"

তখন লায়লীকে আর পায় কে! ভিক্ষা-হস্তে একেবারে কএসের সম্মুখে হাজির! জগৎ যা' ইচ্ছা ভাবুক; লায়লীর দোষ কি? জগতের সকলেই যে ইহাতে অস্থির।

লায়লী, কএসের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, আমার আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া কি সুখ? যাহার জন্য আমি ভাবিতে ভাবিতে মরণাপন্ন হইয়াছি, তাঁহাকে ইহজীবনে—এ তুচ্ছ প্রাণ থাকিতে ভুলিতে পারিব না। আর আমার জন্য যিনি রাজ্য-ধন মান-গৌরব পদ-দলিত করিয়া কাঙালের বেশে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন,—সাংসারিক রাজভোগে যিনি আমারই জন্য অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে ভুলিব? কএসও আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস গো!

নয়নের মণি, জীবনের সুধারস, এস গো! একবার এ তৃষিত পরাণে এস গো!"

"অধরে-অধরে হৃদয়ে-হৃদয়ে
এস গো আমরা বাঁধিহে!
মিটাই পিয়াস ক্ষোভের কালিমা
একবার তুমি এস হে!
পতঙ্গ হইব হও গো প্রদীপ,
তোমাতেই প্রাণ দিব হে!
মুখখানি হেরিতে— হাসিতে-কাঁদিতে,
তব সঙ্গ-সুধা দিও হে;
যেতে দাও প্রাণ, তবু ছাড় লাজ,
দাও দাও ঐ মিলন হে,—
পাষাণ-হৃদয়া হ'য়ো না গো ধনি!
আঁখি তু'লে শুধু চেয়ো হে!
পাগল আমি গো, পূরাও কামনা,
হৃদে দাও পদ দু'টি হে,—
স্বপন-সুখেতে মধুর নিশীথে
যায় যেন প্রাণ চ'লে হে!"

ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডে আগুন লাগিলে পবন-সংযোগে যেমন তাহা বহু-বিস্তৃত হইয়া লক্ষগুণ-তেজে জ্বলিতে থাকে, কএসের হৃদয়-কাননের বিরহানলও বহুদিনের পর ক্ষণিক মিলনে সেইরূপ প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। বোধ হয় সংসারের অনেক হতভাগাই এ আগুনে দগ্ধ হইয়াছে; সুতরাং এ বিষয়ে লেখকের লেখনী-কণ্ডুয়ন অনর্থক। যেই দেখা, অমনই গলায়-

গলায় বুকে-বুকে মুখে-মুখে মধুর মিলন! তখন কএসের জীবন-রজনীর বিষাদময়ী ঘটনাগুলি এক-একটা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। নয়ন যুগল অবিরলধারে স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। কএস প্রশান্ত-প্রকৃতির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"হায় প্রেম!"

এই দিন হইতেই কএস্ "মজনু" নামে আখ্যাত হইলেন।

লায়লীও কাঁদিলেন; বিরহের তরঙ্গে প্রেমের তরঙ্গ মিশিয়া, বর্ত্তমানের মিলন-তরঙ্গ প্রবল হইয়া নাচিল। মজনু কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! তোমার সহিত সাক্ষাৎ বন্ধ হওয়া অবধি আমার জীবন অসার—লক্ষ্যশূন্য হইয়াছে। আহার, নিদ্রা, বিহারাদি মানবীয় বন্ধনগুলি কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। আমার "আমিত্ব" নাই; ত্রিজগতে সমুদয় লজ্জার মাথা আমি খাইয়া ফেলিয়াছি। জগতের লোক তোমার আমার মুখ পুড়িয়াছে বলিয়া কত কলঙ্কেরই আরোপ করিতেছে! কিন্তু প্রিয়ে, ভিতরে যে বুক ছাই হইয়াও হয় না। এ কঠিন প্রাণ তবুও যে কেন শৃঙ্খল ছিন্ন করিতেছে না। অহো! বিধাতা কি এ হতভাগ্যের প্রতি ভ্রমেও শুভ-দৃষ্টি করেন না?"

মজনুর আক্ষেপ বচনে লায়লী বিচলিতা হইলেন। লায়লীও এইরূপে আপনার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিলেন। মজনু, প্রিয়ার দুঃখে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ দুইজনে নীরব, নিস্পন্দভাবে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। অবশেষে মজনু কহিতে লাগিলেন, জীবন-প্রতিমে! যে দিন হইতে তোমাকে দেখি নাই, সেই দিন হইতেই যেন আমি অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞান, বিবেক, সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়াছি; এই কৌপিন ও অঙ্গরক্ষাই আমার উদাস জীবনের একমাত্র

সম্বল। আর এই ক্ষুদ্র ঘটীই সঙ্গী। প্রিয়ে, মিলন-বারি অভাবে যে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রাবল্য লাভ করিয়া হৃদয় শুকাইয়া ফেলিয়াছে, সেই মরু-ভূমিতে আর সামান্য জল-সেচন বৃথা! আমি এই ভাবেই যথেষ্ট সুখী, আমি তোমাকে পাইলেই সুখী ; জগতের বিলাস-সামগ্রী অথবা সাম্রাজ্যের প্রার্থী নাই। তুমি না হইলে আমার ভারগ্রস্ত জীবন জায়ন্তে মরণ-পথের যাত্রী হইবে।"

মজনু আর বলিতে পারিলেন না। লায়লীও নির্ব্বাক্। অনেকক্ষণ পরে সেই সান্ধ্য-গগনের কোলাহলের মধ্যে লায়লা কহিলেন, "প্রিয়তম! অদ্য রাত্রি হইয়া আসিল ; এখন উভয়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কারণ আমার উপর সন্দেহ হইলে, আমাদের এই প্রাত্যহিক মিলনাশা বৃথা হইবে।"

মজনু অশ্রু-বিমোচন করিতে করিতে সেই বিস্তৃত আকাশের তলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেহই এ অনুপম দৃশ্য দেখিতে পাইল না ;—কেবল আকাশে সুরকন্যাগণ তারকাচক্ষু উন্মীলন করিয়া, মেঘের আড়ে মুখ ঢাকিয়া ঢাকিয়া এক-একবার তাকাইতেছিলেন। আর নয়নে-নয়নে প্রেমের এই চিত্তাল্লহরীর আদান-প্রদান করিতেছিলেন। ওদিকে আকাশের একদিকে বসিয়া পূর্ণেন্দু আপনার কর-জাল বিস্তার করিয়া প্রেমের পরিণাম দর্শনে হাসিতেছিলেন। যেন থাকিয়া থাকিয়া বিমল হাস্যচ্ছটা-উদ্ভাসনে প্রকৃতির প্রতি অঙ্গ হেলাইয়া বলিতেছিলেন, "এই দেখ প্রেম।"

আমরা গ্রন্থকার। নায়ক-নায়িকার মুখে না কহিবার কথাটাও একবার বাহির করিয়া লই। তা' না হ'লে আসর জমে না, পাঠক মজে না ; কিন্তু আমাদের একটা সার্ব্বভৌম আশা আছে। তাহ লাচারীতে

পড়িয়া বলিতে হইতেছে, লায়লী, মজনুকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ দিলেও আপনাকে বেশী সামলাইতে পারেন নাই। কারণ কথায় বলে,—

"মন যার মনে গাঁথা—
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িতা লতা ?"

কাঙাল যদি এক টুক্‌রা রত্ন পায়, তবে বল দেখি, তাহার হৃদয়ের অবস্থা কিরূপ হইবে ? মজনু স্বর্গের চাঁদকে আজ হাতে পাইয়াছেন ; সুতরাং আনন্দের তুফানে কল্পনার উচ্ছ্বাসে, আকাশ-পাতাল করায়ত্ত করিতেছেন। রাত্রি পোহাইলেই আবার মধুর মিলন হইবে—এই সুখ-চিন্তাতেই তাঁহার মর্ম্ম-পীড়িত হৃদয় সঞ্জীবিত হইল ; কিন্তু এ দীর্ঘ যামিনীর যে আর শেষ নাই। মজনুর নিকট ইহা শতাব্দীব্যাপী একটা দারুণ দীর্ঘ-কাল বোধ হইতে লাগিল।

প্রকৃতি হাসিল ; পৃথ্বীবক্ষে কর্ম্ম-স্রোত বহিল। আমাদের মজনুর হৃদয়ে সেই পরিচিত প্রেমের স্রোতটী বহিতে লাগিল। পরদিন পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। লায়লীও এমন ভিখারীকে স্বহস্তে ভিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন ; কাজেই অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। গলায় গলায় সুখ-মিলন — তপ্ত হস্তের স্পর্শটাও অবশিষ্ট রহিল না ; কিন্তু কথাটা আর গোপন থাকিল না। শহরের ঘরে ঘরে লায়লী-মজনুর এ গোপনীয় মিলন,—মজনুর উদাসীন বেশের কথা আলোচিত হইতে লাগিল ; অবিলম্বে লায়লীর গর্ভধারিণী সমুদয় শুনিতে পাইলেন। যাহার জন্য আরবের গৃহে-গৃহে, দেশে-দেশে তাঁহাদের মুখ পুড়িয়াছে, আবার সেই "মজনু" !

লায়লীর মা, হতভাগিনী কন্যার দুরদৃষ্টের জন্য একান্ত মর্ম্মাহতা হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নিষেধ করিয়া দিলেন, "আজ হইতে পর্দ্দার বাহিরে যাইতে পারিবি না। ফকিরকে ভিক্ষা দিয়াও আর কাজ নাই।"

লায়লী অগত্যা নীরব রহিলেন। হৃদয়ে দারুণ প্রেমাগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। লায়লীর জনক তৎক্ষণাৎ সমুদয় অবগত হইয়া দ্বারে একজন প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়া, তাহাকে সাবধানতার জন্য বলিয়া দিলেন, "দেখ, রাজপুত্র কএস উন্মত্ত হইয়াছেন। এ তোরণ-দ্বারেও তুমি তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দিবে না; কার্য্যের অন্যথায় দণ্ড পাইবে।"

দ্বারবান বসিয়া রহিল।

মজনু লোক-পরম্পরায় সমুদয় শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। আর প্রিয়তমার শুভ-দর্শন পাইবেন না, আর গলায় গলায় মিলন হইবে না, এই জন্য নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আপনিই তখন আপনার অশান্তির কারণ বোধ হইতে লাগিল। শত্রুদিগের উদ্দেশে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—আর জীবিত থাকিয়াই বা কি সুখ! বাস্তবিক, প্রেমে যাহারা ঘটনাচক্রে নিরাশ হয়, তাহাদের জীবন এইরূপই অসার প্রতীয়মান হয়। দুঃখে, অভিমানে, ক্ষোভে হতাশ-প্রণয়ী মজনু, দগ্ধ-হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন,—

"যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমতি গাহিত গান,
চির জীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্ত্তিমান!

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দন ধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত
মর্ম্মে রহিত ফুটিয়া !
আজ মিছে এ কথার মালা !
মিছে এ অশ্রু ঢালা' !
কিছু নেই পোড়া ধরণী-মাঝে
বোঝাতে মর্ম্ম জ্বালা !"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর"

* * * *

"সাধনের ধন সেই পরশ রতন ;
কেহ প্রাণ পণ করি ভাসায়ে জীবন-তরী,
না পেয়ে কূল-কিনারা হইল মগন !"

মজনুর কপাল পুড়িল ;—এত আশা, এত কল্পনা "বিশ্বামিত্রের বিশ্ব সৃষ্টি" হইয়া পড়িল। প্রেমের বৈরাগী, লায়লীর ভিখারী তখন মনোদুঃখে বন-গমনের আয়োজন করিলেন। তাড়াতাড়ি গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিলেন। বলা বাহুল্য, হাতের জপমালা ছড়াও লইতে ভুলিলেন না।

তখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখরতাপে ধরিত্রী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল,—পুকুরে পুকুরে পাখীগুলি স্নান করিতে নামিয়াছে। কর্ম্ম-কোলাহল কিছু নীরব এমন সময়ে প্রেমিক, নির্ব্বিকার ভাবে কাননের পথে চলিলেন।

দুরন্ত বালকগুলি পিছু পিছু ধূলা ঢিল ছুড়িয়া পথিককে ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফকির ফিরিয়াও তাকাইলেন না। কেবল বলিতে বলিতে যাইতে লাগিলেন, "লায়লি! দেখা পাইব না? আমি অন্যের কি অনিষ্ট করিলাম? কেন তাহারা আমার সুখ-সাধে বাদ সাধিল? ভগবন্, আমার লায়লীকে কি আমি পাইব না?"

বেলা প্রায় শেষ। অস্তগমনোন্মুখ হেম-সূর্য্যের ক্ষীণ বিভাটুকু তখন

উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরে প্রতিফলিত হইতেছিল। দূরে হরিদ্বর্ণ পত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-বাটীকায় এক একখানি হাসির ছবি পড়িয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে। নির্ঝরিণীর নিকটে বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন, ওপারের বিস্তৃত বন-ভূমির গম্ভীরতা, স্থানটিকে কেমন এক রমণীয় সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। যেন বিশ্বের এক বিশাল-পটে কোন স্নেহশীল চিত্রকর, সুকুমার শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ একখানি অভিরাম নন্দন-কানন রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ মজনু কোথা হইতে আসিয়া সেই শ্বাপদ-সমাকুল নিবিড় বিপিনে "লায়লী" "লায়লী" করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

মজনু গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইবার অত্যল্পকাল পরেই সম্রাট্ তাঁহার অন্তর্দ্ধান ও বন-গমনের কথা জানিতে পারিলেন। শোকাতুর বৃদ্ধ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। কারণ মজনুই তাঁহার একমাত্র নয়ন-মণি। সম্রাট্, পুত্রের অভাবে সাম্রাজ্যরূপ বিপুল কান্তারে যন্ত্রণা ভোগ বৃথা বিবেচনা করিলেন। নতজানু হইয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় প্রার্থনা করিলেন—"ভগবন্! পৃথিবীতে তুমি আমাকে সমুদয়ই দিয়াছ,—না দিয়াছ আর বলিতে পারি না। রাজ্য, ধন, জন, বল, যশঃ, মান সমুদয়ই তোমার অপার করুণায় পাইয়াছি! কিন্তু ধাতঃ, একমাত্র অবলম্বন, হৃদয়ের সোহাগ মজনুর এ দশা কেন করিলে প্রভো? দয়াময়, শুনিয়াছি তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধিদাতা! একবার এ দীনের প্রতি সদয় হইয়া মনোবাসনা সিদ্ধ কর। এই বৃদ্ধ বয়সে তুমিই পুত্র প্রদান করিয়া মৃত প্রাণে নবজীবন প্রদান করিলে;—আবার তাহাকে কাড়িয়া নিতেছ কেন নাথ! তবে কি এ স্বপ্ন? প্রলোভন? বলিয়া দাও, আমার কএস্ কোথায়? কেমন করিয়া পাইব? কৃপাসিন্ধু গো! একবার কৃপানেত্রে দেখ!"

বৃদ্ধ সম্রাটের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল নীরবে শীর্ণগণ্ড দুইটী বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু সন্তান-সোহাগের মমতা প্রকাশ করিতেছিল; অনেকক্ষণ বৃদ্ধ বজ্রাহতের মত স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। একবার চক্ষু ফিরাইতেই মন্ত্রিবরকে নিকটে দেখিয়া, মজনুকে আনিবার জন্য বন-গমনের বাসনা জানাইলেন। অবিলম্বে সমুদয় আয়োজন হইতে লাগিল।

রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল। পাঠক! একবার চলুন, বনে মজনুর অবস্থা দেখি। যে দিন হইতে মজনু সেই বিপিনে আসিয়াছেন, তাঁহার মর্ম্মস্পর্শিনী বিষাদ-গীতি ও হা' হতোস্মিতে বন্য পশুদল বিপদ্ গণিল। তাহারা এ অদৃশ্য জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বনান্তরে নূতন বাসস্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। প্রাচীন লেখকের এই উক্তি যাঁহাদের নিকট অতিরঞ্জিত বোধ হইবে, তাঁহাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন যে, মূল গ্রন্থকার কেবল বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণা—সর্ব্বগ্রাসী "মন-পোড়া" আগুনের প্রাখর্য্য বর্ণনার জন্যই এইরূপ অতিশয়োক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন;—অন্য কিছু নহে।

যাহাহউক, সম্রাট্ স্বয়ং পরদিন অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বনের চারিদিকে অনুচরবর্গ অনেক খুঁজিল। আরবেশ্বর, পুত্রের জীবন আশায় হতাশ হইয়া সেই বনভূমির ভিতর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, লায়লী-ভ্রমে মজনু একটা বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিতেছেন! সূত্রহীন ফুলের একখানি স্বহস্ত-গ্রথিত মালা ধীরে ধীরে দোলাইয়া, বারবার সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শোকাভিভূত পিতা, সাগ্রহে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"বাপ্ রে! আর বৃদ্ধ বয়সে মর্ম্ম যাতনা দিস্ না। তোর মা, দেখ যেয়ে, মণিহারা ফণিনীর মত অনাহারে দিবা-নিশি ক্রন্দন

করিতেছেন। এখন চল্ বাপ! তোর রাজ্য তোকে সমর্পণ করি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; মনঃসংযম করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর, আমাকে নিষ্কৃতি দে। বাবা! আর ফাঁকি দিয়ে কাঁদাস্ নে! তোর দুঃখিনী মায়ের মুখের দিকে একটু ফিরে তাকা।"

আত্মসন্দিগ্ধ মজনু, পিতাকে প্রথমতঃ চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহাভাগ! আপনি কে? কেনই বা আমাকে উপদেশ দিতেছেন? কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।! অনুকম্পা-পুরঃসর আমার কৌতূহল নিবারণার্থ দাসকে পরিচয় দানে কৃতার্থ করুন।"

বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সম্রাট্ কহিলেন,—"মজনু! আজ তোর জন্ম-দাতাকেও ভুলিয়া ফেলিলি বাপ? বৎস রে! কার প্রেমে এমন উন্মত্ত হ'লি?"

নরপাল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মজনু বজ্রকঠোর-স্বরে কহিলেন "আমি পাগল; আমি লায়লীর পাগল, জগতে কাহাকেও চিনি না; আপনাকেও জানি না। মাতা-পিতা কোথায়? কই, আমার ত জনক-জননী নাই! আমি লায়লী,—মজনু কোথায়?"

মজনু নীরব হইলেন।

বনের একদিকে একটা লতা দুলিতেছিল, মজনু তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"লায়লি--লায়লি, আসিয়াছ প্রিয়ে! মনে পড়িয়াছে? আবার কেন আসিয়াছ? মজনুকে দেখিতে? যাও, যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও! আমার পূজায় ব্যাঘাত করিও না।" ধীরে ধীরে মজনু চক্ষু মুদিলেন। আবার মুহূর্ত্ত পরেই "লায়লি লায়লি, অন্তর্হিতা হইলে?" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

অনন্যোপায় সম্রাট্ কহিলেন, "মজনু! তোমার প্রিয়তমা লায়লী পথ চাহিয়া আছে;—আমাকে সে-ই পাঠাইয়াছে। তুমি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।"

লায়লীর নামে পাগলের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। শশব্যস্তে কহিলেন, "তবে চলুন,—এখনি যাইতেছি। আহা, লায়লী আমার জন্য পথ চাহিয়া কষ্ট পাইতেছে? পাষাণ প্রাণ! পাষাণ প্রাণ আমি! ধিক্ আমার জীবনে!"

পথে সম্রাট্, পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ-বাক্যে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। বাড়ীতে পঁহুছিবামাত্র তিনি মজনুকে তাহার জননীর অঙ্কে সম্প্রদান করিলেন। জননীর দগ্ধহৃদয় শীতল হইল। আবার অন্ধকার রাজপুরী জ্যোৎস্না-স্নাত বাসন্তী নিশীথিনীর মত অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। মহিষী, মজনুকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন।

আরবেশ্বর অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মজনু, অসার স্বপ্নমোহে আর উন্মত্ত হইয়া থাকিস্ না বাপ্! রাজ্যভার গ্রহণ কর্; লায়লী এমন কি সুন্দরী? বাঁচিয়া থাকিলে, মন স্থির করিলে, এরূপ অনেক অসূর্য্যম্পশ্যা ভুবনবিমোহিনী ললনা-ললাম তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাইবে। চিন্তা পরিহার কর; আপনার সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হও।"

ক্ষুব্ধ মজনু যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! অনর্থক আমাকে প্রবোধ দিতেছেন। লায়লীর চিত্র আমার দগ্ধ চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। আমি সেই ফুলের ভ্রমর,—সেই ফুলই আমার জীবনের বিশ্রামস্থল। প্রেমের মদিরা আমাকে জগৎ বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছে; আমি আত্মহারা!

জীবনে আমার কোন সুখেরই আশা নাই। লায়লীই আমার সুখ;—তাহাতেই আমার জীবন। আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। আমাকে বিদায় দিন—আমি বনের পথ লই।"

বাদশাহ্ দেখিলেন, সকল চেষ্টা বিফল হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

"যে সুর তুমি ভরেছ তব
বাঁশীতে।"

মজনুর অবস্থা ফিরিল না। নিতান্ত পাগলের মত সর্ব্বদাই আপনার মনে যেখানে-সেখানে কিছু-না-কিছু খুঁটিনাটি করাই তাঁহার কার্য্য হইল. একদিন মাটিতে বসিয়া আঁক পাড়িতেছিলেন;—একজন পথিক হাস্য-চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল—"মজনু কি করিতেছ?" মজনু স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলেন, "ভাই, আমি লায়লীর নাম মক্স করিতেছি।"

এখানে ত এই অবস্থা;—ওখানে বৃদ্ধ সম্রাটের ভাবিতে ভাবিতে প্রাণান্ত। একদা একজন দূত সম্রাট্-সদনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—"নরনাথ! একজন তপস্বী আপনার শহরের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন—তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার নিকট আপনার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলে ফললাভ হইতে পারে।"

আরবেশ্বর তন্মুহূর্ত্তে সাধু-সন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"মহর্ষে! আমার একটী সামান্য প্রার্থনা আছে; দাসের প্রতি একটু অনুগ্রহ হইবে কি?"

মহর্ষি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সম্রাট্‌কে আপ্যায়িত করিলেন।

আরবেশ্বর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আর্য্য! মজনু নামে আমার

এক পুত্র আছে। বিদ্যা বুদ্ধি-জ্ঞানের ত' কোন অপরিপক্কতা নাই; কিন্তু এই দেশের লায়লী নাম্নী এক বণিক্-নন্দিনীর প্রেমে সে পাগল। এমন কি, বর্ত্তমানে আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে-দ্বারে—পথে পথে—বনে বনে—'লায়লী' 'লায়লী' করিয়া সে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। অঙ্গে কোন ভাল কাপড় রাখিতে চাহে না; ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ক্রন্দনই তাহার জীবন জুড়াইবার একমাত্র সামগ্রী। এখন কি উপায়ে আমি তাহার এই বিকৃতাবস্থা নিরাকৃত করাইতে পারি, সেই চেষ্টায় দিবা-রাত্রি চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।"

তাপস-প্রবর সমুদয় শুনিয়া সম্রাট্‌কে কহিলেন,—"নরপালক! ইহার জন্য অতি সামান্য একটি উপায় আমি আপনাকে বলিতেছি। আপনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া লায়লীর স্বহস্ত-কর্ত্তিত সূত্র আনয়ন করিয়া মজনুর পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া দিন। আর তাহার গৃহদ্বারের কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মজনুর চক্ষে অঞ্জন লাগাইয়া দিন। তবেই সে কাপড়ও ছিঁড়িবে না, কাঁদিবেও না।"

আরবেশ্বর পুত্রের শুভ-প্রত্যাশায় গৃহে ফিরিয়াই সেইরূপ সমুদয় করিলেন। দেখিলেন,—আর মজনু কাঁদেও না; কাপড়ও ছেঁড়ে না। সম্রাট্ তদ্দর্শনে নিতান্ত প্রফুল্লচিত্ত হইয়া লায়লীর সহিত মজনুর পরিণয় প্রস্তাব প্রেরণের বাসনা করিলেন। শুভদিনে আত্মীয়বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সমুদয় পরামর্শ স্থিরীকৃত হইল। সৈন্য-সামন্ত তুরঙ্গ-গজ-উষ্ট্র সমবায়ে সম্রাট্ ও অভিজাতবৃন্দ সওদাগরের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বণিক্, নিতান্ত প্রফুল্লচিত্তে অগ্রসর হইয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন। মহাসমারোহে রাজ-বাহিনী তথায় উপস্থিত হইলে, বণিক্-

প্রবর সকলের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া নানারূপ রাজ-ভোগ এবং বিবিধ উপাদেয় প্রীতি-সামগ্রী দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে রাজার পদতলে বহুমূল্য রত্নাদি রাখিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে সম্রাট্ অতিমাত্র প্রীত হইয়া কহিলেন, "ভাই! আমার একটী ক্ষুদ্র অনুরোধ আছে। বলিতে ভয় হইতেছে; কারণ যদি তুমি তাহা না শোন! আর যদি সম্মতির সহিত আশা প্রদান কর, তবে বলিতেছি।"

বণিক্ স্মিতমুখে আবেদন করিলেন, "আরবেশ্বর! এ অধীন আপনার দাসের অযোগ্য। আপনি কেন এরূপ দীনতার পরিচয় দিতেছেন? স্বচ্ছন্দে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলুন; সাধ্যানুসারে পালনের চেষ্টা করিব।"

নরপালক একটু মধুর হাসি হাসিয়া কহিতে লাগিলেন,—"ভাই! কএসকে তোমার দাসত্বে গ্রহণ করিয়া লায়লীকে সম্প্রদান কর। দেশে, দশের মধ্যে আমার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখ। মুখের চূণ-কালি মুছিয়া ফেল। আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইবে।"

বণিক্ কহিলেন, "মহাভাগ! দাসের প্রতি যে আজ্ঞা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু নিবেদন আছে। রাজ্যের সকলেই জানে, কএস্ পাগল! সর্ব্বদা বিভূতি-ভূষিত হইয়া পর্ব্বতে কাননে ভ্রমণ করিয়া থাকে;—বুদ্ধির স্থিরতা নাই। তবে বলুন, জানিয়া শুনিয়া বিকৃতমস্তিষ্কের হস্তে কন্যাদান করা আমার কতদূর মূর্খতা! লোকেই বা আমাকে কি বলিবে?" বণিক্ নীরব হইলেন।

সম্রাট্ বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! কএস্ পাগল নহে। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনাও অবিকৃত আছে। আমি এখনই তাহাকে সভামণ্ডপে আনয়ন

করিতেছি ;' তাহা হইলে তোমারও ভ্রম অপনোদিত হইবে, রাজ্যের লোকেরও সন্দেহ বা অপ্রত্যয়ের কোন কারণ থাকিবে না।”

বণিক্ “যে আজ্ঞা” বলিলে, আরব-পতি প্রধান অমাত্যকে আদেশ করিলেন,—“আপনি অবিলম্বে কএস-সমভিব্যাহারে আগমন করুন।”

মজনুর অপেক্ষায় সকলেই অন্যান্য কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রিবর চলিয়া গেলেন।

শনৈঃ শনৈঃ সংবাদ মজনুর কর্ণগোচর হইল। তিনি জগৎপালককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সুন্দরভাবে গাত্রমার্জ্জনা করিলেন। উজ্জ্বল রত্নাদি-খচিত নয়নরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিয়া তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরূঢ় হইলেন। পূর্ণিমার পূর্ণযৌবন শশাঙ্কের মত “মজনুর” অপরূপ লাবণ্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। মন্ত্রী এতদ্দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা তথায় পঁহুছিলে রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত সভাগৃহে অভ্যর্থনা করা হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, মাধুর্য্য-মণ্ডিত একখানি জ্যোতিঃর চিত্র! কএস. পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্থির-ভাবে উপবেশন করিলেন। সওদাগরের সন্দেহ বিদূরিত হইল। সমুদয় এক প্রকার স্থির-কল্প হইলে, পণ্ডিতগণ, “অদ্য শুভদিন আছে, অদ্যই কার্য্য নির্ব্বাহিত হউক” বলিয়া সওদাগরকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বণিকও রাজ্যেশ্বরকে কহিলেন, “নৃপতি-কুল-ভাস্কর! আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে ; আর লায়লীকে সম্প্রদান করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনার কথা সম্পূর্ণ সত্য।”

আয়োজন চলিতে লাগিল।

কিন্তু অদৃষ্ট ভিন্নপথে চালিত হইলে, কাহার সাধ্য সে গতি নিবারণ

করে? জগদীশ্বরের মহিমা ও করুণা-রহস্য, তখন অজ্ঞান ভুক্ত-ভোগীর নিকটে দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

প্রেমের কি অদ্ভুত মায়া—কি বন্ধনময় আকর্ষণ! "তুমি"-কেন্দ্রের কি বিষম প্রাণস্পর্শী অধীরতা! আত্মার এই বিস্মৃতাবস্থা হইতেই প্রেমের নিগূঢ় মূর্ত্তি বিকশিত হয়। তখন সৌন্দর্য্য ও মহিমার চিন্তন আত্মাকে অনুরঞ্জিত করে। তাই প্রেম বা প্রেমিক, ন্যায়ের চক্ষে কদাপি দুই একজন ভিন্ন অধিক দেখা যায় না। মজনু সত্য-প্রেমিক;—লায়লী ব্যতীত তিনি অন্য কিছুই জানিতেন না। তিনি আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজেকেই লায়লী ভ্রম করিয়াছিলেন; সুতরাং মনের মত মানুষ পাইলে প্রেম হয়। নতুবা কবির হতাশ সুরে সকলকেই গাহিতে হইবে—

"———প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল একে!"

যাহা হউক, তৎপর তথায় যে অত্যাশ্চর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহাতে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন। অবশ্য তাহা মজনুর ন্যায় প্রেমিকেরই উপযুক্ত কার্য্য।

একটী কুকুর সভার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে, এক ব্যক্তি মজনুকে কহিল, "শাহ্‌জাদা! ঐ সারমেয়-শাবকটির প্রতি নেত্রপাত করুন; উহা লায়লীর অতি প্রিয়বস্তু!"

প্রেমের কি লোকাতীত আনন্দ! উন্মত্ত কএস্ দৌড়িয়া যাইয়া কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কখন আদর, কখন চুম্বন করিতে করিতে সম্মুখের পা দু'খানি মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিলেন। সকলেঃ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। কুকুর আনন্দে মজনুকে আঁচড়াইতেছে,—কাপড় ছিঁড়িতেছে; কিন্তু মজনু আকুলিত-চিত্তে স্তম্ভিতনেত্রে কুকুরের

মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বণিক্ রাজসমীপে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—"ভূপতে! কএসকে কন্যা সম্প্রদানে আমার কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু এই সম্মুখে যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলেন, কোন অবিকৃত-জ্ঞান মানব দ্বারা তাহা অসম্ভব। এমতাবস্থাতেও যদি কএসের সহিত লায়লীর পাণিপীড়ন নিষ্পন্ন করি, তবে লোকের নিকটে আমার মুখ দেখান ভার হইবে। আমি এখন নিরুপায়,—একদিকেও যাইতে পারি না। ইহাতেও যদি আপনি অবিচার করেন, তবে আমার ন্যায় ভাগ্যহীন এ দেশ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে।"

সম্রাট্ নিতান্ত লজ্জিত হইলেন; পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া মর্ম্ম-যাতনায় বিলাপ করিতে লাগিলেন একমাত্র সন্তানের এই দুরবস্থা দর্শনে বৃদ্ধ প্রতিনিয়ত সংসার-জাল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"সর্ব্বনিয়ন্তে! কএস্ স্বহস্তে আপনার সৌভাগ্য-সূর্য্য ডুবাইতে চলিল। উন্মত্ততার আবেগে ঔষধ পাইয়াও ব্যবহার করিতে পারিল না। রাজ্যের গৃহে গৃহে এই অপকীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। হৃদয় পুত্র-শোকানলে জর্জ্জরীভূত। দয়াময়! যদি বাঁচাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তবে কৃপা বিতরণ কর। নতুবা এ জীর্ণ জীবনের নির্ব্বাণ হউক; আর এ করুণ দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতে পারি না।"

বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে অদৃষ্টের প্রবল স্রোত নিরুদ্ধ হইল না। মজনুর বিমগ্ন প্রেমজীবন বাহ্য-জগৎ সরস বুঝিল না। কঠোর সত্য মুছিয়া গেল না। মজনু বুঝিলেন,—কেবল লায়লীই এ সংসারে প্রেমময়ী—সে-ই কেবল স্নেহময়ী!

বিধাতার সঙ্কল্প কে ভাঙিবে। নতুবা সেই দিনেই মজনুর শুভ-সম্মিলন দেখিতে পাইতাম! মতান্তরে লিখিত আছে, বৃদ্ধ ভূপতি, লায়লীর পিতাকে এই পরিণয়ের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "নৃপতে! তাহা হইলে কএস্ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-বিস্মৃতিতে আত্মবলি প্রদান করিবে; কোন সুখে তাহার তন্দ্রালস প্রাণ উড়িয়া যাইবে, তাহা বুঝিতেও সমর্থ হইবে না। এতদিনের বিরহের পর তাহাদের এ মিলন মঙ্গলকর হইবে না। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন!" সম্রাট্ও সম্মত হইয়া কহিলেন, "বন্ধো! তবে লায়লীর সহিত মজনুর চোখাচোখি সাক্ষাতের ফল দেখা উচিত।" অতঃপর লায়লী রাজপুরীতে আনীতা হইলেন। মজনুকেও সম্রাট্ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন লায়লীর পিতা অন্তরাল হইতে কন্যাকে আহ্বান করিলেন। কি বিচিত্র প্রেম! লায়লী উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলখানি বায়ু-স্পর্শে উড়িয়া মজনুর "পদ্ম-পলাশ-লোচন" দুইটি মুদ্রিত করিয়া দিল! হতাশ প্রণয়ী নিস্পন্দভাবে ঢলিয়া পড়িলেন। সম্রাট্ দেখিলেন, মজনু চেতনাশূন্য!

এতদ্দর্শনে সওদাগর, রাজ্যেশ্বরকে নিবেদন করিলেন, "নরপালক! আমি শান্তিনিকেতনকে শ্মশানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি না। কি বিপরীত ফল দাঁড়াইবে, এখনই তাহার প্রথম চিত্র দেখুন।" সম্রাট্ নির্ব্বাক্ হইলেন। পরিণয়ের সম্বন্ধ মিশাইয়া গেল;—মজনুর অন্ধকার জীবনে অধিকতর নিরাশার অন্ধকার ঘনাইল। তিনি প্রথমতঃ চক্ষে, পরে হৃদয়ে নিবিড় অন্ধকার নিরীক্ষণ করিলেন। আমরা চিরদিনই তাঁহার ব্যথার ব্যথী; তাই ঘটনার সমর্থনার্থ একবার বাষ্পাকুলিত লোচনে বলি,—হায় মজনু!—

অকস্মাৎ এই সময়ে এক ব্যক্তি সম্রাটের নিকট আসিয়া নিবেদন করিল, "শাহানশাহ্! রাজধানীর অন্তঃপাতী বিস্তৃত প্রান্তরে একজন সিদ্ধপুরুষ অধিষ্ঠান করিতেছেন; আপনি অবিলম্বে শাহ্জাদা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া আত্ম-কাহিনী নিবেদন করুন।"

পুত্র-কল্যাণকামী সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ মজনুকে সঙ্গে লইয়া ফকিরের চরণ প্রান্তে উপনীত হইলেন। ঋষিপ্রবর, সম্রাট্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. —"বাবা! তুমি রাজ্যেশ্বর। এ বিষয়-বাসনা-বিবর্জ্জিত ফকিরের নিকট কোন্ মনোবেদনা উপশমের জন্য আগমন করিয়াছ? শীঘ্র আমল বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তের বিনোদন কর।"

ব্যথিত সম্রাট্ যোড়করে কহিলেন, "তাপসশ্রেষ্ঠ! ভগবান করুণা-নিধান বহু আরাধনার শেষে এই একমাত্র পুত্র আমার অন্ধকার পুরীর প্রদীপ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সাধো! বাল্যকাল হইতে এ প্রেমের পদে আপনার হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়া পাগলের মত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাকে আরোগ্য করিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইতেছে না। অতএব আপনি ভবিষ্যৎ মাঙ্গল্যের অনুরোধে আমার প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।" তপস্বী মজনুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! অসার মোহ পরিহার কর। পাগলের বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজনকে আর কাঁদাইও না।"

মজনুর হৃদয়ে একটা নিদারুণ প্রতিঘাত হইল। অনিচ্ছায় হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িল। দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"সাধো! আমি প্রেমের পথে আপনার জীবনকে জন্মের মতন পরিচালিত করিয়াছি। প্রেম ভিন্ন জগতে আমার কিছুই প্রার্থনীয় নহে। বিরহই আমাকে স্বর্গের সিংহাসন

প্রদান করিয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের স্বার্থ-বিজড়িত উপেক্ষার হাসিতে আমার হৃদয় লজ্জাবনত হইবে কেন? আমাকে প্রেমের বিস্তৃত রাজ্যে ছাড়িয়া দিন্। উপরে জগন্নিয়ন্তা পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমি আমরণ যেন প্রেমের চরণকেই বাসনা কামনার মোক্ষপ্রাপ্তির স্থান মনে করি। দিনে দিনে যেন এ পিপাসা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বিরহেই যেন এ জীবন কাটিয়া যায়। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন লায়লীর প্রেম আমার হৃদয়কে অন্ধকার করিয়া ফেলে। মনের দুঃখ মনে রাখিয়া লায়লীকে প্রাণের, আশার, সুখের ধ্রুবকামনীয়া করিতে পারি।"

মজনুর আর অপেক্ষা সহ্য হইল না। তিনি উদ্ভ্রান্তের মত বিশৃঙ্খল কথা বকিতে বকিতে ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ্ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তখন তাপসশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, —"আরবেশ্বর! বৃথা রোদন কাহারো পক্ষে ফলপ্রদ হয় না। আর মজনুর জন্য আক্ষেপ করিও না। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা এখন সে অতি উচ্চস্থানীয় হইয়াছে। ঈশ্বর ইহকাল-পরকালের ভাগ্যদেবতা। তিনি অদৃষ্টে যতটুকু রাখিয়াছেন, তাহা অবশ্যম্ভাবী। জীবন থাকিতে মজনু লায়লীকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এখন জগদীশ্বরের নামে নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

সম্রাট্, তাপসের কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু হৃদয়ের বেগবতী নদীতে শোকাশ্রুর যে ভীষণ তরঙ্গ, ঘাত-প্রতিঘাতে তীরভূমি ভাঙিয়া ফেলিতেছিল, এত শীঘ্র তাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

বৃদ্ধ সম্রাট্ মাথা ঠুকিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। মুখে "হায় হায়" করিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া এ অশুভ সংবাদ, পাগলিনী রাণীর গোচরীভূত করিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি বিশেষ শোক-সন্তপ্ত হইলেন।

কোথায় মজনুকে ভাল করিবার জন্য লইয়া আসা, আর কোথায় বনগমন! যেন শশিকলা রাহুগ্রস্ত হইল। পূর্ণিমা কৃষ্ণপক্ষ হইল। আলোকে অন্ধকার হইল। সমুদয় আরব দেশ, মজনুর জন্য সম্রাটের চক্ষে মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বৃদ্ধ কাতর-নেত্রে প্রার্থনা করিলেন—"দীন দুনিয়ার মালিক প্রভো! তুমি এ বিপদ-সাগরের একমাত্র কর্ণধার। আজ আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে যে নিদারুণ দাগ পড়িল, এ জন্মে আর তাহা মিশাইবার নহে। বাপ্ মজনু রে, তুই এই বৃদ্ধ দশায় একবারও আমার মুখ চাহিলি না? তোকে বনে যাইতে দিয়া আমি কেমন করিয়া অন্ধকার রাজপুরীতে একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিব?"

মত্ত-প্রাণ মজনু আপনার ভাবেই মগ্ন। তাঁহার এ সমুদয় ভাবিবার অবসর কোথায়? তিনি মহা-সুখে লায়লী ভ্রমে বৃক্ষাদির সহিত মধুর আলিঙ্গন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন বা হিংস্র পশ্বাদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেছেন। কখন বা সুধানিষিক্ত কণ্ঠে "লায়লী," "লায়লী" করিয়া ডাকিতেছেন। এখানে সম্রাট্ মৃতকল্প। পাত্র-মিত্র, সভাসদ্‌বর্গ, আরবেশ্বরকে যথেষ্ট প্রবোধ দিতে লাগিলেন; কিন্তু কার্য্যে তাহা ফলদ হইল না।

প্রত্যাগত সম্রাটের মুখে, এই বিষম সংবাদ অবগত হইয়া ব্যথিতা জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। গৃহে-গৃহে শোকের প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইল। অনুতপ্তা রাজ্ঞী অনেকক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিলে, সহচরিবৃন্দ নানা প্রকারে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সেকি হয়? হৃদয়ের উপরিস্থ চর্ম্মাবৃত স্থান পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক দেখা গেলে কি হইবে? ভিতর যে অদৃশ্য প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে বিচূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং কথা কহিবার শক্তি কোথায়? আছে কেবল "নয়নের জল!"

মহিষী পুত্রশোকে একান্ত অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

হায় মজনু! তুমি অদ্ভুত প্রেমিক। তোমার সুধামাখা "মা" ডাক শুনিবার জন্য জননী মৃতকল্পা, পিতা রাজ্যত্যাগে উদ্যত; আর তুমি নির্ব্বিকার, সম্পূর্ণ ভাবনা-বিবর্জ্জিত! তুমি আপনার চিন্তাও পরিহার করিয়াছিলে। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনাহারে চীর-পরিধান করিয়াও দুঃখকে দুঃখ বোধ কর নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দীন ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া সুখ পাইয়াছ। প্রেমের চিন্তায়, প্রত্যেক শোণিত কণায় লায়লীর ছবি আঁকিয়াছ! হৃদয়ের স্তরে স্তরে সেই কমনীয় মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া সমুদয় উপেক্ষা করিয়াছ। কেবল আপনার বলিবার রাখিয়াছ, একমাত্র "লায়লী"! সুখে-সম্পদে, জীবনে-মরণে তাহারই চরণে নির্ভর করিয়াছ। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সাধন-কঠোরতা! তোমার এ আদর্শের অনুসরণে কত ব্যথিত আপনার জীবনকে বলিদান করিয়াছে। তুমি বনে বনে লায়লীর নামে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ, ওদিকে তোমার মাতা-পিতা "কএস", "কএস" করিয়া আকুল হইতেছেন! ধন্য প্রেম! তোমার মায়া-পথ কি দুরধিগম্য!!

নবম পরিচ্ছেদ।

"কবরী ভয়ে চামরী পশি গিরি-কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ,
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাসং।"

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ অনেক কথা কহিয়াছি; কিন্তু যে মোহিনীর প্রেমাকর্ষণে রাজ-পুত্র পথের ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার সেই সুরলোক-বাঞ্ছিত ঈষৎ-রক্তাভ ফুটন্ত চম্পক সদৃশ উচ্ছ্বসিত যৌবন,—বিজলী-প্রভা-গঞ্জন বদন-সুষমা নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। জগতের প্রেমের ইতিহাসে যিনি আদর্শস্থানীয়া—তাঁহার মনটির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক বার সৌন্দর্য্যের ইতিহাসটা শুনিতে দোষ কি?

প্রথমে ধরিয়া লউন, ঠিক একটী বন-ফুল!

তারপর বলি,—নাতদীর্ঘ নবনী-সম্ভবা লোহিতাভ একখানি প্রতিমা। আলিঙ্গন-বদ্ধ নাগিনীর ন্যায় সুদীর্ঘ কেশদাম আজানু-চুম্বিত, বেণী-সম্বদ্ধ। মদনের কুলশর-যোজিত দু'খানি ভ্রূ,—দু'খানি কামধনু। তন্নিম্নে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সেই প্রেম-মৃগয়ার কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপের ব্রহ্মাস্ত্র,—আড়-নয়ন দু'টী! রক্তজবা-লাঞ্ছিত, তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত ওষ্ঠযুগল, কুন্দ-কলি-নিন্দিত মন-মাতান দন্তপাঁতি, অলক্তক-রঞ্জিত কোমল কর-কমল ও চরণ-পদ্ম, আধ-আধ ভাঙা ভাঙা কটিদেশ আর কোকিলের ঝঙ্কারের মত মধুর কণ্ঠস্বর, এ সকলগুলি মিলিয়া প্রতিক্ষণে মজনুর জীবনকে লায়লীর কঠোর প্রেম-ব্রত সাধনের মরুময় পথে (মজনুর চক্ষে স্বর্গের পথ) টানিয়া

লইয়া যাইত। অসহায় প্রেম-ভিখারী তখন সংসারে একাকী লায়লীকে চক্ষে দেখিতেন। সে তরঙ্গসঙ্কুল ভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া হয়ত বলিতেন,—

"তুমি দহাও শুধু দূরে দূরে
দেখা দাও না,
তুমি কাঁদাও শুধু প্রণয়-বাণে
এসে মিল না!"

এই গজেন্দ্র-গামিনীরই রূপে, মজনু আপনার স্বরূপ দেখিয়াছেন। নিজেকে ভুলিয়াছেন, স্বর্গ ভুলিয়াছেন, মর্ত্ত্য ভুলিয়াছেন, সুখ-সম্পদ সমুদয় ভুলিয়াছেন, কেবল ভুলেন নাই—সেই প্রীতি-বিস্ফারিত সরলতার আধার পূর্ণযৌবনদৃপ্ত, প্রশান্ত চন্দ্র-মুখখানি! রত্নালঙ্কার-ভূষিতা সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য-দেবীর সে সুকুমার ছবিখানা পাঠক তুমি মনে মনে কল্পনা কর। তদুপরি চতুর্দ্দশ বৎসরের "ভরা-ভাদর!" দুঃখ তো এই, মজনু ব্যতিরেকে মন্দির "শূন্যহি!"

হায়! তবে কি ইহাদের মিলন হইবে না? লায়লীর "রুণু ঝুণু", "রুণু ঝুণু" নূপুর নিক্বণ শব্দেই কি মজনুর মুগ্ধ হৃদয় শান্তি-লাভ করিবে? *

বস্ত্রাবৃত অগ্নি কখনও লুক্কায়িত থাকে না; অতি অল্পদিনের মধ্যে সিরিয়া, স্তাম্বুল, বল্‌খ, বোখারা প্রভৃতি দূরদেশে লায়লীর ভুবন-বিমোহন সৌন্দর্য্যের কথা পৌঁছিল। অনেকে না দেখিয়া অর্থাৎ কেবল সৌন্দর্য্যের

---

* লায়লীর যতটুক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছি, কতক গ্রন্থকারের মতে তাহা নাকি পণ্ড। কারণ এই সৌন্দর্য্যটা মজনুর চক্ষে বর্ণনারূপ ছিল,—লায়লী অতটা সুন্দরী ছিলেন না। যাক তাহাতে ক্ষতি নাই, ইহা প্রেমের পথ। এখানে "যে যাহারে ভালবাসে," সে তাহাকে লইয়া জগৎ ভুলিতে পারে। বিশেষতঃ মজনু রূপের উপাসক ছিলেন না,—তিনি প্রেমের উপাসক।

প্রশংসা শুনিয়াই মত্ত হইল। অধিক কি "সালাম" নামক এক পরাক্রান্ত যুবক নরপতি, এই সমুদয় শুনিয়াই লায়লীর প্রেমাসক্ত হইলেন। তিনি রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া দীনহীনের বেশে আরবে উপস্থিত হইলেন। উন্মত্ত সম্রাট্ হৃদয়ে লায়লীকে লইয়া, দিবারাত্রি শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে সম্রাটের বৃদ্ধ পিতা এতচ্ছ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। একমাত্র পুত্রের এ হেন পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধের হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল; কিন্তু তখন আর উপায় নাই দেখিয়া রাজ্যাধিপতি স্বয়ং আরবে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে একদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। লায়লীর পিতা, স্বীয় দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই একান্ত অনুতপ্ত ছিলেন; তাই তিনি কতকগুলি দরিদ্র ভিক্ষুককে কন্যার মঙ্গল কামনায়, লায়লীর স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নদানের আয়োজন করিয়াছিলেন। লায়লীর যখন পরিবেশনের সময় হইল, তখন সেখানে অনেকগুলি ভিক্ষুক একত্র হইয়াছিল। আমাদের নিরাশপ্রণয়ী মজনু কি আর এ স্বর্ণ-সুযোগে লায়লীকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন? একে একে লায়লী সকলকে অন্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি লোলুপ ভিক্ষাজীবী বারংবার তাঁহাকে ঠকাইয়া, বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। লায়লী আর সহ্য করিতে পারিলেন না; অন্ন বিতরণের সেই হস্তস্থিত হাতা দিয়া সজোরে পৃষ্ঠে এক আঘাত করিলেন। অনতিবিলম্বে এই অন্যায় সংবাদ লায়লীর পিতার শ্রুতিগোচর হইল। ফকিরের আশীর্ব্বাদে, ব্যথিতার চিত্তবিনোদনের জন্য যে পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্রকে স্নেহের পরিবর্ত্তে প্রহার কেন, এজন্য তিনি কন্যাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন।

লায়লী কহিলেন, "তাতঃ! আমি ফকিরকে প্রহার করি নাই, আপনাকেই স্বহস্তে প্রহার করিয়াছি; এই দেখুন পৃষ্ঠ!" যাহা দেখা গেল, তাহাতে উপস্থিত সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন।

লায়লী বলিলেন—"সে ফকির মজনু ছিল। হৃদয়ের আদান-প্রদানের একত্বে, তাহার পৃষ্ঠের প্রহার-চিহ্ন আমার পৃষ্ঠেও অঙ্কিত হইয়াছে। বেদনা উভয়েরই সমান।" তখন অন্যান্য লোক কৌতূহলী হইয়া সেই গমনোন্মুখ দীন-বেশী রাজপুত্রের বস্ত্রোন্মোচন করিয়া ঠিক ঐরূপ একটি কাল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন! সকলে জিজ্ঞাসা করিলে মজনু সানন্দে উত্তর দিলেন, "আমি লায়লীর সহিত সাক্ষাতের জন্যই আসিয়াছিলাম; তা' সে যেরূপে দেখা দিক না কেন, আমার আশা তো পূর্ণ হইয়াছে!"

পাগল চলিয়া গেল।

প্রেমে মানুষ কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে, এই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ; আর মজনু! তোমার প্রেমের পথ কি মহত্ত্বদার স্বার্থশূন্য!

সওদাগরের বাড়ীতে এ সব কথার আলোচনা মিশাইয়া গিয়াছে। বিরহিণী লায়লীর অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রেমাতপদগ্ধ দেহলতিকার রসাভাব হইয়াছে। বণিক্-দম্পতী কন্যার চিন্তায় আকুল!

এমন সময়ে একদিন পূর্ব্বোক্ত নবাগত সম্রাট্, লায়লীর পিতাকে তদীয় আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। বণিক্ হৃষ্টচিত্তে সম্রাট্‌কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। রাজকীয় বিপুল সুখাদ্যে পথশ্রান্ত অভিজাতগণের জঠরানল নিবৃত্ত হইলে, সম্রাট্ বিনীতভাবে বণিককে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! শুনিয়াছি তোমার কন্যা বয়স্থা হইয়াছে। কাহারও না কাহারও সহিত তাহার পরিণয় অবশ্যম্ভাবী। আমার একটী রাজ-কার্য্যাক্ষম বুদ্ধিমান

সন্তান আছে; দয়া করিয়া যদি তাহার সহিত লায়লীর বিবাহ সম্পন্ন করাইতে, তবে কৃতার্থ হইতাম!"

যুবতী কন্যাকে আর গৃহে রাখা অবৈধ বিবেচনায়, বণিক সানন্দে সাম্রাটের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অভাগিনী লায়লীও পিতার সম্মতির কথা শ্রবণ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তদ্দিবসেই তাবৎ কথার মীমাংসা হইয়া গেল। সম্রাট্ হৃষ্টচিত্তে মুগ্ধ সন্তানকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। শুভকার্য্যের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, লায়লীর কোমল মুখখানি হৃদয়ের আগুনে রৌদ্রদগ্ধ যূথিকার ন্যায় ততই বিবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। নীরবে মজনুর জন্য অশ্রুপাত করিয়া বিষাদিনী দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের গুরুভার লাঘবের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু বিপুলকায় মহীধর যাহার ক্ষুদ্র বক্ষের উপর নিপতিত, সে কি স্বচ্ছন্দে জীবন বহন করিতে পারে? মজনু যে এ আকস্মিক দুঃসংবাদে আপনার লক্ষ্যহীন জীবনকে অতল নৈরাশ্য-জলধিতলে বিসর্জ্জন করিয়া শান্তি পাইবেন, ব্যথিতা লায়লী সেই চিন্তাতেই কাতর হইলেন।

দুঃখীই দুঃখ বুঝে। হতাশ ব্যক্তিই নৈরাশ্য বুঝে। সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে অহর্নিশ যাহারা দুর্ব্বল জীবন লইয়া মহাসংগ্রাম করিয়াছে, পদে পদে যাহারা স্বীয় জীবনকে কঠোর অদৃষ্টচক্রের দুর্ব্বিষহ নিষ্পেষণে অন্ধকার নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহারাই জানে এ রঙ্গমঞ্চ কি! কতটুকু আনন্দ!

লায়লী ইহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই তিনি তাঁহার পরিণয়ের আয়োজনে, দাস-দাসীর আনন্দে, আপনার পবিত্র জীবনের অমূল্য-সাধনা ভাসাইয়া দিলেন না। অন্যের ভ্রূকুটিতে ভিন্ন পথে স্রোত সঞ্চালন করিলেন না; কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, মজনুই ইহার একমাত্র অধি-

কারী। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া লায়লীও আপনাকে হারাইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রেম-কাহিনীতে কেবল উভয়ে উভয়কে হৃদয়-হৃদয়ে পূজা,—নয়নে-নয়নে চাহিয়া পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধিকে ভুলিয়াছিলেন। উভয়ের দুঃসহ ভগ্ন-বিষাদ-সঙ্গীতগুলি "সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুম-পরিমল-গন্ধবাহী, নিদাঘ-সায়াহ্ন সমীরণবৎ" মানবের ক্লিষ্ট জীবনকে এক অজ্ঞাত সহানুভূতির দেশে লইয়া যায়। আমরা মুগ্ধ; হতাশ আশায় উদাস নেত্র তুলিয়া "হা মজনু", "হা লায়লী" বলিয়া বেদনা-জর্জ্জরিত বিশ্বের প্রতি চাহিয়া থাকি মাত্র। বাক্য তখন স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায় না, হৃদয় কেবল দুঃখাশ্রু বর্ষণ করে।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। লায়লী গবাক্ষ-দ্বারে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কেশবিন্যাসকারিণী আসিয়া হর্ষব্যঙ্গ-সমন্বিত অঙ্গভঙ্গি সহকারে কহিল—

"লায়লি! আজ এ সুখের দিনে পুরোবাসিগণ আনন্দ-মগ্ন; আর তুমি কি-না বিষাদিনী? প্রাণসমে, উঠ; অনর্থক বিলম্ব করিও না। তোমার এ সুধাময় স্মরণীয় রাত্রি অতি রমণীয়! ঐ দেখ, প্রস্ফুটিত বন-প্রসূনোপরি বিরহ-ক্লান্ত বুল্‌বুলও* যেন তোমার সুখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। বাহিরে বর-যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়াছেন; নব বাসরে আজ দু'জনে বুকে বুকে বাঁধিয়া জীবনের মহৎকর্ত্তব্য ও আশা পরিপূর্ণ কর।"

লায়লীর প্রেম "ছেলেখেলা" নয়। দুইটী প্রাণীর জীবন্ত অনুরাগ ইহার রক্ত-মাংসে জড়িত। ইহার লক্ষ্য আছে; ইহা পরিচিত। অব্যর্থ সন্ধানে ইহা সেইদিকেই ছুটিয়াছে। পশ্চাতে নিখিল ভুবন ইহার মাধুরী-

* বঙ্গভাষায় যেমন পাপিয়া, ভ্রমর, পারস্যভাষায় তেমনি বুল্‌বুল। এস্থলে আমরা মূল গ্রন্থের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি।

পবিত্রতায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। জগৎ অসত্য, অন্যায় জ্ঞানে ঘৃণা, নিন্দা, বিপক্ষতা করিতে পারে; কিন্তু দুইজন কেবল ইহা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রেম কি,—সুখ আছে কি-না, প্রেমিকের কতটুকু কি হয়, প্রণয়িনী কি, পৃথিবীতে ইঁহারাই তৎসমুদয় আয়ত্ত করিবার অধিকারী। লায়লী তাই স্থির থাকিতে পারিলেন না। উন্মাদিনী রোষ-কষায়িত লোচনে কহিলেন,—"সাবধান! আর এমন কথা মুখ হইতে বাহির করিও না। তুমি আমাকে কি উপদেশ দিতেছ? মজনু ব্যতিরেকে ত্রিভুবনে কেহ লায়লীর উপযুক্ত নহে। পরমসিদ্ধিদাতা নিখিলনাথ, আমাদের শুভাদৃষ্ট কেয়ামত * পর্য্যন্ত পারস্পরিক আকর্ষণে বদ্ধ রাখিবেন। আমার জন্য যে মজনু ধন-জন বিলাস-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য-সমাগম-বিরহিত নিভৃত বনভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই মজনুই আমার প্রাণ, আমার প্রেম, আমার যথাসর্ব্বস্ব পাইবার অধিকারী। আমার এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকেই তুমি মজনু বিবেচনা কর; কারণ তাহারই নাম আমার নিশ্বাসরূপে নির্গত হইতেছে। সে-ই আমার প্রাণবায়ু, আমি অসার ধ্বংসশীল দেহমাত্র। আমার নিজের কিছুই নাই।"

লায়লী,—সুর-সুন্দরি! তুমিই ধন্যা! কি আশ্চর্য্য ত্যাগ-স্বীকার! কি অমানুষিক বিরহ-সাধনা! হয় ত মনে করিয়াছিলে—

"ভালবাস বা না বাস—
আমি ত বাসিব ভাল যাবত জীবন-আশ!"

লাঞ্ছিতা, অভিমানী কেশ-বিন্যাসকারিণী হৃদয়ে নিতান্ত অনুতপ্ত হইল। মনে করিল, কি হতভাগিনি! এখনও তোর লজ্জা নাই? থাক্, এখনই তোর অপ্রতিহত গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছি।

* পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্তির পর জীবগণের পাপ-পুণ্য বিচারের দিবস পর্য্যন্ত।

মনের দুঃখে পরিচারিকা লায়লীর মাতাকে সমুদয় নিবেদন করিল। সহসা সর্পদষ্ট হইলে মানুষের যেমন চাঞ্চল্য, দুঃখ, ভয় ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, ফলতঃ পরিণামের ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণার কথাও স্মৃতিপথে উদিত হয়, অকস্মাৎ বণিক্-পত্নীর যেন তদ্রূপ হইল। বিবাহের সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত; বহির্বাটীতে বরযাত্রিগণ সমুপস্থিত; আহ্লাদ-আমোদের ফোয়ারা ছুটিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ সকলেই উল্লাসিত; কিন্তু যাহার জন্য এত, যাহার সুখে সকলের সুখ, তাহার এই কথা! দর্পিতা লায়লীর এখনও অপমান বোধ নাই! এখনও হতভাগিনী সেই উন্মত্তটাকে ভুলিতে পারে নাই! আগুন জ্বলিল!

* * * *

মাতার মুখে লায়লী তীব্র ভর্ৎসনা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যে হৃদয় একমাত্র মজনুর অস্তিত্ব এবং অলৌকিক গুণগ্রামের কথা জানে, পৃথিবীতে আর কেহ আছে কি-না, তাহার সে সংবাদে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ লায়লীর তো তাহা না জানিবারই কথা। যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া শেষে জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। "এক কন্যা হইতে সংসারে আমাদের মুখ পুড়িল, তোমার পিতা শুনিলে এখনই মস্তক দেহচ্যুত করিবেন। লজ্জার ভয় কর, আর আত্মীয়স্বজনকে জ্বালাইও না। সেই হতভাগা পাগলটাকে বিস্মৃত হও, আমরা যাহা বলি, হিত ভাবিয়া তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার কর। দেখ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমুদয় আরবদেশ জুড়িয়া এ কলঙ্ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, লোকে এ সব কথা শুনিলে কি বলিবে? কোথায় বিদ্যা-শিক্ষার জন্য গেলে, তৎপরিবর্ত্তে সেখানে প্রেম উপার্জ্জন করিলে?" ইত্যাকার বলিয়া মা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু লায়লী বুঝিলেন না। বুঝিবার আবশ্যকও বোধ

করিলেন না। সমুদয় ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল; অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া আহুতি পাইল;—বাসনা-ইন্ধনে দ্বিগুণ বেগে জ্বলিল।

লায়লীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। অশ্রুগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিলেন, "মা! দগ্ধ-হৃদয়কে আর পোড়াইয়া কি হইবে? জীবনে-মরণে এ প্রেম দুশ্ছেদ্য! জগতের সকলেই মজনুর অমানুষিক প্রেম-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছে; আমার মুগ্ধ জীবন মজনুর নামে, চিরজীবনের মত ঐ রাঙ্গা-পদ-কোকনদে উৎসর্গ করিয়াছি! মজনু ভিন্ন অন্য কেহ আমার পাণিগ্রহণ দূরের কথা, মুখের প্রতি কটাক্ষেরও উপযুক্ত এবং অধিকারী নহে। আমি মজনুর, মজনু আমার—ইহা বিধাতার শুভ-কল্পনা! সুতরাং আমাকে প্রবোধ বা বিবাহের কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। একান্তই যদি উৎপীড়নের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বিষ আনিয়া দাও, স্বচ্ছন্দে পান করি। নতুবা অসি-প্রহারে এ দুঃখময় জীবনের অবসান কর।"

লায়লীর কথা শুনিয়া মাতা আর চিত্ত সংযত করিতে পারিলেন না। কঠোর স্বরে দাসীকে বলিলেন,—"ইহাকে টানিয়া লইয়া যাও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহের শাস্ত্র-সম্মত সমুদয় ব্যবস্থা পালন করাও।"

পাগলিনী লায়লীর কথা কেহ শুনিল না; ফলে তাহাই হইল। মহা সমারোহে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের তুষানল ভিতরেই জ্বলিল,—কেহ দেখিতে পাইল না।

তখন প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। নীলোর্ম্মিচুম্বিত আকাশ-পটে কৌমুদী-ঢল-ঢল কলানিধি পৃথিবীতে সুখের হাসি ছড়াইতেছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারকরাজি চুম্‌কির ন্যায় চিক্‌মিক্‌ করিতেছিল,—প্রকৃতি ধীরা! মধুর মলয় মারুত-হিল্লোলে ধরিত্রীতে একটা স্বর্গীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ হইতেছিল। মুগ্ধ রাজপুত্র বাসরগৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া ভাবী

সুখচিত্র পরিকল্পনে আত্মহারা! আকাশে-বাতাসে মিলনের মাতামাতি দেখিয়া তিনি যেন তাঁহার চিত্রটীতে আরও জোরে ভাবের তুলি বর্ষণ করিতেছিলেন। পার্শ্বের বাগানে, নিবিড় ঝোপের ভিতর হইতে তখনই আবার একটা পিপাসিত পাখী উদাস সুরে ডাকিয়া উঠিল। উদভ্রান্ত রাজপুত্র আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না,—আবেগভরে প্রিয়তমাকে বক্ষে জড়াইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন; কিন্তু এ কি? চপেটাঘাত তো প্রেমোপহার নহে! যে প্রেমরাণীর বিমল সুধার আশায় রাজপুত্রের দগ্ধ হৃদয় এতদিন ছিন্নকণ্ঠ কপোতের মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ছিল, আজ তাহার এ কি ব্যবহার? তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অঙ্কশোভিনীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি তো তিনি তাঁহার চিত্রের কোথাও কল্পনা করেন নাই! কি ভুল! এক্ষণে সত্যসত্যই সেই মূর্ত্তির উদয়ে তাঁহার চিন্তাস্রোত ফিরিল,—সুখের স্বপ্ন টুটিল! তিনি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সত্যের স্পর্শে কল্পনা মিশাইল। সকলেই ত্রস্ত-পদে আসিয়া যাহা দেখিলেন,—শুনিলেন, তাহাতেই বুদ্ধি স্থির! লায়লীর মা অধীরা হইলেন। সকলেই সকলের মুখ চাহিতে লাগিল। তখন হতভাগ্য বর, স্বেচ্ছায় লায়লীকে বর্জ্জন করিয়া পিতার সহিত স্বীয় রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রেম-দীপ নিবিল!

দশম পরিচ্ছেদ।

"বরঞ্চ নিরয় গর্ভে অনন্ত-নিবাস—
শ্রেয়স্কর।"—

বর চলিয়া গিয়াছেন; কালিদাসের রঘুবংশোল্লিখিত "বরদর্শনের" মত একটা প্রবল আগ্রহ-স্রোতঃ পুরীমধ্যে পরিপ্লাবিত হইতেছে। সকলেই অস্থির; সকলেই ক্ষুণ্ণমনা,—হতাশ! প্রিয় পাঠক, এখন একবার লায়লীর প্রকোষ্ঠে চলুন; দেখুন,—সেখানে কি হইতেছে।

চারিদিকে মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজনগণ দণ্ডায়মান; মধ্যে লায়লী নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্টা। সকলেই নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছে;— কেহ বলিতেছে "তোর মরণ ভাল", কেহ বলিতেছে "তুই স্বামীঘাতিনী; তোর বাঁচিয়া ফল কি?" কেহ বলিতেছে, "এমন রূঢ়া কর্কশস্বভাবা বেহায়া মেয়ে তো দেখি নাই।" এইরূপে "নানা মুনির নানা মত" অনর্গল প্রকাশিত হইতেছে। লায়লীর মা বলিতেছেন,—"হতভাগিনী! তুই আমাদের মুখ পোড়ালি; চলিয়া যা, এ বাড়ীতে আর তোর স্থান নাই। এখন তীব্র হলাহল পানে এ জীবন-নাটকের উপসংহার কর! জগতে কি করিয়া মুখ দেখাইবি?"

এখন পর্য্যন্ত লায়লী নিস্তব্ধ, কেবল শুনিতেছেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। তাঁহার দুঃখ সহিতে সহিতে একটা প্রকৃতিগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। "গোপন দুঃখ আপন বুকে বহিয়া," মনে মনে হয় তো বলিতেছিলেন,—

"আমার হৃদয়-ভূমির মাঝখানে,
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল-সমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি'।"

এতক্ষণে লায়লী চক্ষু মেলিলেন। নির্ভীকস্বরে বলিলেন,—"কেন আমাকে এ নিদারুণ ভর্ৎসনা? মাতা, পিতা, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার কোনও প্রার্থনা নাই, কোন আবশ্যকও দেখি না;—চাই কেবল মজনু। মজনুই আমার যথার্থ স্বামী;—এ জগতে একমাত্র তাঁহারই আমি দাসী। অন্যকে জানি না। সম্রাট্-পুত্রকে বিবাহ করিয়া, আপনারা আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী করিতে চাহিতেছেন? বিষপানে আমার জীবন শেষ করিবার উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু কোন্ প্রাণে, কোন্ ধর্ম্মানুমোদনে উপপতি গ্রহণের জন্য এত গঞ্জনা দিতেছেন? আজ শেষ-প্রেরিত মহা-পুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, * - মজনু ভিন্ন অন্য পুরুষ আমার পক্ষে "হারাম" (অসিদ্ধ)। সম্রাটের সহিত,—জগতের সহিত,—আত্মীয়-বান্ধবের সহিত আমার সমুদয় সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে; কেবল সেই ফকিরের সহিত-ই বন্ধন আছে। অনর্থক আমাকে

* এই ঘটনা শেষ-প্রেরিত মহাপুরুষের বহু পূর্ব্বের হইলেও, তাঁহার আগমন সংবাদ আদিকাল হইতে ধর্মগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ ছিল। বিদুষী লায়লীর ইহা জানিবার বাকী ছিল না।

আর কষ্ট প্রদান করিবেন না, আপনারা জন্মের মত আমার আশা ত্যাগ করুন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আমাকে পাপিয়সী, কলঙ্কিনী নামে অভিহিত করিতে পারে, ক্ষতি নাই। আমার মঙ্গলামঙ্গল, আমি সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভু বিশ্বকর্ত্তার চরণে নির্ভর করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছি : তথাপি আমার দ্বারা পবিত্র প্রণয়ে কলঙ্ক স্পর্শিবে না। ভয়, লজ্জা এখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে!"

অনন্যোপায় বণিক্ কন্যার কথায় ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন। বহু পরামর্শের পর এক সদ্‌যুক্তি অবলম্বিত হইল। নগরে দৈব শিল্প-পারদর্শিনী এক বৃদ্ধা বাস করিত। সওদাগর তাহাকে আনয়ন করিয়া মনের কথা সমুদয় খুলিয়া বলিলেন। অধিকন্তু উচ্চ পুরস্কারও অঙ্গীকার করিলেন। সানন্দে বৃদ্ধা এই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল; যাইবার সময় সওদাগরকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়া গেল, "যাহার মন্ত্রবলে মনুষ্যের হস্ত, বিধু-ধারণে সক্ষম হইয়াছে, তুচ্ছ মজনু তাহার নিকট অতি সামান্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমি কেবল কথার বৈষম্যেই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইব।"

আপনার মনে বৃদ্ধা বনে গমন করিল। এদিকে সেদিকে অনুসন্ধান করিয়া প্রথমতঃ কোথাও মজনুকে দেখিতে পাইল না; অবশেষে দূরে এক বৃক্ষতলে রুক্ষ-কেশ, প্রেমোন্মত্ত হতভাগ্যকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্ত্তী হইতেই বৃদ্ধা, মজনুকে চিনিতে পারিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল,—

"বাপ্ মজনু রে! আর কোন্ দুরাশায় এই বনে বনে বুক বাঁধিয়া বেড়াইতেছিস্? যে লায়লীর জন্য তুই বনচারী, দেখ যেয়ে, সেই লায়লী আজ বিবাহ অন্তে নবীন স্বামী লইয়া কি অপার আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে! বাছা রে, প্রেমের যে ভীষণ সাধনায় লিপ্ত হইয়া, তুই জগৎ

ভুলিয়া কেবল লায়লী রাখিয়াছিস্, আজ সেই বিশ্বাসঘাতিনী লায়লী, পর-অঙ্কশায়িনী! তুই তার পদে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিস্, সে তো'কে প্রতারণা করিয়াছে! এ বিষময় প্রেমে,—এ মন-ভুলান মায়ায় আর অন্ধ থাকিস্ না। সে সুরভিমাখা ফুলের শয়নে বসন্তরাণীর মত আপনার ভাবে আপনি মাতোয়ারা! নিশ্বাসে তার মলয় বহিতেছে, হাসিতে তার মুক্তা ঝরিতেছে, কটাক্ষে তার বিদ্যুৎ হাসিতেছে; সারারাত্রি জাগিয়া পূর্ণিমার চাঁদ হাল্কা হাতে বিছানায় জ্যোৎস্না ঢালিতেছে;—আর তুই কি-না এখানে ফাকির! বিবাহের পরে লায়লীর সুন্দর বদন-কমল নন্দনের ছবির ন্যায় আধ-ফুটন্ত, আধ-বিকশিত হইয়াছে। সে হয় তো তোর মত হতভাগ্য পথের ভিখারীর প্রেম ভুলিয়া গিয়াছে! আর তুই কি না তার প্রেমে অন্ধ! উঠ্ বাপ! তুই তো রাজ-সিংহাসনে ফিরিয়া যা; অল্পবুদ্ধি, অবিশ্বাসিনী স্ত্রীজাতির কথা আর ভাবিস্ না। ইহাদের মত নিকৃষ্ট এ জগতে আর কেহই নাই। ইহারা কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা প্রদান করিয়া থাকে। স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর; আমি স্ত্রী-ঘটিত এক অত্যদ্ভুত উপাখ্যান শুনাইতেছি। রমণীর প্রেম যে কি বিষময় পদার্থ, সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবি।" বৃদ্ধা গল্প আরম্ভ করিল। মজনু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিতে লাগিলেন,—

"হজরত ঈসার সময়ে ফিরোজ নামে এক বণিক্ বাস করিত। মাহ্-জাকা নাম্নী তাহার এক অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী স্ত্রী ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রেমে এতদূর আত্মহারা হইয়াছিল যে, অবশেষে তাহারা একদিন প্রতিজ্ঞা করিল,—"আমাদের মধ্যে অগ্রে যাহার মৃত্যু হইবে, সে প্রেমের ঋণ পরিশোধের জন্য, আমরণ সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর হঠাৎ স্ত্রীর মৃত্যু হইল; হতভাগ্য ফিরোজ নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের

অনুবর্ত্তী হইয়া সমাধির নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা গৃহে ফিরিয়া গেল।"

"দৈবের কি আশ্চর্য্য লীলা! অকস্মাৎ একদিন হজরত ঈসা সেই পথে আসিতেছিলেন। বেদনাকাতর ফিরোজ, লাবণ্যমণ্ডিত স্বর্গীয় জ্যোতি-দীপ্ত মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পদরজ মস্তকে লইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হজরত স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, উন্মত্তপ্রাণ ফিরোজ, নবির চরণ ধারণ করিয়া সহধর্ম্মিণীকে পুনর্জীবিত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। মহাপুরুষ, তাহার অমঙ্গল ও অশুভ-কর ভীষণ ভবিষ্যৎ—বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বারংবার যুবককে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফলোদয় হইল না।"

"অবশেষে অদ্ভুত ঐশী-শক্তি বলে মহাপুরুষ, মাহ্‌লাকাকে জীবিত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ফিরোজ অর্দ্ধেক আয়ু স্ত্রীকে দান করিল। বহুদিনের পর,—বিশেষতঃ পুনর্জন্মের পর স্ত্রীকে পাইয়া উভয়ে গলা জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রেমের তুফান, আনন্দের উচ্ছ্বাস আর থামে না। অনেকক্ষণ পরে দুইজনে এক গভীর কাননের উপকণ্ঠে আসিয়া মনোসুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল। স্নেহময় স্বামী হৃদয়াবেশে সহধর্ম্মিণীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। সোহাগিনী মাহ্‌লাকার চিত্ত-চকোর সেই চিরবাঞ্ছিত সুধাংশুকর পান করিয়া তৃষিত প্রাণে শান্তি পাইল।"

"তখন প্রদোষের চূর্ণ সূর্য্য-কিরণে বনভূমি স্বর্ণকরোজ্জ্বলিত হইয়াছিল,—নীল নভস্তলে ইতস্ততঃ ভাসমান বারিবাহগুলি ছুটিয়া বেড়াইতেছিল,—পক্ষিগণ মধুর স্বরে গান করিতেছে, মারুত-হিল্লোলে কম্পমান পত্রাবলী, এক একবার ঝর্ ঝর্ রবে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছিল, হরিদ্বর্ণ কিশলয়দল, নধর দেহ এলাইয়া বিটপী-বক্ষে আলিঙ্গন করিতেছে, চারিদিক্

হইতে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ হৃদয়ে নব-বলের সঞ্চার করিতেছিল, সহসা তথায় উপস্থিত হইলে, নন্দন-কাননের স্মৃতি হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। দূরে—অতি দূরে অজানা প্রেম-সান্ত্বনায় কল্পনায় প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠে। এমন সময়ে অকস্মাৎ আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু গর্জ্জনে বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল। কে যেন প্রকৃতির এ সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিল। সে আতঙ্কে পক্ষীরা গান ছাড়িল। রৌদ্রদগ্ধ কুন্দ-প্রসূনের কোমল মুখখানি ভয়ে আরও শুকাইয়া গেল, দিকবধূ ত্রস্ত-প্রাণা—চঞ্চলা হইল,—যেন চলিয়া চলিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে; আবার চলিতেছে। কোন অমঙ্গল কি ঘনাইয়া আসিল! সম্ভব তাহাই হইবে। নিবিড় কানন কাঁপিল, চতুর্দিক্ কাঁপিল!!”

“মাহ্‌লাকা বুঝিতে পারিল, কোন রণ-কৃতি যুবা মৃগয়ামোদে আগমন করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আশা সফল হইল!”

“মতিমন্! স্ত্রী-জাতি যে কত দূর হেয়, তাহা এইখানেই প্রমাণিত হইবে। আর আমার বলিবার আবশ্যক নাই।”

বৃদ্ধা নীরব হইল।

মজনু নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা করিলেন, “মাতঃ! যখন অনুগ্রহ করিয়া এতদূর শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তখন আর অবশিষ্ট রাখা ভাল হইতেছে না। আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।”

বৃদ্ধা পুনরপি আরম্ভ করিল,—“বৎস! মাহ্‌লাকা যখন মুখ তুলিল, তখন এক অপরূপ দেবকান্তি বিশিষ্ট যুবা-পুরুষকে তথায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরূঢ় দেখিল। দুই জনের কটাক্ষে দুইটা ফুলশর দু'খানি প্রাণভেদ করিয়া গেল। দুই জনেই অন্ধকার দেখিল; প্রেমের স্বাভাবিক কমনীয়তাজড়িত

বিহ্বল-মূর্ত্তি দুই জনেরই হৃদয় অবসাদাচ্ছন্ন করিল। তখন যুবক ধীরে ধীরে সুন্দরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতম্বিনি! এ গভীর অরণ্য-সমাকীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তরে কুলিশোপম কঠিন ধরাসনে তোমার দেহ-লতিকা কেন শুকাইতেছে? আর এ নিদ্রিত ব্যক্তিই বা কে? অনুকম্পা-পুরঃসর পরিচয় প্রদান করিয়া চরিতার্থ কর।"

"মাহ্‌লাকা কহিল,—"দেব পুরুষ! আমি সম্রাট্ মন্‌করের দুহিতা। এই পাষণ্ড মায়াবিদ্ আমাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। সম্ভবতঃ ঈশ্বর এতদিনে আমার করুণ আর্ত্তনাদে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এতদিনে বুঝি আমার পুনরুদ্ধার হইবে।"

"বিস্মিত রাজপুত্র এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে হৃদয়ে মন্মথের মৃগয়া আরম্ভ হইয়াছিল; প্রাণে জোয়ার আসিয়াছে, তাই আর নিরস্ত হইতে পারিলেন না।"

স্ফুরিতাধর, মোহাবিষ্ট যুবক মাহ্‌লাকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! তবে আর বিলম্ব সমীচীন নহে; ত্বরিৎপদে তুরঙ্গম আরোহণ কর। এ ব্যক্তি এখন নিদ্রায় বিভোর রহিয়াছে; ভয়ের কোনও কারণ নাই। ধীরে ধীরে উপাধান হইতে মস্তকটী মৃত্তিকা-তলে স্থাপন কর,— তৃষিতের বাসনা পূর্ণ হউক!"

"কালভুজঙ্গিনী নারীকে মানুষ যে অমূল্য সম্পত্তি প্রাণ বিনিময় করিয়া ধন্য হয়, এইখানে তাহার বিষময় পরিণাম দেখ। পাপিয়সী, সাবধানতার সহিত জীবিতেশ্বরের মস্তক নামাইয়া রাখিল। হতভাগ্য ফিরোজ নিদ্রায় বিচেতনে কিছুই জানিতে পারিল না। পক্ষিণী উড়িল!"

"এদিকে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বণিক্ জাগিয়া উঠিয়া স্ত্রীকে দেখিতে

পক্ষিরাজ উড়িল ; ১৮ পৃষ্ঠা

মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

পাইল না। একবার—দুইবার—তিনবার অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোন সাড়াশব্দ পাইল না, তখন নিরতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল।"

"অল্পক্ষণের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যাকন্যাগণ কৃষ্ণাভ-বসন পরিধান করিয়া ধরণী বেষ্টন করিল। নিভৃত বনভূমি, নিলজু ও পেচকের কর্কশ চীৎকারে শব্দায়মান হইল!"

"নক্ষত্র-নিকর, সুরবালাগণের বসনাঞ্চলে ঝিকমিক্ করিতেছে; দেখিতে দেখিতে সুনীল নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিল। উদাসীন চকোরের হৃদয়ভেদী উচ্ছ্বাসে কাননভূমি পরিপ্লাবিত হইল। বিজন অরণ্যের নিষ্ফল ক্রন্দন কাহারও প্রাণে বাজিল না; কিন্তু ফিরোজের ভগ্নবক্ষে একটা বিষম বাজ পড়িল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিদ্রা আসিল না। নৈরাশ্যের বিকট স্বপ্নদর্শনে হতাশপ্রণয়ী থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল; জগৎ এ "হা হুতাশ" শুনিতে পাইল না। বক্ষে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া বণিক নিশাযাপন করিল।"

"প্রভাতের স্বর্গীয় সান্ত্বনায় ফিরোজ তন্দ্রামগ্ন হইল;—আবার স্বপ্ন! যখন চাহিয়া দেখিল, তখন দিনমণি ধরিত্রীর আধবিকশিত যৌবনের শোভা বাড়াইবার জন্য কপোল দেশে যেন সিঁদুর মাখিয়া দিয়াছিল। পক্ষিগণ গান গাহিয়া গাহিয়া আহারান্বেষণে ধাবিত হইতেছে; প্রকৃতি অনেকটা নিস্তব্ধ।"

"বণিক্ অনর্থক বিলাপ করা অপেক্ষা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কোন দুর্ব্বৃত্ত তাহার প্রাণের প্রতিমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসই তাহার দৃঢ়তর হইয়াছিল!"

"অনেক দিন চলিয়া গেল। পর্ব্বতে-পর্ব্বতে, বনে-বনে, দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করিয়াও যখন বণিক্ প্রিয়তমার কোন উদ্দেশ পাইল

না, তখন একদিন বৈকালে এক সৌধধবল গরিমাময়ী নগরীতে উপনীত হইল। সে সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; কিন্তু আদর করিয়া কেহ একমুষ্টি ভিক্ষা পর্য্যন্ত প্রদান করিত না। নিরাশার সময়ে জগতের এই ঘৃণা ও ঔদাসীন্য তাহার হৃদয়ে এক-একটা বীভৎস কল্পনা আনয়ন করিতেছিল; তাহার সুখের রবি যে অস্তমিত হইয়াছে, এ কথা সে বেশ বুঝিতে পারিল।"

"দিন চলিয়া যায়; অত্যাচার, অবিচার বিশ্রাম লাভ করে; কিন্তু স্মৃতি অতীতের এক একখানি অস্ফুট ইতিহাস আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিয়া রাখে। আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না। অকস্মাৎ কখন কখন উদয় হইয়া তাহা আমাদের চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত করিয়া থাকে। ফিরোজ নিদ্রায় বা জাগ্রতে যে হতাশ স্বপ্নে প্রলুব্ধ হইয়া এত-দিন ভিক্ষুকের বেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছে, সহসা সে আশা সে বিসর্জ্জন দিতে পারিল না। সে বিরহ-পূজা ভুলিতে পারিল না; অজ্ঞাতে যেন কাহারও একখানি নির্ম্মল মুখ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া যাইত। লোকে তাহার এ অবস্থা দেখিয়া পাগল মনে করিত; কিন্তু ফিরোজ আপনার ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না।"

'ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কে নিবারণ করিতে পারে? অকস্মাৎ বণিক্ এক দিন দেখিতে পাইল, তাহার স্ত্রী, সম্রাট্-পুত্রের বিশ্রাম-গৃহের ছাদে বায়ু-সেবন করিতেছে! অধৈর্য্য ফিরোজ হৃদয়ের উন্মাদনীয় চীৎকার করিয়া কহিল, "রে হতভাগিনি কুলটে! এখনও কোন্ প্রাণে বাঁচিয়া আছিস্? হায়! আজ রাজপুত্রকে পাইয়া দরিদ্রের প্রেম উপেক্ষা করিয়াছিস্? বিশ্বাসঘাতিনি! হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে প্রণয়কে পূজা করিয়াছিলাম,—অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল দিয়া যে প্রেম পুনঃ-সঞ্জীবিত করিয়াছিলাম, আজ ভিক্ষু-

কের সেই সাধের ভালবাসা পদ-দলন করিয়াছিস্? আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্ সত্য, কিন্তু মনে রাখিস্, তুইও একদিন প্রতারিত হইবি। ন্যায়ের মর্য্যাদা অবিসম্বাদী। পতির অভিশাপ অবশ্য ফল প্রসবকারী।"

"পাগল নীরব হইল।"

"রাজপথে গোলযোগ হইতেছে দেখিয়া অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইল; ক্রমে জনতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিয়া সকলে তাহাকে তাড়াইয়া দিল, ব্যথিত চলিয়া গেল।"

"সকাল হইয়াছে। নগরে আবার কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে; কোন স্থানে নৃত্যগীতময় আনন্দ-তুফান, কোন স্থানে কেবল কোকিল-গঞ্জিনীর "সুতার সেতার" সঙ্গে ক্ষীণ কণ্ঠসুধা। আবার ঐদিকে দেখ, তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে শত শত বীর সারি দিয়া চলিয়াছে। সরসী-বক্ষে উজ্জ্বল আদিত্যের একখানি সুকুমার মুখ প্রতিফলিত হইয়াছে। বিহঙ্গমগণ মনের সুখে শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়াইতেছে। মধুকরদল যেন মাধুকরী ব্রত অবলম্বন করিয়া কুসুম-রাণীর দ্বার হইতে এক এক বিন্দু সুধাসঞ্চয় করিয়া আনিতেছে। যামিনীর শীতল সমীর-সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত প্রসূন গুচ্ছও যেন বুক চিরিয়া মধুপবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যাকুল। চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে সুখের ছবি!"

"এমন সময়ে হতভাগ্য বণিক্ রাজ-দরবারে উপস্থিত হইল। বেলা তখন একটু বাড়িয়া গিয়াছিল, কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণের পর সম্রাট্ বিচার-কার্য্য করিতেছিলেন। ম্রিয়মাণ ফিরোজ নিবেদন করিল, "নরনাথ! আমি একজন সামান্য বণিক্; স্ত্রীর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে যে কেহ অগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সে সমাধিতে প্রত্যহ ঝাঁট দিবে। দৈববশে হঠাৎ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, আমি

অঙ্গীকার পালন করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন হজরত ঈসা আলায়হেস্সালাম তথায় উপস্থিত হইলে, আমি আত্ম-বৃত্তান্ত আমূল নিবেদন করিয়া সহধর্ম্মিণীর পুনর্জীবনপ্রার্থী হইলাম, এবং মহাপুরুষের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত করিয়া লইলাম। অবশ্য আমার অর্দ্ধেক আয়ুষ্কাল প্রদান করিতে হইয়াছিল। তৎপর আমার দুঃখের রজনী আরম্ভ হইল; দুরদৃষ্ট বশতঃ যখন কোন কানন প্রান্তে আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম, তখন আপনার পুত্র মৃগয়া করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হন এবং মদীয় স্বরূপা প্রেমের প্রতিমাকে লইয়া আইসেন। আমার স্ত্রী-ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত সেই ভাববাদী মহাপুরুষ অবগত আছেন; আপনি আমার বিচার করুন।"

"বৃদ্ধ সম্রাট্ রমণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সভাসদ্গণ কামিনার উত্তর শুনিবার জন্ম উদ্গ্রীব হইয়া আছেন! এমন সময়ে মাহ্লাকা আসিয়া কহিল, "রাজন্! আমি সম্রাট্ মজকরের নন্দিনী; এ হতভাগ্য ভিক্ষুকের সহিত আমার পরিণয় একান্তই অসম্ভব। আমি ইহাকে চিনি না, আপনার পুত্রই আমার ধর্ম্মসঙ্গত স্বামী।"

"বাদশাহ্ বিচারের কোন পন্থা দেখিতে না পাইয়া বণিককে কহিলেন, "আজ তুমি যাও, আগামী কল্য হজরত ঈসাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে তোমার বিচার করিব।"

"দরবার ভঙ্গ হইল।"

"শহরের সমুদয় স্থান অন্বেষণ করিয়া যখন ফিরোজ হজরত ঈসাকে পাইল না, তখন এক বৃক্ষতলে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিতে পাইল—নবিপ্রবর তাহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন, "ফিরোজ! হতাশ হইও না, আগামী কল্য আমি দরবারে তোমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিব।

"আনন্দে, আশায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে বণিক্ দরবারে উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সম্রাট্ এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন, কালের গতির সহিত যে সকল ভাববাদী (পয়গাম্বর) অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের শরীরে এই প্রকার সুগন্ধ থাকে। সম্রাট্, ফিরোজকে তাহার সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন, হজরত ঈসা স্বয়ং আসিবেন; সুতরাং বাদশাহের বিশ্বাস দৃঢ় হইল।"

"অনতিবিলম্বে হজরত ঈসা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ উপস্থিত হইল। হজরত ঈসা সমুদয় কাহিনী বিবৃত করিয়া, মাতঙ্গীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"সুন্দরি! আজ সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছ? হতভাগা ফিরোজকে পথের কাঙাল করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছ? থাক্ ক্ষতি নাই। অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ ফিরোজ যে কার্য্য করিয়া লইয়াছিল, এতদিন সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে; এখন তোমাকে এইমাত্র বলিতে হইবে—"আমার নিকট ফিরোজের যাহা গচ্ছিত ছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম।"

"অভিমানিনী তাহাই কহিয়া ফেলিল। বোধ হয়, মৃত্যু শিয়রে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল! তন্মুহূর্ত্তে বামার নশ্বর জীবন শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ সন্ত্রস্ত—স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সম্রাটের ও যুবরাজের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তখন ফিরোজ রাজ্যেশ্বরকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল।"

"এখন বৎস! দেখিলে তো—প্রেম কি বিষময়! রমণীর মায়াজাল কি ভয়ানক! যে লায়লীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এই কঠোর ব্রত উদ্যাপন

করিতেছ, সে-ই বা তোমাকে কি না বঞ্চনা করিয়াছে? সে এখন নবীন স্বামী লইয়া বিলাস-প্রমত্ত; আর এখানে তুমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী! উঠ! এখনও আমার কথা শুন, সে কালসাপিনীর প্রেমের কুহক ভুলিয়া যাও,—রাজার ছেলে তুমি; সিংহাসনে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সুখে ন্যায়দণ্ড পরিচালনা কর। লায়লীর অপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠা কোটি কোটি সুন্দরীর বাসনা—কামনা—জীবন তোমার পদে উৎসর্গীকৃত হইবে।"

বৃদ্ধা নীরব হইল। মজনুও অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন; একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত দু'ফোঁটা অশ্রু উদাস জীবনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল। তিনি বৃদ্ধাকে একটু অপেক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়া লায়লীকে জন্মের মত একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। বুকের ভিতরের রুদ্ধ উৎস উথলিয়া উঠিল; হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল; এদিকে অশ্রু-প্রবাহে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল; কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। অতিকষ্টে লিখিলেন—"প্রাণের প্রতিমা লায়লি!" আর লেখনী সরিল না। বৃদ্ধা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল, মজনুর পাংশু-বদনকমল হইতে মুক্তাফল সদৃশ প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সদা প্রাণ চায় যারে—
বিধি কি মিলাবে তারে!

* * *

"Trust me with your heart again."

বাসন্তী-সমীর-স্নিগ্ধ, ফুল্ল-কুসুমদল-সুবাসিত, ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত, আধ-ছায়া আধ-রৌদ্র-হাসিত, শ্যামল বনবিতানে দূর্ব্বাদলাসনে, প্রেমের পাগল, আপনার হারাণ স্মৃতির পূজায় বসিয়াছেন;—স্পন্দন নাই, জ্ঞান নাই, জীবনের প্রতি মায়া-মমতা নাই, যেন আশার উজ্জ্বল দর্পণের মধ্যে আপনার সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্বগুলিকে অম্লানবদনে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আজ হয় ঋষি, প্রেমের সুমধুর নূপুর-সিঞ্জনের, অলক্তক রাগ-রঞ্জনের আরাধনায় তৃষিত কামনা পূর্ণ করিবে; নতুবা চিরদিনের জন্য নিরাশার অন্ধকূপে ডুবিবে! মজনু একে তো তখন "মজনু!" তদুপরি ভাব-বিহ্বল, করুণা ছল ছল,"—তাই পত্র লিখিতে লাগিলেন:—

"জীবনময়ি!

"এতদিনে কি তুমি আমায় ভুলিতে শিখিলে! যে পদের বন্দনা করিবার জন্য আমি রাজত্ব-সুখকে পদদলিত করিয়াছি, যাহার নিভৃত আরতির জন্য এই বিপদসঙ্কুল অরণ্যানী আমার প্রিয় আশ্রম হইয়াছে, আজ তুমি সেই লায়লী হইয়া আমাকে ভুলিয়া ফেলিলে! পিতা, রাজ্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, মাতা দিবানিশি নয়নজলে ভাসিতেছেন, আর তুমি!—অহো, অকালে বিশ্বাস-ঘাতিনী,—প্রণয় ঘাতিনী হইলে? জীবনে পণ করিয়া-

ছিলাম, তোমা ভিন্ন আর অন্যের পদে জীবন সমর্পণ করিব না; অধিক কি, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য কলঙ্ককে আমি অলঙ্কার জ্ঞান করিয়াছি; কিন্তু প্রিয়ে! সেই দিবা-নিশি বিরহানলে পুড়িবার ফলে কি এই আমার লাভ হইল? আমার সৌভাগ্য তোমার অমৃতময় নামটি আজিও ভুলিয়া যাই নাই; নতুবা এতদিন এ হতভাগ্যের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতে কি না, সন্দেহ! শুনিতে পাইলাম, সম্রাট্-পুত্রকে বিবাহ করিয়া তুমি আনন্দে কালযাপন করিতেছ। যাহা হউক, আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, পরম করুণাময় তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন; সদা সুখে উভয়ে কালযাপন কর, ইহাই এ ফকিরের কাতর প্রার্থনা।”

“আমি বনচারী, জটাচীরধারী। আমাকে ভুলিয়া থাকা তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালিনীর পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু প্রেয়সি! আমার মঙ্গল মৃত্যুর সংবাদে তোমার ঐ পবিত্র হৃদয় একবারও কি শান্তির প্রত্যাশায় উদ্বেলিত হইবে না? তুমি সুখী হও, আমি সুখে মরিব! বাদশাহের পুত্রকে পাইয়াছ,—ঐশ্বর্য্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের মিলন হইয়াছে। আমি বিষয় বিভব-বিহীন উন্মত্ত; কেবল প্রেমের নামে, তোমার মধুর নামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; ঐশ্বর্য্য কোথায় পাইব? তাই তোমাকে বাঁধিতে পারিলাম না। তুমি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি চিরজীবন এই বনে বনে তোমার পূজা করিয়া বেড়াইব; আর তোমার শান্তি নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইব না। সেই পাঠ-গৃহ হইতে আজ পর্য্যন্ত স্মরণ কর, প্রতিমুহূর্ত্ত আমাদের কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, আমরা একই পথের যাত্রী; বুঝিয়াছিলাম, আমরা একই নীড়ের পক্ষী! কিন্তু এখন দেখিতেছি

তাহা ভুল। কারণ তুমি ধনের প্রলোভনে ভুলিয়া আছ, আর আমি সেই মজনু—সেই লায়লীর পাগল হইয়াই আছি। তোমার জীবন, তোমার প্রণয়, অর্থের মহিমায় বিক্রীত হইয়াছে। আর আমার তুচ্ছ প্রেম,—সেই হিরণ্ময় প্রেম-দেবতার পদেই ঘুমাইয়া আছে! দু'টি দেহের একটী প্রাণ মনে করিয়া এতদিন আমি আত্ম-বিস্মৃত—মোহমুগ্ধ ছিলাম; কিন্তু এতদিনে আমার সে আশার বেশ প্রতিদান হইয়াছে; এতদিনে সেই অন্ধ-প্রেমের প্রতিফল পাইলাম।

"আজ কি কুক্ষণ! কেন আমাকে এ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিতে হইল? অহো! ঠিক্ ঠিক্, আমি যে তোমার প্রেমে মজিয়াছিলাম, আমি যে তোমার ভালবাসায় আত্ম-বিক্রয় করিয়াছি;—আমি যে আপনার বলিতে কেবল তোমাকেই জগতে রাখিয়াছি, আমরা যে সুখ-দুঃখের পসরা মাথায় লইয়া একসঙ্গে একদিকে ছুটিয়াছিলাম। কিছুই লক্ষ্য করি নাই, কোন বাধাই আমাদের অমূল্য সাধনের অন্তরায় হইতে পারে নাই; আজ সে চির-সন্ধানে লক্ষ্যচ্যুতির সংবাদ আমি ভিন্ন এ জগতে আর কে শ্রবণ করিবে? কা'র প্রাণে এ করুণার ভাষা স্পর্শ করিবে?

"আমি মুগ্ধ বিহঙ্গ! না বুঝিয়া তোমার জালে পড়িয়াছিলাম; আজ লোভ ঘুচিয়াছে, আশা পূর্ণ করিয়াছ, এখন তোমার সুখ লইয়া তুমি রাজৈশ্বর্য্য উপভোগ কর; আর আমি ফকির, আমার কথা তো ছাড়িয়াই দিয়াছ! বুঝেছি—

"ভুল ক'রে ভালবেসে ছিলে,
ভুল ভেঙে আপনারে লয়েছ সরায়ে।

দেখিছ নির্দ্দয় দোষ, সেবক চরণ সেবি,
কেঁদে যাও ভরসা হারায়ে,
আর তারে আন না ফিরায়ে !"
"কিন্তু কি করিব—
"সংশয়-তিমির ভেদি পুন উঠে ভাসি'
তোমার সে মূরতি সুন্দর,
বিশাল নয়ন মাঝে স্নেহ-সরলতা রাজে ;"
"তাই মনে হয়—
"স্মৃতি মাঝে একাকিনী জাগি জাগি উদাসিনী,
ফেলিতেছে গভীর নিশ্বাস।"

"আর আমি, সকল জ্বালা ভুলিয়া, তোমার পদে জীবনকে বলিদান করিয়া, উন্মত্তবৎ তাহার—

"শুনিতেছি করুণ সম্ভাষ।"

"সুতরাং তোমার দোষও আমার নিকট গুণ। এ তীব্র প্রেমের অপ্রতিহত ধারা কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবার নহে; কিন্তু হায় লায়লি! তুমিই আমাকে অকালে ভুলিয়া ফেলিলে? তোমার নিকট আমার প্রেম হতাদর হইল? স্বার্থান্ধ জগৎ কি এত নীচাশয়? এত নির্দ্দয়?

"প্রাণের লায়লি! জীবনের সহযোগিনী! তোমাকে এতদিন আপনার ভাবিতে পারিয়াছিলাম। ন্যায়-ধর্ম্মানুসারে আজ আর তাহা পারি না; কারণ তোমার বিবাহ হইয়াছে, তুমি পরস্ত্রী। আর তোমাকে অধিক লিখিয়া বিরক্ত করিতেও ইচ্ছা করি না। তোমার ধন আছে, তুমি জগতে ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছ। পাগলের প্রলাপে হয় তো শান্তির ব্যাঘাত মনে করিবে। বিশেষতঃ আমার

মর্ম্মোচ্ছ্বাস-বাথিত সংক্ষুব্ধ লেখনী আর এ ভগ্ন-হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত-ভাষা বহনে সমর্থা নহে। তুমি আমায় ক্ষমা করিও; কিন্তু মনে রাখিও, যদি শতবার এ পাগলকে ঘৃণা কর, সহস্রবারও তাহার আশা ব্যর্থ হয়, তথাপি সে তোমাকে ভুলিবে না। তুমি আমাকে ভুলিয়া ফেলিও, তা'তে ক্ষতি নাই। উপরে দীন-দুনিয়ার মালিক বিধাতা দেখিতেছেন। আশীর্ব্বাদ কর, যেন অবশিষ্ট জীবন তোমারই ধ্যানে, তোমারই মঙ্গল-চিন্তায় অতিবাহিত হয়। ইতি

তোমারই উন্মত্ত প্রণয়ী—"কএস"।

পত্র লেখা শেষ হইল। অদূরে বসিয়া মায়াবিনী, মজনুর সেই প্রেমাশ্রুবিগলিত দেব-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছিল; আর মনে মনে ভাবিতেছিল, "এইবার শিকার হস্তগত হইয়াছে।" কিন্তু মূঢ়া! জগতে যাহার লায়লী ভিন্ন দ্বিতীয় কামনা নাই, যাহার জন্য সে ধন-জন সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সে কি কখন তাহাকে ভুলিতে পারে? আর সেই লায়লীই কি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবে?

ধীরে ধীরে মজনু বৃদ্ধার হস্তে পত্রখানি প্রদান করিয়া, আবার মনোরাণীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন; বৃদ্ধা চলিয়া আসিল।

প্রদোষের মুমূর্ষ-রবি-কিরণে বিটপিশীর্ষ ঝল্‌মল্ করিতেছে। গাছে গাছে, ঝোপে ঝোপে, পক্ষীরা মধুর তানে গান ধরিয়াছে। নগরের উৎসব কোলাহল গগন স্পর্শ করিতেছে! লায়লী স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া আপনার অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র লায়লীর হস্তে প্রদান করিল।

লায়লী পত্রখানি হস্তে লইয়া শিহরিয়া উঠিলেন; এ-যে মজনুর

হস্তাক্ষর! "হায় মজনু" বলিয়া,, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হইল। বৃদ্ধা অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া দেখিল, ঔষধ ধরিয়াছে!

মানুষ যাহা আশা করে, সকল সময়েই যদি তাহা সফল হইত, তবে জগতে দুঃখীর এ অশ্রু-প্রবাহ, নিত্য হাহাকার অনেকটা নিবৃত্তি লাভ করিত; কিন্তু বিধাতা বাম! তাই সকল সময়ে আশা ফলবতী হয় না, লায়লীরও আজ সেই দশা। এত আদরের, এত সোহাগের, এত পবিত্র শ্রীহস্তাঙ্কিত সঞ্জীবনী লিপিখানি পাইয়াও তাঁহার প্রাণের যাতনা কমিল না। কোথায় মজনুর সুশীতল প্রেম-মন্দাকিনী-নীরে অবগাহন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে পূতিগন্ধময় পাপ-পঙ্ক দেখিয়া লায়লী শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, একি! অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল কেন? লায়লী কাঁদিয়া ফেলিলেন;—"হায়, যার জন্য দেশ জুড়িয়া কলঙ্ক রটাইলাম, যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া নিশিদিন জীবনান্ত হইতেছি, তার এই ধারণা! নিশ্চয় মাতা-পিতার চক্রান্তে ইহা সংঘটিত হইয়াছে, নিশ্চয় আমার কপাল পুড়িবার আয়োজন হইয়াছিল।"

লায়লী, বৃদ্ধাকে বিদায় দিলেন। কুহকিনী বাহ্যিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। লায়লী পত্র লিখিবার জন্য তখন কলম কাটিতে বসিলেন। কিন্তু আজ তিনি হৃদয়ে যে বিষম আঘাত অনুভব করিয়াছেন, আজ যে চমকে তিনি আত্মহত্যা, তাহা তাঁহার জীবনবধের পথ; সুতরাং বিস্মৃতির ঘোরে কলম কাটিতে কাটিতে আপনার একটী আঙুল কাটিয়া ফেলিলেন! কিন্তু লায়লীর কি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ আছে? তিনি তো আপনার চিন্তাতেই পাগলিনী! অনেকক্ষণ পরে যখন দেখিলেন, অঙ্গুলী হইতে শোণিত স্রাব হইতেছে, তখন তাড়াতাড়ি একখানি পাতলা বস্ত্রখণ্ডে জড়াইয়া বিরহ-বিধুরা উত্তর লিখিতে বসিলেন।

"আমি
মরিব তোমারি তরে,
যখনি মরিতে হবে।
বাঁচিব তোমারি তরে,
যতদিন বাঁচিব ভবে।
আমারে দিয়ো না জ্ঞান,
ভেঙ্গো না আমার ভুল,
আমায় অধীনা ব'লে
বিঁধোনা ছলনা-হুল।"

"জীবিতনাথ! অধীনার নয়নরঞ্জন! আজ তোমার মুখে এ-কি কথা শুনিতেছি? আমি জানি, তুমি আমারই জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ; আমি জানি, এ উদাসীনতা আমারই জন্য; কিন্তু নাথ! এক আগুনে যে পুড়িতেছি; আবার কি তাহাতে আহুতি প্রদান করিলে? (হা দারুণ বিধাতঃ রে! এ জনম দুঃখিনীর প্রতি আর কঠোর নিগ্রহ কেন?) আমার ন্যায় হতভাগীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যে অভাগা আপনার জীবনকে তুচ্ছ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আজ পৃথিবীতে ধর্ম্ম জিনিষটার অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিতে তাহাকে আমি বঞ্চনা করিব? জগতের ঘরে ঘরে "কলঙ্কিনী" নামে পরিচিতা হইলাম; লায়লীর নামে নগরবাসী সহস্র অভিসম্পাত করিয়া থাকে, আজ সেই লায়লী হইয়া আমি, মজনু, তোমার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়াছি? আমি অবলা রমণী। আমি জানি—তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই আমার ধ্যান, তুমিই আমার সাক্ষাৎ দেবতা; কিন্তু স্বামিন্! আজ যে তুমি অসময়ে আমার পূজা ভাঙিতে আসিলে! এই লায়লী,—এই তাপিতপ্রাণা লায়লী, একমাত্র

তোমাকেই জানে। জগতে তাহার অন্য কামনা নাই, অন্য সাধনা নাই, সে তোমারই প্রেমের ভিখারিণী, অন্য কিছুই চাহে না। সে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া, চাঁদের কিরণ গায়ে মাখিয়া মরিতে সাধ করিয়া আছে; কিন্তু সে দিন কি কখনও আসিবে? ততক্ষণ কি চাঁদের আলো থাকিবে? প্রিয়তম! আর কিছু বলিতে চাহি না, কেবল এইটুকু মনে রাখিতে বলি, সত্য প্রেম সর্ব্বত্র সর্ব্বজয়ী।"

"একে তোমার দর্শনাশায় দিবানিশি জ্বলিয়া মরিতেছি, তাহাতে আবার এই পাপ-সন্দেহে, আমার হৃদয়-সিন্ধু বাতাহত বারিরাশির মত তরঙ্গায়িত হইতেছে,—আমি বিচলিতা হইয়াছি। তুমি প্রকৃতির সরল শিশুটির ন্যায় কাননে কাননে যে বিচিত্র মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া বেড়াইতেছ, আমি পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিণী—সে সুখ, সে তৃপ্তি কোথায় পাইব? বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ; তিনি আমাকে বিরহের আগুনে পোড়াইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন; সারা জীবনের অশ্রুসেচনে সে অনল নিভিবে না; সুতরাং পৃথিবীর নশ্বর সুখের জন্য আর আকুলতা পুষিব কেন?

"বসন্তের সেই প্রাণজুড়ানো হাওয়া, নব কিশলয়ের পুষ্ট সৌন্দর্য্য, কুসুমকুন্তলা কানন-রাণীর শ্যাম অঞ্চল, চাঁদের আলো, গাছের ফল, ঝরণার জল, এই সবগুলি মিলিয়া তোমার প্রাণকে জগতের স্বার্থান্ধতার সীমা হইতে অতি ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছে। পিক কুহু-তান-নিষেবিত শষ্পাবৃত শ্যাম-ভূমিতলে শীতল শিলাতটে উপবিষ্ট হইয়া তুমি সকালে-সাঁঝে পাপিয়ার যে অমৃতলহরী শ্রবণ করিয়া থাক, নিদাঘের মৃদু-মলয়ানলা-বাহিত বটচ্ছায়া-তলে বসিয়া তুমি যে বুলবুলের কণ্ঠসুধা পান করিয়া থাক, তাহা অপার্থিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিরদুঃখিনী লায়লীর গরল-তুল্য রাজভোগ অপেক্ষা, তোমার বনজাত ফলমূল অধিক সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর!

প্রকৃতি তোমার জন্য আপনা হইতে ফুল ফুটাইয়া রাখেন, বায়ু তোমার জন্য সতত সুগন্ধ বিতরণে মুক্তহস্ত, বৃক্ষ-লতা তোমার আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য সুপ্ত-সঙ্গীতে ধরণীবক্ষ মাতাইয়া দিতেছে, তুমি আনন্দে হাসিয়া-খেলিয়া ফিরিতেছ; তাই বলিয়া কি আজ অভাগী লায়লীর দুঃখে সহানুভূতির পরিবর্ত্তে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ? আমি নারী; কি করিব? মাতা-পিতার হস্তে বন্দিনী। স্বপ্নেও জানিতাম না, আজ এমন অতর্কিতভাবে আহত হইব। বিধাতা আমার সহায় ছিলেন, তাই ধর্ম্ম এবং মুখ রক্ষা হইল। একটা অঘটিত ঘটনার কাল্পনিক-সূত্রে ভবিষ্যতের গুহ্য-চিত্র অবলোকন করিতে পাইলাম। নতুবা মজনু, আজ তুমিও মরিতে, আমিও মরিতাম। জগতে একটা নিদারুণ প্রণয়-ঘাতকতার কলঙ্কিত স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইত। জীবনরঞ্জন! তোমাকে অধিক লিখিব না, তুমি যাহার অঞ্চলের নিধি, জীবনের জীবন, সে গরবিনী ইহ-পরকালে তোমারই। জগৎপাতা তোমাকেই আমার স্বামিরূপে ছন্মদান করিয়াছেন, জীবন থাকিতে পর-পুরুষ-স্পর্শ আমার পক্ষে মহা-পাপ। সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার সতীধর্ম্মের অপলাপ হইবে।

"জীবিতেশ্বর!

আমি জানি যদি তোমার এই পবিত্র প্রেমের উপাসনা করিতে করিতেই আমার পাপ-জীবনের অবসান হয়, তবে পরপারে আমার জন্য স্বর্গের সম্মোহন স্বর্ণ-সিংহাসন বিরাজ করিতেছে। আর যে কথা তুমি লিখিয়াছ, তাহা কার্য্যতঃ সত্যে পরিণত হইলে, অনন্ত নরকেও আমার স্থান কোথায়? এ কথা পালন করা দূরে থাক্, আমার মতে যে ইহা স্মরণেও পাপ হয়! আমি তোমারই প্রেমাধীনা; এ "জীবন-যৌবন-যমুনা" তোমারই রাঙ্গাচরণ ধৌত

করিবে—তুমি উপেক্ষা করিলে এ জগতে তাহার আর বাঁচিয়া ফল কি? প্রাণ তো একদিন যাইবেই;—না-হয় প্রেমের পূজাতেই শেষ হউক। বিধাতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন চিরদিন-ই আমাদের সুখ-দুঃখের অংশভোগী হইয়া থাকি; আর তৃষিত-নয়নে—আকুল-সন্ধানে, উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া আমরণ এইরূপ "লায়লী-মজনু"—নামে এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত অবস্থান করি। আমরা জগতে কাঁদিবার জন্য জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি,—হাসি আমাদের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই; কিন্তু মঙ্গলময় নিখিলনাথের এই শুভ কল্পনা সহ্য করিবার জন্য প্রাণকে দৃঢ় করিও,—কর্ত্তব্যের মহান্ পথ হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, কারণ, চারিদিকে পাপের রাজ্য সম্প্রসারিত; তোমার ঐ চরণের ধূলা এ প্রেমাধীনা পাগলিনীর জন্য রাখিও। একদিন-না একদিন তাহার এ সাধনের সফলতা—এ জীবনের কৃতার্থতা লাভের সম্পূর্ণ আশা আছে; হতাশ হইবার কারণ নাই। ইতি।

তোমারই প্রেমাধীনা—লায়লী"

তাড়াতাড়ি লায়লী পত্র শেষ করিয়া শিরোনামাঙ্কিত করতঃ একটি বিশ্বস্তা সহচরীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "কাননে আমার হৃদয়েশ্বর কএস অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার হস্তে এখনি এই লিপিখানি প্রদান করিয়া আইস।"

আজ্ঞামাত্র দাসী আপনার কর্ত্তব্য পালনের জন্য বনভূমিতে প্রবেশ করিল। অনেক অনুসন্ধানের পর সে একটী বৃক্ষতলে এক উদাসীনকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। অগ্রসর হইয়া দেখিল, মজনুর একটী অঙ্গুলী হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। ওষ্ঠ দুইটি ধীরে ধীরে,—অস্ফুটস্বরে "লায়লা"

"লায়লী" জপিতেছে। তদ্দর্শনে দাসী, মজনুকে চিনিতে পারিয়া কহিল— "মজনু! চাহিয়া দেখ, তোমার প্রিয়তমা লায়লীর পত্র আনিয়াছি।"

পাগল চক্ষু মেলিল। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "মজনু; একি? তোমার অঙ্গুলী হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে কেন?"

মজনু কহিলেন, "মা, সে কথা আর শুনিয়া কি করিবে? নিশ্চয় প্রিয়তমার আঙুল কাটিয়া গিয়াছে; তাই সুখ দুঃখের অংশের ন্যায় আমারও তাহার মত শোণিত-ধারা নির্গত হইতেছে।"

আশ্চর্য্যান্বিতা দাসী কম্পিত-দেহে পত্রখানি মজনুর হস্তে প্রদান করিলে, মজনু ধীরে ধীরে পত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। উদ্বেলিত হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল!

অতঃপর মজনু, পত্র পাঠে আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দাসীকে বিদায় দান করিলেন। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, মায়াবিনী বৃদ্ধার সরলতায় মুগ্ধ হইবার ফলেই তাঁহার এই আত্মগ্লানি! সেই অকপট বিশ্বাস-ই তাঁহার জীবনের অটুট ধৈর্য্য ভাঙিয়া দিয়াছিল, তাই তিনি মনে মনে বড় লজ্জিত হইলেন। শুনা গিয়াছে, ইহার পরে মজনু প্রণয়িনীর প্রেম-লিপিখানি অতি যত্নের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়া সন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রেমিক নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

হায় মজনু! দয়াময় আর কতদিনে তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন? কোন্‌দিন এ কঠোর ব্রতের পুরস্কার পাইবে? কে জানে সে দিন কত দূরে —কোন্ কালান্তরে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"লায়লী লায়লী বলি হইল নৈরাশ,
মজনু রৈল ছাড়িয়া নিশ্বাস॥"*

পিপাসার পর একবিন্দু জলও যেমন প্রাণ একটু ভিজাইয়া দেয়,—প্রেমের রাজ্যেও এই নিয়মের ব্যতায় হয় না; কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটা কথা আছে, সেটা তৃপ্তি। সে অল্প-বিস্তর মানে না, সে কেবল আপনার পেট ভরিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত;—পরের জন্য সে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করে না; যত কিছু নিজের জন্য। তাই তার লালসাও কিছু বেশী। মজনু প্রেয়সীর প্রেম-সঞ্জীবনী পত্রিকাখানি পাইয়া চিত্তস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন সত্য, কিন্তু যে প্রাণ—যে হৃদয়—সর্ব্বদা পুড়িয়া পুড়িয়া এ রহস্যময় জগতের প্রত্যেক রন্ধ্রে, কেবল "লায়লা" দেখিয়াছে, এ সংসারে যে তৃপ্তি জিনিষটা বুঝিবার অবসর না পাইয়া কেবল পিপাসা অর্থাৎ বিরহ বুঝিয়াছে তার আকাঙ্ক্ষা বেশী হইবার-ই কথা। ভাল-বাসার মত টান নাই। অনেক টান দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার মত একটানা

---

* উদ্ধৃত ছত্র দুইটী কবি দৌলত উজির কৃত "লায়লী-মজনু" নামক কাব্য হইতে গৃহীত হইল। কবির নিবাস চট্টগ্রাম। "দৌলত-উজির" প্রকৃত নাম নহে—উপাধি। ইঁহার পিতারও এই উপাধি ছিল। গ্রন্থখানি চমৎকার কবিত্বপূর্ণ। ১১৯১ মগীতে ইহা রচিত হয়। কবির প্রকৃত নাম "বাহরাম"। প্রাচীন বঙ্গীয় কাব্যরূপে এ গ্রন্থ রক্ষিত হইবার একান্ত যোগ্য।

"সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা" সপ্তম ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

টান আর দেখিয়াছ কি? সুতরাং মজনু বিশ্বাসের এ অকৃত্রিম পরাকাষ্ঠা পাইয়া—লায়লীর কোমল হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিলেন, এ সুখ-দুঃখময় বিরাট প্রান্তরে—এ বিশাল কর্ম্ম-সাগরে, প্রেমের এই নিভৃত কক্ষে 'আমি" এবং "তুমি"। "তুমি" কেন্দ্রের এই বিষম প্রাণস্পর্শী অধীরতায় মজনু, আজ পৃথিবীতে প্রেমের ইতিহাসে স্বর্ণ-সিংহাসন পাইয়াছেন।

আরতি চলিতে লাগিল, আর মন্ত্র,—সে মন্ত্রের কথা বলিব না। সে মন্ত্র বিরহের গান,—সে মন্ত্র বিশ্বাসের প্রেমের দেবতা-ভুলান উপহার! প্রাণের বন্ধন খুলিয়া, এই নগ্ন-সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির মুক্ত-ক্রোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, আজ যদি, তুমি আমি লায়লী-মজনুর দিকে মানস-নেত্রে তাকাইয়া দেখি,—তবে দেখিতে পাইব,—সুখ কি অমূল্য পদার্থ! তবে দেখিতে পাইব—সাত্ত্বিকতা কি! তবে দেখিতে পাইব—বিশ্বাস কি! তবেই দেখিতে পাইব—অকৃত্রিম অনুরাগ ও পবিত্র বন্ধন কাহাকে বলে! তাহারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমার-আমার জীবনের কি অপূর্ব্ব অবলম্বন! এ অবলম্বনের অপর দিকেই স্বর্গ! দুই দিকে দুই জনের হৃদয়; মধ্যে—উভয়ের অভিভাবকদের প্রাণের বেদনা; কাজেই এক দিকেও সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না। যাহা হইতেছে, তাহা প্রাণে প্রাণে,—কেহ জানিতেছে না—কেহ বুঝিতেছে না—কেবল বুঝিতেছে দুইজন!

যাক্, এখন আমরা একটু মজনুর বন্ধুবর্গের কার্য্যাবলী দেখিব। অনেকদিন তাঁহারা মজনুর আর কোন সংবাদ না পাইয়া একবার কাননে খুঁজিতে বাহির হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর দেখিলেন, রুক্ষকেশ দীর্ঘজটা, শোক-তাপ-প্রপীড়িত এক উদাসীন-মূর্ত্তি বৃক্ষতলে বসিয়া লায়লীর নাম উচ্চারণ করিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, মন অকাতর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। যেন অনাঘ্রাত পূজার ফুল চন্দনমাখা হইয়া,

নির্নিমেষে দেবতার চরণের দিকে চাহিয়া আছে,—এখনি যেন সে আপনাকে ডালি দিয়া ফেলিবে !

ধীরে ধীরে সকলে মজনুর নিকট উপবেশন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—"মজনু, আর কতদিন এমন করিয়া বনে বনে বেড়াইবে ভাই ? তুমি বাদশাহের ছেলে —ফকির সাজিয়াছ, আপনার মর্য্যাদা ভুলিয়া একমাত্র লায়লীকে জীবনের আরাধ্য করিয়া রাখিয়াছ, ইহা কি তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে ? সংসারে দেখিতে পাইতেছ, লোকে কেমন সুখে ঘরকন্না করিতেছে ; আর তুমি—বনে বসিয়া থাকিয়া, কেবল লায়লীর নাম লইয়া, এমন কোন্ ফললাভ করিতেছ ? লায়লী—সে একজন সামান্য সওদাগর-কন্যা। সে মানবী,—এমন কিছু সুন্দরী নয়। স্বর্গের ছবি নয় যে, তুমি তাহার জন্য আপনার জীবনকে বিসর্জ্জন করিয়াছ। চল, আমাদের সঙ্গে ফিরিয়া চল, কত লায়লী আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব। তুমি বুদ্ধিমান্। এমন আত্মহারা হইলে চলিবে কেন ? তুমি কি জান না, কত পরাক্রমশালী সম্রাট্ তোমাকে কন্যাদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন ? তুমি কি জান না, আরবের যাবৎ লোক তোমার শোকে আজ ম্রিয়মাণ হইয়া আছে ? তোমার মাতা-পিতারও জীবনের আশা খুব কম ; এমত অবস্থায় "লায়লী" "লায়লী" করিয়া নির্জ্জন প্রান্তরে থাকা কি তোমার সম্ভবে ভাই ? আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি,—তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে, এই সংবাদে আজ আরবে এক মহা সুখের তরঙ্গ উঠিতেছে। তোমার মাতা-পিতা পথপানে চাহিয়া নেত্রজলে বুক ভাসাইতেছেন। একমাত্র অঞ্চলের নিধি, মায়ের নয়নমণি, সান্ত্বনার অদ্বিতীয় উপাদান হইয়া, মজনু, তুমি আজ সকল কথা ভুলিলে ভাই ? এই শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত ; আর

বিলম্ব করিও না। আনন্দে আজ আমাদের সঙ্গে চল, মাতাপিতার অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

মাথার উপর যখন এত কথা হইতেছে, কাজেই মজনু একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। মজনু হয় তো ইহাই একটা অশুভ মুহূর্ত্ত মনে করিতেছিলেন; কারণ যে মুহূর্ত্ত লায়লীর নাম উচ্চারণ করিবার অবসর না পাইয়া অন্য কার্য্যে অতিবাহিত হইল, তাহা অশুভ বই কি!

মজনু বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ, ঐ উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ; ইহার মধ্যস্থানে যে পর্য্যন্ত লায়লী এবং মজনু বাঁচিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের যে-কোন উপদেশ বৃথা। যতদিন আকাশ লয় প্রাপ্ত হইবে না,—যতদিন ভূমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, ততদিন লায়লীর পাগল—লায়লীরই থাকিবে। উপরে একজন দেখিতেছেন; জীবন থাকিতে তাঁহার শুভ-কল্পনা আমি ভাঙ্গিব না। তোমরা টাকা-কড়ি পাইয়াছ,—বিপুল বিভব লইয়া সুখে থাকিতে পার; কিন্তু যে বিধাতা আমার অদৃষ্টে কেবল লায়লী ব্যতীত আর কিছুই দেখেন নাই, সকলেই আমরা সেই বিধাতার সৃষ্ট হইয়া, আমি কি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি? তিনি যদি সকলের প্রাপ্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়া, এই অনিত্য আনন্দধাম পৃথিবীকে আশু শান্তির ক্ষেত্র রচনা করিয়া, আমাদিগকে তাহাতে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তবে আমাকে কেন এত বকিতেছ ভাই? তোমাদের প্রাপ্য তোমরা পাইয়াছ;—আমার প্রাপ্য আমি পাইয়াছি। তোমাদের সুখ লইয়া তোমরা থাক; আমি আমার সুখ লইয়া আছি। যাহা আমার অদৃষ্টে নাই, অথবা যাহা লায়লী হেন বিভবের কাছে আমি তুচ্ছ বোধ করি, এমন বাদশাহী আমি প্রার্থনা করি না। লায়লী আমার প্রাণ; এ সুখের রাজত্ব ছাড়িয়া

তোমাদের বিসম্বাদময় সিংহাসন লইয়া কি করিব? আমি প্রেমের পদে বসিয়া মরিব, বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিব, তথাপি অর্থের অনুরোধে প্রেমকে বিক্রয় করিতে পারিব না।"

দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে এই কথা বলিয়া, পাগল বনের পথে বকিতে বকিতে চলিল; সকলেই তখন নিরাশ-হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধ্যা হইল। পূর্ণিমার স্ফুরিতাধর পূর্ণ-যৌবন চন্দ্রিমার ঢল ঢল মুখখান প্রকৃতির বক্ষে প্রতিফলিত হইল। ফুলের গায়ে ফুল পড়িয়া,—কলির গায়ে কলি ঢলিয়া, যেন দেখাদেখি করিয়া আপনাদের হৃদয়-ভরা যৌবনের সুবাসময় দ্বার উদ্ঘাটন করিতে লাগিল। আর তারাগুলি যেন আকাশের গায় বসিয়া তাই দেখিতে লাগিল! প্রকৃতির মদিরালস স্নিগ্ধ-গাম্ভীর্য্যে যৌবনের ছবি কেমন ব্যাকুলতার অভিসার মনে হইতেছিল! আকাশে চাঁদ হাসে চারি পাশে বন-জঙ্গলগুলিও হাসে; তখন বিরহী মজনুর কেমন ভাবান্তর বোধ হইয়াছিল। তবে কি সে একাই এ জগতে কাঁদবে?—না; তা কাঁদিবে না। ও হাসি আর এ ক্রন্দনে অনেক তফাৎ; ও হাসি অনেক দিনের হাসি; এ ক্রন্দন সাময়িক। এ ক্রন্দন থাকিবে না; ও হাসি থাকিবে। আমরা দুঃখিত হইলেও ও হাসিতে মিশিয়া, হাসির হাসিটুকু খুঁজিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিব।

মজনু, এ সব সহ্য করিতে পারিলেন। কারণ তিনি অভিশপ্ত প্রেমিক। তিনি কাঁদিয়াছেন অনেক,—এখন হাসির অপেক্ষায় আছেন। প্রকৃতি তাঁহাকে হাসির একটু পূর্ব্বাভাষ দিয়া আজ অভিভূত করিতে আসিয়াছেন,—যেন আশ্বাস দিয়া বুঝাইতেছেন—"বৎস! সুখ এ জগতে অনিত্য। আজ আমি হাসিতেছি—কালই কাঁদিব। তুমি তোমার

ধৈর্য্য হারাইও না। তোমার এ ক্রন্দনের মূল্য পৃথিবীর তাবৎ হাসির সমান নহে!"

মজনু, কত কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মল-নৈশবায়ু-সঞ্চারে শান্তিদেবী সস্নেহে তাঁহার অযত্নক্লিষ্ট দেহখানি কোলে তুলিয়া লইলেন। চারিদিকে সুখের রাজ্য সম্প্রসারিত হইল, চারিদিকে ফলে-ফুলে ভরিয়া উঠিল। আনন্দ-গীতিকার অমৃত-বর্ষিণী-ধারে ধরিত্রী অভিষিক্ত হইতে লাগিল। মজনু স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে লায়লী সুন্দর সাজে সজ্জিতা হইয়া ডাকিতেছেন। কেমন সুন্দর সে অঙ্গুলী সঙ্কেত,—কেমন সুন্দর সে চাহনি,—কেমন সুন্দর সে হৃদয়ের অস্পষ্ট ভাষা। তাহাতে এক স্বর্গীয় সুষমা ক্ষরিত হইতেছে,—তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় মধু ঝরিতেছে। এক কোণে, একপাশে দাঁড়াইয়া, সরলতার আধার—প্রেমের আধার—পবিত্রতার আধার লায়লী ডাকিতেছেন—"প্রাণেশ্বর! চিরদয়িত! মজনু! একবার চাহিয়া দেখ,—একবার দাসার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও, এই আমি আসিয়াছি, আর তোমায় ছাড়িব না। আর তোমায় জ্বালাইব না। এই আমি তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা চাহিতেছি; আমার জন্য—এ চির দুঃখিনী লায়লীর জন্য তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা মানুষের সাধ্যাতীত। নিশ্চয় প্রেমময় তোমাকে অমানুষিক শক্তি দান করিয়াছেন। তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।"

"কর কি,—কর কি লায়লী"—বলিয়া মজনু সেই লতা-গুল্ম-মণ্ডিত বন-বিতানে উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, কিছুই নাই। যেখানকার লায়লী সেখানেই আছেন, যেখানকার মজনু সেখানেই আছেন;—এতক্ষণ যাহা হইতেছিল, তাহা স্বপ্ন মাত্র! এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ব্যথিত অতিকষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া লায়লীর এ

ব্যর্থ মিলনের কথা,—আর হৃদয়ের সেই সযত্ন-রক্ষিত মুখখানির ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

আজ আবার পূর্ব্বদিনের মত সূর্য্য উঠিল। আবার সকাল, সন্ধ্যা সমাগত হইল। আজ আবার হর্ষ-বিষাদ ঘরে ঘরে দেখা দিল। মজনু সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতেছেন; কারণ আজ একবার প্রিয়তমার দর্শনের জন্য যাইতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। দিনে গেলে লোকে চিনিতে পারিবে, রাত্রিতে তা' পারিবে না; তাই এ প্রতীক্ষা!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মজনু বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তখনও বেশী অন্ধকার হয় নাই,—কেবল আবছায়া অন্ধকার পড়িয়াছিল মাত্র, বেশ লোক চেনা যায়।

যেই মজনু শহরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি দুষ্ট বালকগুলি ইট্ পাট্‌কেলের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল। পাগল আপনার ভাবে চলিয়াছেন, অলক্ষ্যে লায়লীর বাড়ীর নিকটস্থ একটা গলিতে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে লায়লীর বাসগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং অবসর বুঝিয়া ফকিরের ভাবে আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। লায়লী ভিতরে বসিয়াছিলেন। তিনি গলার স্বর শুনিয়াই তাঁহার প্রেমের পাগলকে চিনিতে পারিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে লায়লী নিম্নে অবতরণ করিয়া গোপনে মজনুকে লইয়া উপরের এক নিভৃত কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন; ফকির রাজসিংহাসন পাইল!

দুঃখের পর আজ খড়ের আগুনের মত একটু সুখ, হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং মর্ম্মের সে তীব্র হর্ষধ্বনি কথা দিয়া বুঝাইবার নহে,—হৃদয় দিয়া অনুভবের যোগ্য।

যাঁহারা প্রেমের নামে আপনাতে আপনাকে খুঁজিয়া পাইতেন না, যাঁহারা প্রেমের পরিবর্ত্তে পৃথিবীর বাদশাহী উপেক্ষা করিয়াছেন, যাঁহারা সুন্দর জিনিষের সৌন্দর্য্যে খাঁটি মনুষ্যত্বটুকু ডুবাইয়া দিয়া "আহা" "উহু" করিয়া কেবল অতৃপ্তি ও অ-পূর্ণতা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের চির-পিপাসাতুর জীবনে একটু সুখের স্পর্শ কেমন, আমরা তাহা কি বুঝাইব ?—পিপাসাতুরই তাহা জানে। সে তৃষ্ণা—সে আস্বাদন—কাব্য-শিল্প-শোভিত হইয়া আজও ঐ প্রকৃতির প্রতি পত্রে উদ্ভাসিত হইতেছে। ইহার নিবৃত্তি মনুষ্য-জ্ঞানের অগোচর, সুতরাং বিরহ আমাদের জীবন-সাথী। ইহাতে সুখের যে অপূর্ব্ব, অননুভূত কল্পলীলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে লীলা—সে স্বপ্ন বস্তুতঃই মোহকর। যদি তখনি তখনি মিলন হইত, তবে মিলনের কিছু মূল্য থাকিত না। যতক্ষণ সেই অসম্ভাবিত ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, ততক্ষণই সুখ। যদি মিলন হইল, তবে ঐটুকু অধীরতা আর থাকিল কই ? প্রেমের অত বড় উচ্চসম্মান আর টিকিল কই ?

যাহা হউক, এত দুঃখের মধ্যেও যখন "সুখ" নামক জিনিসটা সম্মুখে আসিয়াছে, তখন ইচ্ছা করিয়া কোন্ হতভাগ্য তাহাকে ছাড়িতে পারে ? লায়লী-মজনুও পারিলেন না। কাজেই কত প্রাণের কথা,—প্রেমের কথা, পলে পলে সেখানে ফুটিতে লাগিল,—তাহা আমাদের দুর্ব্বহ জীবনের অজ্ঞেয়বাদ।

মজনু কাতরস্বরে প্রিয়তমার হাত দু'টি ধরিয়া বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি ! না জানিয়া তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। বৃদ্ধার সরল প্রবঞ্চনা বুঝিতে না পারিয়া, অজ্ঞাতে তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি নিজেই অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা কর ; এ বিক্রীত জীবনের আর কি শক্তি আছে ?"

লায়লী কহিলেন,—"জীবনেশ্বর! দাসীর কোন অপরাধ লইও না; কর্ত্তব্য বোধে সত্য কথা বলিতে গিয়া আমি তোমার মনোবেদনার কারণ হইয়াছি বলিয়া লজ্জিতা হইতেছি। একে দুর্ব্বিষহ মনানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে আবার তোমার দারুণ অবিশ্বাস! আমি জানি, তুমি ভিতরের কথা জানিবার জন্যই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলে; কিন্তু প্রাণেশ্বর! এ হতভাগীকে তুমি অবিশ্বাস করিও না। প্রাণ থাকিতে সে তোমার প্রেম উপেক্ষা করিতে শিখিবে না।"

লায়লী নীরব হইলেন; এদিকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে মজনু লায়লার প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া প্রেমের আলাপে মগ্ন হইয়াছে, পাহারাওয়ালা তাহা বুঝিতে পারিল। সওদাগরের আদেশ ছিল, যেন মজনু তাঁহার বাটীতে আসিতে না পারে; কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইয়াছে! হয় তো এ কর্ত্তব্য-অবহেলার জন্য তাহার কঠোর দণ্ড হইবে। এই সকল ভাবিয়া সে আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য একবার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া লইল। কোষ-মুক্ত শাণিত তরবারি উজ্জ্বল দীপালোকে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল। দ্বারবান্ বজ্র কঠোর হস্ত উত্তোলন করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, —"হতভাগ্য পাগল! তোর এত সাহস? অগণ্য রক্ষী—সর্ব্বদা আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; তুই চোরের মত তবুও গৃহে প্রবেশ করিয়াছিস্! তোর কি জীবনের মায়া নাই? এই দেখ্ এখনি তোর মৃত্যু, আমার এই কাল-সহচর অসির মুখে সাধিত হইবে। কার সাধ্য তোকে রক্ষা করে?"

মজনু মনে মনে বিপদের বন্ধু বিপদহারীকে একবার স্মরণ করিলেন। দয়াময়ের আসন টলিল।

মদগর্ব্বিত মানব! কাহার উপরে অস্ত্রাঘাত করিতে যাইতেছ? করুণা-

নিধান স্বয়ং যাঁহার প্রহরী, প্রেমে যিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন, তোমার অস্ত্র তাঁহার কি করিতে পারে? তিনি তো মৃত্যুঞ্জয়ী! অথবা মৃত্যু, অসময়ে তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। এখানেও ঠিক সেই ঘটনা ঘটিল।

পাহারাওয়ালার হাত দু'খানি, প্রেমের প্রসাদে, প্রেমিকের সম্মানের জন্য বিধাতা যেন একেবারে কাঠের মত অসাড়—নিস্পন্দ করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় প্রহরী আপনার সমূহ বিপদ্ ও মজনুর প্রেমের উচ্চতা অনুভব করিয়া তাঁহার ঐশী-শক্তির নিকটে মস্তক অবনত করিল। সে কাতর-ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"শাহানশাহ্, দুনিয়ার মালিক,—অধীনের গোস্তাখী মাফ্ করুন; এতদিনে আমি জানিলাম যে, আপনি যথার্থ প্রেমিক। আপনার আসন প্রেমিককুলের শীর্ষস্থানীয়। আমি আপনার গোলাম; না জানিয়া এ কাজ করিয়া আপনা হইতে ফল পাইয়াছি। আর জীবনে এমন হঠকারিতার পরিচয় দিব না। আপনার আজ্ঞা, আজ্ঞাবহ ভৃত্য কখনও অবজ্ঞা করিবে না; দাস আপনার কেনা হইয়া থাকিল।"

প্রেমিকের হৃদয়, কাতরের কাতরতা কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? মজনু একবার উপর দিকে হাত উঠাইয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভো! এ" পাগলের হৃদয়-সর্বস্ব! অজ্ঞাত অপরাধের জন্য তুমি এ নিরপরাধকে ক্ষমা কর!"

প্রার্থনা শেষ হইতে-না হইতে আবার যেমন হাত তেমন হইল। লায়লা স্বচক্ষে মজনুর এ আশাতীত প্রেম-সাধনায় সাফল্য দেখিয়া আপনাকে গৌরবিনী বোধ করিলেন। যেহেতু এমন সিদ্ধপুরুষের প্রণয়িনী হওয়াও সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। আবার আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল। গলায়-গলায়

মিলিয়া—মুখে মুখ রাখিয়া দুইজনে হৃদয়ের আগুনে জল ঢালিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন, জানি না। এদিকে চতুর্থ প্রহর সমাগত দেখিয়া গোলযোগের ভয়ে বনচারী আবার বনের পথ ধরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"আজ রাত্রে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়।"

* * *

"দুঃখের মিলন টুটিবার নয়
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়!"

* * *

"নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে,
জগতের তরঙ্গ আঘাতে।"

বনের পাখী বনে উড়িয়া গেল;—প্রভাতের সেই আধ-অন্ধকারের মধ্যে পাগল মিশাইয়া গেল; লায়লী কাতর-হৃদয়ে অশ্রু-মোচন করিতে করিতে শয্যায় ঢলিয়া পড়িলেন।

তারপর অনেক দিন কাটিল; কিন্তু লায়লী বা মজনু কেহ কাহারও কোন সংবাদ পাইলেন না। কেবল ব্যথিত হৃদয়ে, নীরবের পূজা নীরবে চলিতে লাগিল।

ঘটনা প্রবাহে পড়িয়া,—কালের স্রোতে ভাসিয়া, মানব, কখন্ কোথায় উপনীত হয় তাহা চিন্তার অতীত। একদিন প্রভাতকালে মজনু তরুতলে বসিয়া স্থিরচিত্তে মহাপূজা করিতেছেন, এমন সময়ে কাননাভ্যন্তরে ভয়ানক বন্দুক গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মজনু, সেদিকে আর বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারিলেন না। তিনি আপনার ধ্যানে,—আপনার ভাবে, আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে ধরিত্রী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; শীতল তরুচ্ছায়াতলে মজনু, অৰ্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে তখনও সমাসীন! এমন সময় কে একজন ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন মজনুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ রাজোচিত, মুখশ্রী প্রফুল্ল, অথচ গম্ভীর; চোখ-মুখের গঠন দেখিলে সহজেই একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে।

মার্তণ্ডতাপে পথিকের মুখ রক্তবর্ণ, দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইলেও, মুখে কৌতূহলের ছায়া। তিনি মজনুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"তাপস! আপনার বিবর্ণ মুখশ্রী ও অযত্ন-বৰ্দ্ধিত অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিলে সহজেই আপনাকে একজন সম্রাট্-কুমার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এ গভীর অরণ্যে, এমন ফকিরের বেশে বিফল জীবন অতিবাহনের কারণ কি? দয়া করিয়া যদি আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন, তবে চিরবাধিত হইতাম।"

মজনু, নয়ন উন্মীলন করিয়া, সম্মুখে এক অপরূপ দেব-কুমার সদৃশ পুরুষকে, দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া, অনিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভাবিলেন, কে ইনি? এ গভীর অরণ্যে দ্বিপ্রহরের তীক্ষ্ণ আতপ-তাপে বিদগ্ধ হইয়া কেন প্রবেশ করিয়াছেন? এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারও কৌতূহল পরিবৰ্দ্ধিত হইল। তিনি প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"মহাত্মন্! আপনাকে দেখিয়া আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে; কে আপনি, এ গহন বন-ভূমিতে কেন প্রবেশ করিয়াছেন, অগ্রে

আমাকে তাহা জানাইতে পারিলে, ক্রমে আমার সমুদয় কথা শুনিতে পাইবেন।"

বিমুগ্ধ পথিক, ফকিরের পার্শ্বে সেই তৃণাচ্ছাদিত শ্যাম-ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন—

"তবে শুনুন। আমি সম্রাট্ নওফেল; অদ্য মৃগয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যূষে এই বিস্তৃত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত একটি জন্তুও শিকার করিতে সমর্থ হইলাম না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে একটি মৃগ আমার নয়নপথে পতিত হয়; কিন্তু আমি যতই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম, ততই সে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে আপনার পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। এখানে আসিয়া যখন আপনাকে দেখিলাম, তখন স্বতঃই আমার মন কৌতূহলাক্রান্ত হইল। এখন দয়া করিয়া বলুন, আপনি কে, কেন এ বিপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন; আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ে নানা ভাবের উদয় হইতেছে; আপনি অকপটচিত্তে সমুদয় খুলিয়া বলুন যদি এ দাসের দ্বারা আপনার কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে সে প্রাণপণে তাহা সমাধান করিবে।"

একাগ্র মনে মজনু, সম্রাটের সমুদয় কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি ক্ষণেকে মিশিয়া গেল;—ক্ষণেকে যেন মেঘের কোলে বিজলী মিলাইয়া গেল।

মজনু কহিলেন,—"নরপতে! আমার কথা আর কি শুনিবেন? আমি সম্রাট্ আব্দুল্লার সেই হতভাগা পুত্র কএস্,—সেই লায়লীর প্রিয় পাগল। আজ কতদিন হইল—ঠিক মনে নাই, আমি লায়লীর জন্য,—আমার প্রাণের সেই চির-শান্তিময়ীর জন্য, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

বিধাতা বাম; তাই এতদিনেও আমার অদৃষ্টে, "আমার লায়লী" জুটিল না। আমার অন্ধকার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিবেদন করিলাম। আর কিছু বলিবার নাই।"

"লায়লীর পিতা, আপনার স্থায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদানে বিমুখ কেন?"

"তাঁহার বিশ্বাস, আমি পাগল। আমার হস্তে কন্যাদান করিলে, তাঁহার গৌরবের লাঘব ভিন্ন বৃদ্ধি হইবে না।"

"ভাল! আপনার জনক-জননী ত এখনও জীবিত?"

"হাঁ।"

"আপনি এখানে এমন ভাবে আছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন কি?"

"হাঁ।"

"আপনি রাজত্ব-সুখকে কি চিরদিনের জন্য পদদলিত করিয়াছেন?"

"রাজত্ব,—রাজত্ব,—কিসের রাজত্ব? কে কার রাজা,—কে কার প্রজা? আমি পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছি। আমি প্রেমের উপাসনা করিতে করিতে মরিব; আমি ভালবাসার দাসত্ব করিতে করিতেই এ ঘৃণিত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিব। আমার অন্য কামনা নাই। অন্য কাহাকেও চাই না। চাই কেবল লায়লী;— চাই কেবল সেই পবিত্র প্রেমের পবিত্র প্রতিমা।"

পরদুঃখকাতর সম্রাট্, মজনুর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অমানুষিক প্রেম-সাধনার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি মজনুর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—"ভাই মজনু! শান্ত হও। আমরা সংসারী ব্যক্তি; নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা গমন করিতে হয়। তুমি

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছ; কিন্তু এ প্রকারে জীবন ক্ষয় করিলে সাফল্যের আশা নাই; বরং অনুশোচনাই তোমার লাভ হইবে। তোমার তৃষিত জীবনের করুণ ইতিহাস শ্রবণে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। তুমি আমার সঙ্গে চল; আমি, প্রাণ বিনিময়ে তোমার লায়লীকে তোমার হৃদয়ে আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব।"

সম্রাট্ নীরব হইলেন। মজনু, অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে,—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার এই হিতৈষী বন্ধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-চাতক যেন তখন কোন স্বপ্নময় দেশে শীতল জলের উদ্দেশে উড়িয়া গিয়াছিল।

সম্রাট্ মজনুর হাত ধরিয়া তুলিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মজনু তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

আজ মজনু আবার বুক বাঁধিয়া উঠিলেন। আজ জগতের প্রত্যেক বস্তু তাঁহার চক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমাকুলিত,—সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। যেন প্রত্যেকে আজ হৃদয়ের আবেগে উন্মত্ত। যেন প্রত্যেকে আজ জীবনের এক একজন সঙ্গিনী লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল। সকলেই যেন অনুরাগে মাতোয়ারা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্রাট্ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আশায়—আনন্দে রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন সম্রাট্ দরবারে আসিয়াই মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন,—"এখনই লায়লীর পিতাকে এই মর্ম্মে পত্র লেখ যে,—"আরবেশ্বরের পুত্র কুমার কএস আজ কতদিন হইতে লায়লীর প্রেমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু জানি না, আজ পর্য্যন্ত কেন তুমি এমন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হও নাই। যদি

মঙ্গল চাও, তবে অবিলম্বে কুমারের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবে। নতুবা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল।"

"যে আজ্ঞা,"—বলিয়া মন্ত্রী কুর্ণীশ করিতে করিতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রস্থান করিলেন। অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত দূত আরবে যাত্রা করিল।

মনের সুখে মজনু আবার রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া পথপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুকুলিত জীবনের কল্পিত আশা বারংবার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেছিল। তিনি কখন মালঞ্চের কাছে, কখন সরোবর তীরে, কখনও বা ফোয়ারাগুলির কাছে, স্বাধীন মৃগ-শিশুটীর মত আনন্দে ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে দিন বহিয়া যাইতে লাগিল,—এইরূপে পুরাতনের পার্শ্বে নিত্য নূতন আসিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল।

এদিকে দূত নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হইল; কিন্তু তাহার মুখে মজনু যাহা শুনিলেন, তাহাতে তিনি দ্বিগুণ নিরাশ হইলেন। কারণ লায়লীর পিতা মজনুর ন্যায় একটা উন্মত্তের হস্তে কন্যা তুলিয়া দিতে প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহেন। এমন কি তিনি এবম্প্রকার ঘৃণিত কার্য্য করা অপেক্ষা প্রাণ দেওয়া তুচ্ছ বিবেচনা করেন।

দূতের মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া সম্রাট্ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া সমরের আয়োজন করিতে বলিলেন। নগরে মহা কোলাহল উঠিল। রণবাদ্যে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সম্রাট্ স্বয়ং আজ অসি হস্তে বহির্গত হইলেন।

* * * * *

আরবের মরু-প্রান্তরে মহামেলা বসিয়াছে। সারি সারি শিবির পড়ায় নির্জ্জন প্রান্তর আজ যেন একটা বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়াছে।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘোর নিনাদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিতেছে। নগরের লোক অকস্মাৎ এ বিপদ্ দেখিয়া ভীত হইল ; কেহ বা প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিল। চারিদিকে ঐ একই কথা, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সমরের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইল।

সম্রাট্, প্রথমেই সৈন্যগণকে বিপণিগুলি আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। পঙ্গপালের মত সৈন্যগণ চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। সওদাগর স্বীয় বিপদ্ বুঝিয়া আপন সৈন্যদলকে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলিলেন।

তরবারির ঝক্‌মক্ চক্‌মকে, বন্দুকের মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জনে, সমরক্ষেত্রে অগণিত বীরদেহ শায়িত হইতে লাগিল। সওদাগর দেখিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে টিকিতে পারিতেছে না। অধিকাংশ গতাসু ;—অবশিষ্ট পলায়নপর ; কাজেই তিনি পলাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিংহ-কবলিত মৃগ পলাইতে পারিল না। সম্রাট্ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, পশ্চাদ্দিক হইতে হঠাৎ সওদাগরকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সৈন্যদলে বিজয়-বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

এইবার সম্রাট্, সওদাগরের পুরী আক্রমণের আদেশ দিলেন ; কিন্তু বলিয়া দিলেন ;—"একমাত্র লায়লীকেই আমি চাই ; অন্য কিছুই স্পর্শ করিও না।" আবার প্রমত্ত বীরবৃন্দ হুঙ্কার দিয়া ছুটিল। বেশীক্ষণ বিলম্ব হইল না ;—দেখিতে দেখিতে লায়লী সম্রাট্-শিবিরে আনীতা হইলেন। রুধিরাক্ত সৈন্যদলে ভীমরবে আর একবার রণবাদ্য নিনাদিত হইল। কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। শূন্যে, জলে, স্থলে সে ভৈরব গর্জ্জন প্রতিহত হইয়া একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল।

যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া সম্রাট্ হৃষ্টচিত্তে সওদাগরকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং লায়লীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

লায়লী, আনীতা হইয়াছেন, এ সংবাদে মজনুর আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি ভবিষ্যতের সেই শুভদিনের আশায়,—মিলনের সেই মধুর রজনীর স্মরণে অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে মজনুর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। মজনুও তাঁহার সম্রাট্‌-বন্ধুর নিকট অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

আবার এক ঘোর পরীক্ষা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। অবশ্য এ পরীক্ষার কথা,—এ বিষম সংবাদ মজনুর কর্ণগোচর হইল না।

এতদিন সম্রাট্‌, লায়লীকে দেখেন নাই; কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে,—পরস্ত্রী হইবার পূর্ব্বে আজ তাঁহাকে একবার দেখিতে সাধ করিলেন। সাধ পূর্ণ হইল; কিন্তু সাধে বাদ পড়িল। সম্রাট্‌, লায়লীর রূপে এতাদৃশ মুগ্ধ হইলেন যে, মজনুর সুদীর্ঘ বিরহ-সাধনার কথা তখন তাঁহার মনে উদয়ই হইল না। এমন কি মজনুকে নিহত করিয়া লায়লীকে তিনি গ্রহণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

নিরীহ মজনু,—নিরাশ্রয় মজনু,—বিরহ-কাতর মজনু, এ বিষম বিপদের কথা একটুও জানিতে পারিলেন না। রূপোন্মত্ত—মোহোন্মত্ত সম্রাট্‌ মজনুর জীবন হননের পরামর্শ করিতে মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন।

হায় প্রমত্ত সম্রাট্‌!—নায় নওফেল! বুঝিলে না, তুমি কি করিতে বসিয়াছ! তৃষিতকে জল দানের আশা দিয়া,—ক্ষুধিতকে অন্ন দানের প্রলোভন দেখাইয়া, আজ তুমি তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছ! যে হতভাগ্য বন্ধুর নিঃস্বার্থ উপকারের জন্য তুমি অগণ্য বীরের উষ্ণ শোণিতে সমর-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়াছ, আজ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া,—ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, কৃতঘ্নের মত অকুতোভয়ে তাহার প্রাপ্য

কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছ? যদি বুঝিলে না,—যদি পরিণাম চিন্তার অবসর পাইলে না, তবে অগ্রসর হও। দেখিবে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ভয়ানক! দেখিবে—সত্যের তেজ কেমন ধর্ম্মোজ্জ্বল! দেখিবে,—বিধাতা কেমন ন্যায়বিচারক!

মন্ত্রী সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিলেন—"জাঁহাপানাহ্! মজনু, একটা গৃহহীন ফকির; লায়লীর ন্যায় সুরসুন্দরী কখনই তাহার উপযুক্ত নহে। আপনি আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকা, সেই স্ত্রীলোকটিকে আহ্বান করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলুন; সে এই মুহূর্ত্তে মজনুর জীবননাশের আয়োজন করিয়া দিবে।"

আজ্ঞামাত্র কিঙ্করী উপনীতা হইল। সম্রাট্ কহিলেন,—"পরিচারিকে! আজ নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াই তোমার শরণাগত হইতেছি। দেখ—আমি লায়লীর জন্য উন্মত্তের মত হইয়াছি। খাওয়া, পরা, শোয়া, বেড়ান, রাজকার্য্য কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু মজনুকে আমি আশা দিয়াই রাখিয়াছি, এ কথা তুমি জান। এখন তোমাকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলি। যাহাতে মজনু এহেন নারীরত্নে বঞ্চিত হয়,—যাহাতে কৌশলে তাহার জীবন নষ্ট করিতে পারা যায়, তুমি এখন তাহাই কর। আমি যাবজ্জীবনের জন্য তোমায় সুখী করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এতদ্ব্যতীত তুমি যাহা পুরস্কার চাহিবে, তাহাই পাইবে। বল, কি করিলে বাসনা পূর্ণ হইবে?"

সম্রাটের কথা শুনিয়া পাপ-কল্পনা-প্রণোদিতা ব্যাভিচারিণী আনন্দে গলিয়া গেল। এমন সুযোগ তাহার জীবনে কোন দিন ঘটিবে, এ আশা সে স্বপ্নেও মনে করে নাই। হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে কহিল,—"নরপতে! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দাসী সফলকাম হইতে পারে। সামান্য কার্য্যের

জন্য আর আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি অতি সহজেই তাহার বিবাহের সাধ মিটাইব।"

"খুলিয়াই বল না, সে সুযোগ কি?"

"বিবাহ-সভায় সকলে অধিষ্ঠিত হইলে, আমি শরবত পরিবেশন করিতে থাকিব। মজনু এবং আপনার জন্য পৃথক্‌ভাবে দুইটী গ্লাসে শরবত প্রস্তুত করিব। মজনুর শরবতের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই তীব্র হলাহল সংযোগ করিয়া রাখিব। তারপর ক্ষণকালের মধ্যে যাহা ঘটিবে, তাহা তখনই দেখিতে পাইবেন।"

দাসীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া সম্রাট্ নিরতিশয় প্রীত হইলেন। তখনই বহুমূল্য পুরস্কারে তাহার উৎসাহ-বর্দ্ধন করিয়া সানন্দে বিদায় দান করিলেন।

এ দিকে মজনুর বিবাহ হইবে বলিয়া নগরে ধূম পড়িয়া গেল। ক্রমে বিবাহের দিন সমুপস্থিত হইল। নগর-তোরণে সুধা-বর্ষি নহবৎ বাজিতে লাগিল। গৃহে গৃহে,—পথে ঘাটে—কূলে কূলে—পত্রে পত্রে ছাইয়া পড়িল। উৎসবের ঘোর কোলাহলের মধ্যে বসিয়া মজনু, আপনার বিগত জীবনের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ধূম্রোদগারী আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। রাজপুরী, বৈজয়ন্তে পরিণত হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে মন্ত্রী, অমাত্যগণ সহ আসিয়া মজনুকে বরের পরিচ্ছদ পরিধান করাইতে লাগিলেন। ওদিকে অন্তঃপুরে মেয়েদের কলহাস্যের মধ্যে লায়লীর বেশ বিন্যাস আরম্ভ হইল।

নীল, লাল, সবুজ, বেগুনে প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে সভা-মণ্ডপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। কারু-কার্য্য-খচিত

কোমল ফর্সের উপরে একদিকে উচ্চ মাণিক্য-মণ্ডিত স্বর্ণ সিংহাসনে সম্রাট্ ও মজনু বসিয়াছেন। অমাত্যগণ চারিদিকে ঘেরিয়া আছেন; এমন সময়ে শরবত পরিবেশন আরম্ভ হইল।

সম্রাট্ ও মজনু হৃষ্টচিত্তে শরবত পান করিলেন। বিবাহের ঘটা পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে; হঠাৎ সম্রাট্ সেই সিংহাসন-তলে ঢলিয়া পড়িলেন। অস্থির-চিত্তে সকলে আসিয়া সম্রাট্কে তুলিলেন; কিন্তু আর সময় নাই। তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ, শোণিত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তীব্র বিষপানে যে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, হাকিমেরা একবাক্যে তাহাই বলিলেন। অনেক চেষ্টা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অলঙ্ঘনীয় নিয়তির নীতি পরিবর্ত্তিত হইল না। বিবাহ-সভা শোক-সভায় পরিণত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।"

*　　　*　　　*

"সকালে ফুটিছে সুখ-দুখ-লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা!"

"এবং পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহার কাল উপস্থিত হইলে, অবকাশ দান করেন না"—কোরআন শরীফ। সুরা মোনাফেকুন; ১১ আয়েত ২ রুকু।

বিবাহের এ বিষময় পরিণাম দর্শনে মজনু নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ বাদশাহের অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় তিনি আরও কাতর হইলেন। পাপ-প্রবৃত্তি-তাড়িত, ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন, নীচাশয় বন্ধুর মৌখিক সারল্যের অন্তরালে যে ভয়ানক ষড়যন্ত্র ছিল, এতদিনে প্রেমোন্মত্ত মজনু তাহা বুঝিতে পারিয়া দয়াময় করুণানিধানকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিলেন। জগতের এ ভীষণ স্বার্থান্ধতা, তাঁহার জীর্ণ হৃদয়ে সহস্রবার প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল।

হতভাগ্য মজনু হৃদয়ের উন্মাদনায় আবার আত্মহারা হইয়া বনের দিকে ছুটিলেন। কোলাহলময়,—বিসম্বাদময় জগতের ঘৃণিত ভদ্রতা, তাঁহার জীবনকে নূতন শিক্ষার পথে দীক্ষিত করিল। আবার "লায়লী" "লায়লী" করিয়া রোদন করিতে করিতে ছুটিলেন। ঐশ্বর্য্য,—লজ্জা,—সুখের বাসনা, কিছুতেই আর সে সৌন্দর্য্য-পিপাসু-হৃদয় বাঁধিতে পারিল না। লায়লীর সেই কমনীয় মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে চলিলেন। তখনও হতাশ হইলেন না;—তখনও নিরুদ্যম হইলেন না; আশায় বুক বাঁধিয়া

আবার যেন অকূল বিরহ-সমুদ্র অতিক্রমের আয়োজনে লিপ্ত হইলেন। জগতের টান,—মাতা পিতার স্নেহ,—বন্ধুদলের সরল ভালবাসা কিছুতেই সে গতিরোধ করিতে পারিল না। কারণ মজনু জানিতেন—

"ও রূপের কাছে চিরদিন—

এ ক্ষুধা জাগিয়া র'বে!"

তাই আর কিছুতেই বনের মজনু—সংসারের মজনু হইলেন না। বন্ধনহীন—কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত তিনি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়নাভিরাম ফুল-বনে প্রবেশ করিয়া শীতল বৃক্ষচ্ছায়া তলে আপনার দুরদৃষ্টের কথা,—লায়লীর অবস্থান্তর ও আশার নিরাশ হইবার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

নিকটেই উদ্যান-রক্ষক ফলদল পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত ছিল। সে দেখিতে পাইল—একজন অপরিচিত পথিক বৃক্ষতলে অৰ্দ্ধ নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া আছেন। মালী, নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি। কাজেই তাহার পথিককে দেখিয়া কিছু আশার সঞ্চার হইল। মজনু তখনও স্থিরচিত্তে ভাবিতেছিলেন,—

"একটী বিন্দু জীবন-অমৃত

কে গো দিবে এই তৃষিতে!"

দরিদ্র, অশিক্ষিত মালী, মজনুর বাহ্যিক পরিচ্ছদাদি দর্শন করিয়া তাঁহাকে সহজেই একজন বড়লোক বলিয়া চিনিয়া লইল। সে উদর-চিন্তায় ব্যাকুল। পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণে অক্ষম। সুতরাং মজনুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিবেদন করিল,—

"মহাশয়! আমি অত্যন্ত দরিদ্র। এই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণে যে কিছু লাভ হয়, উহাতেই কায়ক্লেশে সপরিবারে জীবন ধারণ করি। আজ তিন দিন আমরা উপবাসী। কারণ গৃহে অন্ন-সংস্থান আদৌ নাই। যদি

দয়া করিয়া এ দীনহীনের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করিতেন, তবে যথেষ্ট উপকার হইত।"

উদ্যান-পালকের দুঃখের কথা শুনিয়া দয়াদ্র-চিত্ত মজনুর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় কটিবন্ধ হইতে বহুমূল্য শালখানি খুলিয়া তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ! এই লও,—এই মহামূল্য শালখানি বাজারে বিক্রয় করিয়া তুমি আনন্দে কালযাপন কর।"

মজনুর কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত মালী হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বাজারের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

*   *   *   *   *

অন্ধকার রাত্রি,—ঘোর অন্ধকার;—অন্ধকারের গায়ে অন্ধকার মিশিয়া জগতকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মেঘের উপর মেঘ,—তাহার উপর মেঘ,—পুঞ্জীকৃত হইয়া পৃথিবীকে ঘোর নরক-রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, মজনু, জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, উন্মত্তের মত আবার গভীর অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কখন বা পড়িতেছেন, কখন বা উঠিতেছেন, কখন বা কণ্টকাকীর্ণ বন-রাজির তীক্ষ্ণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া শতগ্রন্থিময় দেহবাস আরও সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে; কিন্তু সে দিকে তাঁহার ভ্রমেও দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না। সে দুর্দ্দম প্রেম-প্রবৃত্তি যেন তাঁহাকে কোন অজ্ঞাত দেশে আজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি যেন ভাবিতেছিলেন—

"আর, আপন ভাবনা, পারি না ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার!"

লক্ষ্যহারা মজনু, সেই নিভৃত নিশীথের বক্ষভেদ করিয়া অলক্ষ্যে

ছুটিতেছেন। তখনও সে গতির বিরাম নাই। তিনি লায়লীর চিন্তায় তখন অধীর ; কাজেই অন্য দিকে মনসংযোগের সময়ও ছিল না।

সেই নির্জ্জন কাননের মধ্যে তপস্বীবেশী এক জন লোক উপাসনা করিতেছিল। মজনু, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পান নাই। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক মনের বিকারে—কি চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। তপস্বীবেশী পুরুষ দেখিতে পাইল—একজন মনুষ্য তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই এমন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য অন্ধকে তদীয় ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিদান দিবার জন্য রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল—

"অন্ধ! এই ঘোর অমানিশার রাত্রে কে তুই এই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্? তুই চোর,—দস্যু। দেখিতেছিস্ না, একজন সাধু উপাসনা-নিরত আছেন? তোর অঙ্গের জীর্ণ বস্ত্রাদি দেখিলে সহজেই তোকে একজন পরস্বাপহারী বলিয়া প্রতীত হয়। সত্য করিয়া বল্,—কে তুই? কেন এ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্?"

আত্মাভিমানী কপট ফকিরের তীব্র বাক্যবাণ আর মজনু সহ্য করিতে পারিলেন না। দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"স্বার্থান্ধ! আমি সামান্যা একজন মানবীর প্রেমে এত উন্মত্ত হইয়াছি যে, জগতে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না,—এক লায়লী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। আর, তুই জগৎপাতার অপার প্রেম-সমুদ্রের অধিকারী বলিয়া গৌরব উপার্জ্জন করিতে চাহিয়া,—একজন মানব তোর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল কি-না,—সেই দিকে দৃষ্টি! তুই কপট! তুই পবিত্র প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝিবি? যে ব্যক্তি দয়াময়ের প্রেম-পারাবারে ডুবিয়া গিয়াছে, সে তাঁহাকে দর্শন, তাঁহাকে আদর, তাঁহার প্রেমে মগ্ন থাকিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের আয়োজনেই সময় পায় না। সে জগতের দিকে,—আপনার

দিকে ফিরিয়া চাহিবার কখন অবসর পায় ? যথার্থ সাধুর মুখে তোর ন্যায় বালকোচিত কথা উচ্চারিত হইতে পারে না। তুই প্রেমের মর্য্যাদা—প্রেমের আস্বাদ—প্রেমের নিত্যসুখ এখনও অনুভব করিতে পারিস্ নাই। তোর অবস্থা এবং তোর কথায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যা'—গৃহে ফিরিয়া যা'; কপট,—আত্ম-গৌরবাকাঙ্ক্ষী উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত করিতে চেষ্টা কর্; তারপর এ অরণ্যে আসিয়া উপবেশন করিস্। মনে রাখিস্,—কেবল অরণ্যে আসিয়া বসিলেই প্রকৃত সাধু হওয়া যায় না, এখনও তোর প্রভূত আত্মজ্ঞান রহিয়াছে; এখনও তুই প্রবৃত্তির দাস; এখনও অহঙ্কার তোর হৃদয়ের অলঙ্কার! যতদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত দূর না হইবে, ততদিন তোর মত ভণ্ডের গৃহে বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ; ততদিন তোর কাছে সেই অপার সুখের চির-মধুময় সাধনদ্বার রুদ্ধ। সুতরাং তোর গৃহস্থাশ্রমই এক্ষণে প্রশস্ত। এ ব্রহ্মচর্য্য—এ কাপট্য পরিহার কর। আগে মনটাকে শুদ্ধ করিয়া আয়; তারপর সে নিত্য-প্রেমের শান্তি-নিকেতনে অবস্থান করিয়া গৌরব অনুভব করিস্।"

সিদ্ধ-প্রেমিকের জ্বলন্ত কথাগুলি শুনিয়া হতবুদ্ধি ফকির, মজনুর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইল। মুহূর্ত্তের ফকিরি মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গেল। মজনুও, স্বচ্ছন্দচিত্তে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সে রাত্রির মত তরুতল আশ্রয় করিলেন।

মানব স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। তাহাতে আবার সংসারের নিদারুণ নিষ্পেষণে দিক্‌ভ্রান্ত! তাই জীবন-সংগ্রামের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সময় অনেকেই আত্ম-সংযমে অসমর্থ হয়। কিন্তু মজনুর অবস্থা স্বতন্ত্র। তিনি জ্বলিয়া জ্বলিয়া অঙ্গার হইয়াছেন, তিনি পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটি হইয়াছেন; সুতরাং সহজেই মনের কথা মনে লুকাইয়া, সেই জনমানবহীন তরু-

লায়লী আজ ফুলের বাণ হাতে করিয়া ফুল বাণা সাজিয়া
আসিয়াছেন। ১৩৩ পৃষ্ঠা

মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

মর্ম্মর বনভূমিতে প্রস্ফুটিত প্রসূনদলের মধুর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে ধরাতলে তন্দ্রামগ্ন হইলেন।

তখন মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। নিবিড় কাননের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকে হিংস্র জন্তু সকলের গভীর গর্জ্জন সমুত্থিত হইতেছিল। কিন্তু পরিশ্রান্ত মজনু, লায়লীর চিন্তা বুকে লইয়া শান্তিময়ী নিদ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন,—ফুলের সাজে সজ্জিতা হইয়া,—ফুলের বাণ হাতে করিয়া, লায়লী আজ ফুলরাণী সাজিয়া আসিয়াছেন। লায়লীর অধরে মধুর হাসি, চোখে নবীন জীবনের অবোধ ভাষা; শরীরের প্রতি অঙ্গে যৌবনোচ্ছ্বাস। সে ললিত দেহলতিকা হেলিয়া-দুলিয়া মজনুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—যেন লতা আসিয়া তরুর সহিত বুকে বুকে বাঁধিতে চাহিতেছে! যেন ইঙ্গিতে মজনুকে আহ্বান করিতেছে; যেন হাসিতে মজনুকে আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে। তৃষিত মজনু, সে নীরব নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুকুলিত মনে "বেহেশ্‌ত" নামিয়া আসিল, হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল,—যেন সত্যসত্যই আজ জাগিয়া উঠিয়া তিনি লায়লীকে—তাঁহার মানস-রাণীকে তেমনি সাজে দেখিতে পাইবেন! মুগ্ধ মজনু আশার আবেশে হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু মরীচিকা মিশাইল—সোনার স্বপ্ন টুটিয়া গেল,—ক্ষণবিলাসিনী কল্পনা জীবনপটে একটু সুখের রঙিন রেখা টানিতে না টানিতেই যেন গভীর হাহাকারে তাহা ডুবিয়া গেল! তিনি হতাশ হৃদয়ে সেই অন্ধকার-পরিবেষ্টিত ঘন-বিটপীরাজির তলে আকুল আর্ত্তনাদে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু কে সে আর্ত্তনাদ শুনিবে? আজ কোথায় লায়লী, কোথায় মজনু! কেহ সে আর্ত্তনাদ শুনিল না;—শুনিল কেবল দশদিক্।

লায়লী-মজনু।

শান্তিই মানবজীবনের সুখ ;—শান্তিহারাই জগতের চির-অসুখী ; আমাদের বিরহ-কাতর মজনু, অনেক দিন হইল সে শান্তি হারাইয়াছেন, আজ জগতের পথে, নগণ্য একটা ধূলি-কণার মত তিনি এদিকে-ওদিকে পরিচালিত হইতেছেন। জগতে তাঁহার দুঃখ বুঝে, আজ এক লায়লী ব্যতীত এমন আর একটা প্রাণীও নাই। তিনি লায়লীর পাগল;—লায়লী তাঁহার পাগলী। সুতরাং নিশীথের সে নিভৃত-মন্দিরে পাগল আবার পাগলীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে রাত পোহাইয়া গেল ;—গাছে গাছে কোকিল কুহু কুহু করিয়া উঠিল, ফুলে ফুলে ভ্রমর গুন্ গুন করিয়া গান ধরিল। প্রশান্ত আকাশের কপোলদেশ সিঁদুর দিয়া সাজাইয়া দিয়া, আর একদিকে দিবাকর হাসিয়া উঠিলেন।

এখন পাঠককে একবার আমরা লায়লীর কথা বলিব। জন্মদুঃখিনী লায়লী, কল্পনাতীত সুখের অভাবনীয় পরিণাম দেখিয়া, সেই বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। শূন্য মনে আজ আবার সংসারের পথে একাকিনী বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইতেছেন,—কে আশ্রয় দিবে,—তাহা কিছুই ভাবিলেন না। প্রেমের মধুময়—মোহময় চিত্র দেখিতে দেখিতে,—ভালবাসার তীব্র উন্মাদনায় প্রলুব্ধা হইয়া, বাহিরে চোখের জল ও বুকে মজনুর সুন্দর মুখখানি কল্পনা করিতে করিতে চলিলেন! পাগলিনী লায়লী, এবার যেন মহাযাত্রা করিলেন; কখন উদাস নয়নে পশ্চাতের দিকে চাহিয়া, কখন নির্জ্জন প্রকৃতির প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে, এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তরুতলে উপবেশন করিলেন। আর অন্তিম-আশার প্রবল মর্ম্মপীড়নে, অনশনে—অনিদ্রায় বসিয়া অশ্রুধারে বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

তারপর আকাশে কত চাঁদ উঠিল, কত পাপিয়া মধুর তানে ধরিত্রীর

পোড়া-প্রাণে বিহ্বলতা ঢালিয়া দিয়া গেল, কত ফুল ফুটিল, লায়লী তাহা চোখ তুলিয়া দেখিতেও সময় পাইলেন না। কেবল প্রেমের উপাসনা করিয়া,—মজনুর কথা চিন্তা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সে মুখে আর প্রফুল্লতা নাই,—সে দেহে আর যৌবন নাই,—সে হাসি আর ফুটিয়া উঠে না; উঠে কেবল হা-হুতাশ,—উঠে কেবল দীর্ঘশ্বাস।

এইরূপে অনাথিনী বেশে, আলুথালু কেশে, লায়লী সেই নিবিড় বনে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সম্রাট্ নওফেলের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ আরবের গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল। সওদাগর, এ সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইয়া, সেই দিনেই বহুসংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে লায়লীর উদ্দেশে চলিলেন।

বিধাতার মনের কথা বিধাতাই জানেন। কিসে কি হইবে, আমরা তাহার কি বিচার করিব? সওদাগরকে আর বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। তিনি দেখিতে পাইলেন,—লায়লী, কোলাহল-মুখরিত পৃথিবী হইতে আজ আপনাকে সরাইয়া আনিয়া নির্জ্জন প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

দুঃখের পর সুখ অতীব মর্ম্মস্পর্শী! অধীর পিতা, কন্যার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। সস্নেহে বুকে তুলিয়া উষ্ট্রযানে উঠাইয়া দিলেন।

সারি সারি উট। উটের পাছে উট! এই প্রকারে উষ্ট্র-বাহিনী, ধীরমন্থর গতিতে আরবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিয়া আসিল। ক্রমে বনভূমি উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে ঘোর অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল। সওদাগর, এ হেন দুর্ভেদ্য অন্ধকার দর্শনে, উষ্ট্রচালকগণকে সাবধান করিয়া কহিয়া দিলেন,—"সকলে সারি বাঁধিয়া

চল ;—কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিও না। আর লায়লীর উষ্ট্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে ;—কোন প্রকারে যেন এদিক-ওদিক হইতে না পারে।"

লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার জীব-প্রীতি কি অদ্ভুত! আমরা অল্পবুদ্ধি মানব সে রহস্যের কি বুঝিব? তিনি আছেন,—এই অন্ধ বিশ্বাসই আমাদের পক্ষে শুভফলপ্রদ এবং মঙ্গলময়,—এই আশাই আমাদের তাপিত জীবনের সান্ত্বনার বাণী। —তাঁহার ইচ্ছা স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

আনন্দে পথ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ লায়লীর উষ্ট্র অলক্ষ্যে যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। উন্মনা পরিচালকবৃন্দও তাহা অনুভব করিতে পারিল না। তাহারা হৃষ্টচিত্তে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। এদিকে নিদ্রিতা লায়লীকে লইয়া উষ্ট্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। বালসূর্য্যের হিরণ্ময় কিরণে আবার পৃথিবী সুপ্তোত্থিতার মত চোখ মাজিতে মাজিতে জাগিয়া উঠিল। লায়লীও জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু এ কি?—কোথায় কোলাহলপূর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্গ-মহাল, আর কোথায় নির্জ্জন বনভূমি! লায়লী মনের দুঃখে ফুলিয়া ফুলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলন। বিপদের উপর বিপদ পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে লায়লী হঠাৎ এক শোক-তাপ-প্রপীড়িত জটাচীরধারী শীর্ণকায় পুরুষকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া কথঞ্চিৎ আশান্বিতা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "কে লোকটি?—একবার জিজ্ঞাসা করিয়াই দেখি না কেন?" এইরূপে মনের কথা মনে রাখিয়া লায়লী, উদাসীনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহানুভব! আপনার শারীরিক গঠন দেখিলে, একজন দেব-কুমার বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু এমন ভাবে কেন আপনি ব্যর্থযৌবন অতি-

বাহিত করিতেছেন,—জানিবার জন্য এ দুঃখিনীর একান্ত আগ্রহ হইয়াছে। দয়া করিয়া পরিচয় দিয়া কৃতার্থ করুন।

—"সুন্দরি! সে কথা আর তোমাকে বলিয়া কি হইবে? আমি যে রত্নের কাঙাল, কে আমাকে সে রত্ন মিলাইয়া দিবে? আমি হতভাগা মজনু—আমি লায়লীর পাগল। এ জগতে "আমার লায়লীকে" বুঝি আমি আর পাইলাম না!' এ জগতে বুঝি আর সাক্ষাৎ হইল না!"

কথাগুলি বলিতে বলিতে উন্মাদের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আর কিছু মুখ ফুটিয়া বলিবার শক্তি হইল না: উন্মাদিনী লায়লী, মজনুকে—তাঁহার জীবনের প্রিয় সহচর;—তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে সাক্ষাতে দেখিতে পাইয়া, উচ্চ হইতে মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বলিলেন—

"মজনু—মজনু—প্রিয়তম! একবার মুখ তুলিয়া চাও; এই দেখ, তোমার সম্মুখে তোমার দাসী—তোমার লায়লী আজ দাঁড়াইয়া আছে; প্রাণেশ্বর! মজনু! চিরদয়িত! এস হে, একবার ফিরিয়া চাও;—আজ তোমার প্রাণ ভরিয়া তুমি লায়লীর সহিত বিহার কর। আজ তোমার বিশুষ্ক হৃদয়-মরুতে আবার জল সিঞ্চন কর। দেখ প্রাণনাথ!—এই দেখ,—আজ আমি আসিয়াছি,—আজ তুমি আমার সকল অপরাধ ভুলিয়া যাও,—আর আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না; আর আমি তোমায় একেলা সংসার পথে ভ্রমণ করিতে দিব না। আজ গত জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেল!

"কে—কে—লায়লী? তুমি লায়লী? আসিয়াছ?—না, না, ভুল;—সমুদয় স্বপ্ন! লায়লী কোথা হইতে আসিবে! কোথায় লায়লী?—এই ত আমিই লায়লী! না, না, না, লায়লী কখন আসিতে পারে না।

এ কি? ইন্দ্রজাল? কোথায় লায়লী,—কোথায় তুমি!—সত্য তুমি আসিয়াছ? না, না,—কেবল ছলনা,—কেবল স্বপ্ন!"

বলিতে বলিতে পাগল অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ব্যথিতা লায়লী, সযত্নে মস্তকটি কোলে তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দিয়া চোখে-মুখে বাতাস দিতে লাগিলেন। প্রকৃতির নির্জ্জন নিকুঞ্জে আজ সত্য-প্রেমের মাধুরী সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে মজনু চেতনা লাভ করিলেন। কিন্তু আবাব নানা প্রকার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। অধীরা লায়লী সেই ধূলি-ধূসরিত দেহটী বক্ষে জড়াইয়া, নূতন জগতের নূতন চিত্রপট দেখিতে লাগিলেন। যেন পবিত্রতা আসিয়া প্রেমকে আলিঙ্গন করিল, যেন দয়া আসিয়া পতিতকে কোল দিয়া তুলিল।

লায়লী বলিলেন,—"প্রাণেশ্বর! আর অবিশ্বাস করিও না; এই আমাকে স্পর্শ করিয়া দেখ;—এই আমাকে চক্ষু মেলিয়া দেখ। দেখ—সত্যই আমি আসিয়াছি। আর তুমি ভুলের রাজ্যে দিশাহারার মত ছুটিয়া বেড়াইও না। তোমার জীবনের সঙ্গিনীকে আজ তুমি আবার জীবনের সহিত বাঁধিয়া লও! আর আমি তোমায় ছাড়িব না,—আর আমি তোমায় জ্বালাইব না। তুমি আজ সকল অপরাধ ক্ষমা কর; একবার সদয় হইয়া চাও!"

"কে তুমি?—লায়লী? আসিয়াছ? বেশ! বেশ! জীবনের শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছ? দেখিয়া লও; তোমার প্রেমের পাগলকে জন্মের শোধ দেখিয়া লও; দেখিও প্রিয়তমে! ওপারে যাইয়া যেন ভুলিও না। আর বেশী দিন দেরী নাই। আর পৃথিবীতে তোমার আমার মিলন হইবার নহে। আমি আর এখন লায়লীর আসক্ত নই, এখন আমি

লায়লী সযত্নে মস্তকটি কোলে তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দিয়া চোখে
মুখে বাতাস দিতে লাগিলেন। ১৩৮ পৃষ্ঠা।

লায়লীর (দয়াময়ের) আসক্ত। যাও, ঘরে ফিরিয়া যাও; আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর! বড় সুখী হইলাম প্রিয়ে! আজ অন্তিম সময়ে দাবদগ্ধ হৃদয়ে সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া বড় উপকার করিলে প্রিয়ে! ঐ দেখ, ঐ চাহিয়া দেখ, ঐ আকাশের গায়ে দেখ, আমাদের জন্য কুল্ল-কুসুমদল-শোভিনী অমরাবতীর এক পার্শ্বে দু'খানি রত্ন-সিংহাসন জ্যোতিঃ ছড়াইতেছে! একেবারে ঐখানে মিলিব প্রিয়ে! একেবারে ঐখানে জল পান করিব। আর পাপের বোঝা স্কন্ধে লইব না। অল্পদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাক—সারা জীবন কাঁদিয়া কাটাইয়াছি, আর বাকী দিন কয়েকটা কাঁদিয়া লই; তারপর চিরহাসির রাজ্যে, এক সাথে অনন্ত কাল হাসিব। তুমি আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা কর, তুমি আজ ঘরে ফিরিয়া যাও।"

লায়লীর দগ্ধ হৃদয় হু হু করিয়া উঠিল—বাহিরে একটা ঝাপ্সা বাতাসও হু হু করিয়া বহিয়া গেল। অধৈর্য্য হৃদয়ে মজনু তাঁহার কোমল হাত দু'খানি ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন, "চল যাই, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

অনিচ্ছা-স্বত্বে লায়লী উষ্ট্রারোহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু হৃদয় যেন কিছুতেই ফিরিতে চাহে না; প্রাণ যেন ব্যাকুল ভাবে আবার ঐ বনের দিকেই ছুটিয়া যায়। লোকালয়ের আড়ম্বর আর যেন সে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। যেন উহা জীবন্মৃত হইয়া রহিল!

ধীরে ধীরে মজনু উষ্ট্রের রজ্জু আকর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ওদিকে কন্যার পুনঃবিচ্ছেদে কাতর হইয়া সওদাগর, চঞ্চল-চরণে বনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে দেখিতে পাইলেন, মজনু উষ্ট্রের রজ্জু অবলম্বন করিয়া লায়লীকে গৃহাভিমুখে লইয়া চলিয়াছেন।

বুকের ধন বুকে পাইয়া বণিক্ আবার স্নেহে তুলিয়া লইলেন মজনু, যার ধন তাঁর হাতে দিয়া নিরাশ হৃদয়ে, ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া, নিভৃত কাননের নিভৃত আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"The course of true Love never did run smooth."

"সোবহ্ হোতি হ্যায়, শাম হোতি হ্যায়,
ওমরি এঁয়হি তামান হোতি হ্যায়!"

মনের খেদে মজনু আবার সেই বৃক্ষতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। শয়ন নাই, নিদ্রা নাই, আহার নাই, পান নাই, পাগল কেবল "লায়লী" "লায়লী" করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু আর লায়লী আসিলেন না, আর মজনু সে নীহার-সিক্ত প্রফুল্ল অরবিন্দ সদৃশ সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইলেন না। কেবল হৃদয়ের দিকে চাহিয়া, লায়লীর কথা মনে করিয়া, একান্তে বসিয়া প্রেমের এ অসহনীয় যন্ত্রণা, বিরহের এই জ্বালাময় অনল-তাপের কথা ভাবিতে লাগিলেন। যেন বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলেন—

"এ যদি হইত শুধু সুখ
কেবল একটী হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হ'ত না কোন কথা!"
"এ যদি হইত শুধু দুঃখ
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছল ছল,

বিষণ্ণ অধর ম্লানমুখ,
প্রত্যক্ষ বুঝিয়া নিতে অন্তরের কথা,
নীরবে প্রকাশ হ'ত কথা !"
"এ-যে সখি হৃদয়ের প্রেম !
সুখ দুঃখ বেদনার
আদি অন্ত নাহি যার
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম।"

তাই, "নব নব ব্যাকুলতা" আসিয়া মজনুর রুদ্ধ জীবনের দ্বারে বারংবার নূতন ভাবে প্রতিহত হইতে লাগিল।

এখানে লায়লীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। লায়লীর মা, অভাগিনী কন্যাকে পাইয়া একটু সুখে দিন কাটাইতে আশা করিয়াছিলেন: কিন্তু লায়লী আর সে লায়লী রহিলেন না। বসন-ভূষণ, আহার-বিহার চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল, থাকিল কেবল অশ্রু !

শীর্ণকায়া, ভগ্ন-হৃদয়া লায়লী, এইবার মরণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত কল্পনা করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন।

আর লায়লী চলিতে পারেন না, আর সে কোমল অঙ্গে মাধুর্য্য খেলিয়া বেড়ায় না। শুষ্ক মুখে, শূন্য-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন "মরণ!" কেবল "মরণ!"

তারপর একদিন অন্তিমের নিদারুণ ছায়া লায়লীর চোখে-মুখে আসিয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন, এই শেষ,—আর সময় সন্নিকট! তাই একবার জননীকে আহ্বান করিয়া কাতর-প্রাণে চরণ-যুগল জড়াইয়া বলিলেন—

"মা,—মা—যাই; আর বেশী সময় নাই। এই যাই! মা, আজ দুঃখিনী কন্যার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর। আজ তোমার স্নেহের পুতলি, অঞ্চলের নিধি অভাগিনী লায়লীকে হাসি-মুখে বিদায় দাও মা! এ জন্ম-দুঃখিনীকে গর্ভে ধারণ করিয়া বড় কষ্টে দিন যাপন করিয়াছ মা! আমি কাঙালিনী। তুমি আজ মা হইয়া আমাকে প্রাণের সহিত আশীর্ব্বাদ কর। আমি সুখে মরিতে পারিব। ঐ দেখ, ঐ—ঐ শিয়রে কৃতান্ত দাঁড়াইয়া আছে! আজ আমি অনন্ত দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমময় শান্তির রাজ্যে গমন করিতেছি। আজ যথার্থই আমি স্বদেশে চলিলাম। আজ যথার্থই আমার মুক্তির দিন। কিন্তু মা, এই শেষ সময়ে একটী অনুরোধ করিয়া যাইতেছি; দেখিও যেন ভুলিও না। আমার মৃত্যুর পর আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের সঙ্গী, সারা জীবনের খেলার সাথী মজনুকে যাইয়া বলিবে, "মজনু! উঠ; আজ সকল কথা বিস্মৃত হও; আজ লায়লীর শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর। চিরদুঃখিনী লায়লী আজ তোমার জন্য ঐ স্বর্গের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। ঐ তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছে! যাহার জন্য রাজত্ব-সুখ অবহেলা করিয়াছ, যাহার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবন ক্ষয় করিয়াছ, যে মহাপূজা আজিও বুকের শোণিত দিয়া সমাধা করিয়া আসিতেছ, আজ সে পূজা শেষ কর! অন্তিম সময়ে তোমাকে দেখিতে পাইল না,—তোমার কোলে শুইয়া মরিতে পারিল না, এই খেদ লইয়া সে গিয়াছে। যাও, ওপারে আবার সাক্ষাৎ পাইবে। ঐ মন্দাকিনী তীরে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" যাই—যাই—যাই—মা! উঃ! বড় জ্বালা! জল,—জল,—জল কই? কই মা, জল কই? দাও, জল দাও; প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। এক বিন্দু জল দাও; আমার মুখে জল দাও। মজনু! প্রিয়তম! কোথায় তুমি?

চলিলাম। শেষ দেখা হইল না, এই দুঃখ নিয়ে চলিলাম প্রিয়তম! আসিয়াছ? আমায় শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছ? আইস আমার কাছে বসিয়া আমার কপোলে হাত দাও; আমি তোমায় দেখিতে দেখিতে মরি! তোমার স্মরণ করিতে করিতে যাই। যাই—যাই—গে—লা—ম—ম—জ—নু!"

অনন্ত-দুঃখ-তাপ-সন্তাপিত অমর আত্মা অমরধামের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। শূন্য দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী চিরবসন্তময় নন্দনের পানে ছুটিল। পড়িয়া রহিল কেবল নশ্বর দেহ।

সওদাগরের অন্দর মহলে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কন্যাহারা জননী, মণিহারা ফণীর মত গড়াগড়ি দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে রোদনে প্রকৃতি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। সে নিশ্বাসে বনের পশু-পক্ষী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বিশ্বের জীর্ণ নিয়মতন্ত্রীর গম্ভীর ঝঙ্কারে সওদাগরের সংসারে বিষাদের কাল মেঘ গুড় গুড় করিয়া ডাকিল।

লায়লীর পিতা, কন্যা-শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সংসার হইতে সে হৃদয় যেন চিরদিনের জন্য আনন্দের হাট তুলিল।

হঠাৎ লায়লীর শেষ কথাগুলি তাঁহার মার স্মরণ হইল। তিনি পাগলিনীর মত বনের দিকে ছুটিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই নির্জ্জন তরুতলে মজনুর সন্নিধানে উপনীতা হইলেন।

আত্মহারা প্রেমোন্মাদ, প্রিয়তমার মাননীয়া জননীকে দেখিয়া সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! কেন এমন ভাবে অসময়ে এ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন? আমার লায়লী ভাল আছে ত?"

—"বাপ মজনুরে! সে কথা আর কি কহিব? দুঃখিনী লায়লী আজ আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে। আজ তাহার শেষ নিবেদনগুলি তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি। বাবা! অধীর হইও না। নিয়তির কাল-চক্র যথাসময়ে বিঘূর্ণিত হইয়াছে, সেজন্য আর দুঃখ করিয়া ফল কি? আজ বুকে পাথর বাঁধিয়া এ শোক উপশমের চেষ্টা কর। আমি যাই।"

"কি—কি—কি মা! লায়লী নাই? লায়লী, আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে? যথার্থই গিয়াছে? তবে আমি আর কার আশায় থাকিব? -আমি আর কার নাম লইয়া বাঁচিব? তবে আমিও প্রস্তুত হই; আমিও যাই।"

বলিতে বলিতে মজনু নীরব হইলেন। যেন স্বপ্ন আসিয়া বাস্তব জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি দুই হাতে অধীর হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। লায়লীর জননী চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আজ পৃথিবী হইতে স্বর্গের ফুল ঝরিয়া গেল; আজ প্রেমের পবিত্র বাঁশরী চিরদিনের জন্য নীরব হইল। আজ মুগ্ধ হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস বায়ুতে মিশাইয়া গেল। থাকিল কেবল পোড়া পৃথিবীর চক্ষে তপ্ত অশ্রু।

আজ ফুলের শৃঙ্খল টুটিয়া গেল; আজ ভ্রমরের গান নীরব হইল; আজ নিকুঞ্জে কেবল বিষাদের ছায়া পড়িল। আজ সকল উল্লাস ফুরাইল!

এদিকে আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে লায়লীর পিতা, গভীর দুঃখের মধ্যে কন্যার পবিত্র আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া, সযত্নে সমাধিস্থ করিলেন। প্রেমের মুখে ফুল-চন্দন বর্ষিত হইল; বিরহের নিশা প্রভাত হইয়া গেল!

লায়লী-মজনু।

আজ লায়লী আর ইহজগতে নাই; উষার বাতাসে-ঝরা শেফালিকার মুখে হাসির শেষ রেখাটুকুর মত সে জীবন ফুরাইয়া গিয়াছে। নিঃস্বার্থ প্রেমের মোহন-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, জগতের বুকে পবিত্র প্রেমের পদরজঃ চিহ্নিত করিয়া, তাহা দিব্যধামে শান্তি পাইয়াছে; সে শান্তি চির-মধুর! সে শান্তি চির-অক্ষয়!

সাধনের প্রথম সূত্র প্রেম। এই সরল পথে বাহির হইয়া জীবের বাসনা-ব্যাকুল হৃদয় যখন বিশ্বের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উপাসনার জন্য আকুল হয়, তখন পবিত্রতা আসিয়া হৃদয়ের চারিদিকে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে থাকে। তাপিতপ্রাণা লায়লী, যে মহাসাধনায় লিপ্ত হইয়া জীবনকে আহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রলুব্ধ হৃদয়ের আদর্শ; তাহা আমাদের অন্ধকার জীবনের আলোক; সে পথে গেলে, সে গভীর ভাবে আমাদের কলুষিত হৃদয় প্রণোদিত হইলে, আমরা আমাদের মুক্তির পথ পাইব; কারণ প্রেমের পরেই মুক্তি, তার পরই স্বর্গ!

আজ লায়লীর জীবনী সমালোচনা করিলে আমরা কি পাই? পাই পবিত্রতা, পাই ধর্ম্ম, পাই মুক্তির পথ। আমরা অন্ধ; এই বিপুল কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে পৃথিবীর প্রলোভনে ভুলিয়া তাই উন্মত্তের ন্যায় পাপের ও স্বার্থের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছি। প্রকৃত পরিত্রাণের পথ আজ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু ধন্য লায়লী, তোমার জীবনই ধন্য! তুমি সত্যের পদে বসিয়া মরিয়াছ; প্রেমের পদে বসিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। এ জগতে তোমার প্রেমের পুরস্কার নাই; যেখানে আছে, সেখানে তুমি আজ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছ; তোমার প্রাপ্য তুমি পাইয়াছ!

লৌহ-শৃঙ্খলে যাহা অসম্ভব, ফুলের শৃঙ্খলে তাহাই হয়, এইখানেই প্রেমের, এইখানেই পুণ্যের বিশেষত্ব। তোমাতে পাপ নাই; হে প্রেম!

তুমি চিরপবিত্র। জগতের আদি সৃষ্টির দিনে তুমি প্রেমপ্রবণ মানব-হৃদয়ে উচ্চ সিংহাসন পাইয়াছ। তুমি অবিনশ্বর; তুমি সান্ত্বনা। তুমি আছ, তাই জগৎ আছে। তুমি হাসাও, তাই আমরা হাসি। তুমি স্নেহ কর, তাই আমরা আনন্দে কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া বেড়াই। যেখানে তুমি নাই, সেখানে হৃদয় নাই; যেখানে তুমি নাই, সেখানে ফুল ফুটে না; যেখানে তুমি নাই, সেখানে ভ্রমর-গুঞ্জন শ্রুত হওয়া যায় না। সুতরাং তুমি ছাড়া স্থান নাই; কারণ যেখানে প্রেমময়, সেইখানেই প্রেম। তুমি ধন্য! তোমার উদ্দেশ্য ধন্য! তুমি আজ জগতের নর-নারীর হৃদয়ে আছ বলিয়া বিধাতার এ অপরূপ বিশ্ব নিত্য নূতন দেখিতেছি। * তুমি না থাকিলে সমুদয় মৃত; সমুদয় অসার।

লায়লি! তুমি আজ আমাদের দিকে ফিরিয়া চাও। এ পতিত জগদ্বাসীর জন্য দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ কর। আমরা প্রেমে-পুণ্যে অমর হইয়া মরি। জগৎ প্রেমময় হইয়া যাক্; প্রেমময় বিধাতা তাঁহার সাধের সংসারকে ভালবাসার রাজ্য,—শান্তির রাজ্য দেখিয়া সুখী হউন। আমরা মুক্তির পথ চিনিয়া লই; আমাদের মানব-জীবন সফল হউক।

জগতের যাহা অবলম্বন, জীবনের যাহা অবলম্বন, সেই অবলম্বন তুমিই লায়লী, ভাল করিয়া অবলম্বন করিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে উহা ধরিতে শিখাইয়া দাও; আমরা তোমার অশ্রুময় জীবনের কঙ্কাল-সার স্মৃতি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিয়া লই! কারণ প্রেমই ধর্ম্ম, প্রেমই মুক্তি, প্রেমই স্বর্গ।

* স্বর্গীয় দান প্রেম সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত; যেখানে কর্ম্ম ও জীবন, সেখানেই প্রেম। প্রখ্যাতনামা দার্শনিক Emerson এইজন্যই বলিয়াছেন:—"All mankind love the lover."

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু।"
"মাশুককে গোর মে কোই যা কহিও
রোখ্‌সত হামাবি হ্যায়!"
"হাম্ তোম্ দোনো এক হ্যাঁয়
লোগ কহিন্ কে দো,
মনকো মন্‌সে তৌলিয়ে তো
কভি না দো-মন হো!"

প্রেম যেখানে চির-প্রবহমান, পবিত্রতা যেখানে তরণী, সততা যেখানে ক্ষেপণি, সেখানে মানব কখনই ডুবিতে পাবে না। সেখানে পাপের উত্তাল তরঙ্গ নাই। সেখানে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া বাহির হয়। সেখানে ধর্ম্মের মহিমা চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকে। সেখানে নিষ্কাম ভাব কেবল জগতের হিতের জন্য, আকুল প্রাণে অপেক্ষা করে। তাই তাহা স্বর্গ, তাই তাহা অপক্ষপাতের রাজ্য; তাই সেখানে বসিলে মুক্তি।

মজনু, জগতে বাঁচিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি কি দেখিয়াছেন? তিনি দেখিয়াছেন কেবল লায়লী। তিনি দেখিয়াছেন কেবল সেই মুখ। তিনি বুঝিয়াছেন কেবল প্রেম। কেবল তিনি পাখীর গান, ফুলের হাসি উপভোগের সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গের পথে চিরদিন ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি প্রেমের পথে ভ্রমণ করিয়া মরিয়াছেন; তাই তিনি

মহাসাধু, তাই তিনি অমর; তাই আমরা এতদিন পরে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেছি।

যে মজনু ব্যথিত প্রাণে—

"মায় তো ঢুঁড়া হুঁ সারা বিরাণা,
লোগ কহ্‌তে হ্যাঁয় মজনু দেওয়ানা,
এহি কহ্‌তা ফিরুঁ সারে বন্‌মে
মেরি লায়লী বসে মেরে মন্‌মে।"

এই করিয়া উত্তুঙ্গ শৈল-শিখর হইতে নিবিড় বনভূমি পর্য্যন্ত সারাজীবন লায়লীর জন্য কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন, যিনি কেবল পবিত্র প্রেমের উপাসনা করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন, যাঁহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত-পদাদি সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লায়লীময় হইয়া গিয়াছিল, যিনি মানবীয় প্রেমের সংকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে দয়াময় করুণা-নিধানের প্রশস্ত প্রেম-পথের যাত্রী হইয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় সাধু; নিশ্চয় তিনি আমাদের আদর্শ। নিশ্চয় সে জীবনী আলোচনায় আমরা আমাদের প্রকৃত পথ দেখিব। আমাদের "আমিত্ব" বিলাইয়া দিয়া জগতের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ের সহিত এক হইয়া যাইব। "আমার" বলিয়া কিছু রাখিব না।

সীমাবদ্ধ বিশ্বের দু'দিনের প্রাণী হইয়াও, মজনু যে অসীম প্রান্তরে ছুটিয়াছিলেন, তাহা প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর। সেখানে হিংসা নাই, সেখানে পাপ নাই, কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর মত সেখানে কেবল প্রীতির প্রবাহ অবিরাম বহিয়া যায়; সেখানে কেবল পুণ্যের ছায়া, সেখানে কেবল সাধনার আলো, সেখানে কেবল ধর্ম্মের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-প্রভা!

লায়লী-মজনু।

লায়লীর প্রেমে মজনু মজিয়াছিলেন।* মানবীর প্রেমে তিনি দুর্লভ সাধনার শেষ ফলটি ধরিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তাঁহার সে সাধনা, সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। কারণ, অন্ধকার পথে পবিত্রতার আলোক চিরদিন তাঁহাকে সৃষ্টির অপূর্ব্বত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে; তিনি "সেকূলে এনসাঁ মে খোদা" দেখিয়া, সেই দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। তিনি ছাই উড়াইতে উড়াইতে রত্নখণ্ড লাভ করিয়াছেন, তিনি সমুদ্র-মন্থন করিতে করিতে সুধা পান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বরণীয়; তাঁহাকে অবহেলা করিলে নিশ্চয় পাপ হইবে। প্রেমের শীতল-শীকর-বাহিনী-তটিনী-তটে বসিয়া, বসন্তের স্নিগ্ধ মলয়ের আদরে গলিয়া গিয়া, মজনু দূর হইতে লায়লীকে অনিমিষ নয়নে দেখিতে দেখিতে, প্রাণের ভিতর বসাইয়া পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সে দৃষ্টির কত মূল্য,—সে সাধনার কতটুকু সম্মান, আজ তাহা বুঝিবার জিনিষ। সুপ্ত-প্রকৃতির অন্ধকার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মজনু, যখন ব্যাকুলভাবে জাগিয়া উঠিতেন, হায়! কে তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছে? কে তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে দিয়াছে? কেহই দেয় নাই। কেবল তিনি লায়লীকে লইয়া সমুদয় ভুলিয়াছিলেন। কেবল তিনি সেই নাম স্মরণ করিয়াই দারুণ পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা কঠোর প্রেমতপস্যা,—ইহা অপেক্ষা ভীষণ প্রণয়-পরীক্ষা আর কি হইতে পারে? তিনি সত্য পথের পান্থ; তাই অকূল সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য কেবল ধর্ম্মের

* শূন্যে যেমন গৃহ-নির্ম্মাণ অসম্ভব, তেমনি শূন্যের ভিত্তি আশ্রয়ে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় না;—একটা অবলম্বন চাই। তাই ইংরাজি-কবি Wordsworth বলিয়াছেন,—"First learn to love one living man" এই প্রকার বস্তু-বিশেষের প্রতি অর্পিত প্রেমই বিশ্বজনীন প্রেমের দ্বারোদ্ঘাটক।

মুখ চাহিয়াছিলেন। পাপের বীচি-বিক্ষোভ তাঁহার সে পবিত্র প্রেম-তরণীর সমীপবর্ত্তী হইতে পারে নাই। আসিয়াছিল কেবল প্রেমের আলোক, নামিয়াছিল কেবল সুধার পুলক; তাই তিনি মরিয়াও আজ অমর; সে প্রেমের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াও অবিলুপ্ত। বাস্তবিক, লায়লীকে দেখিতে হইলে মজনুর চোখ দিয়াই দেখিতে হয়। নতুবা এ প্রেমের প্রকৃত সৌন্দর্য্য,—এ যুগল জীবনের সমালোচনায় ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক।

শান্তি-সুধাবর্ষি, পীযূষ নির্ঝর প্রেমের স্তর ভেদ করিয়া আজ মজনুর অমানুষিক জীবনী, জগতে স্বর্গীয় আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে। ক্রম-বর্দ্ধনশীল অনুরাগ, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের জীবন-চরিত যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, তাহাতে শিক্ষা ও ধর্ম্মের পবিত্র মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ধরিতে গেলে, জগতের মুখ উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে! সম্মোহন প্রেমের নির্ম্মল মূর্ত্তি আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

মোহের ঘোর, অনুরাগের নবীন উন্মাদনা, স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা, সে হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না। ছিল কেবল দিগন্ত-প্রসারিত স্থির, গম্ভীর নিষ্কাম ধর্ম্ম বা প্রেম। যাহা অতি পবিত্র, যাহা অতি শান্তিময়, যাহা উজ্জ্বল, যাহা তৃপ্তিদায়ক, তাহাই ছিল। সুতরাং তেমন প্রেমের পদে শতবার প্রণিপাত করিতে হয়; তেমন প্রেমিকের আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষা করিয়া মরিতে সাধ হয়! হায়, এ সাধ কি পূর্ণ হইবে?

যেদিন প্রেম-মুগ্ধ মজনু প্রথম প্রেম-তরণীতে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"আছে কি হেথা নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হেথায়
সোনার ফলে?—"

সে দিন কি শুভ! সে দিন জগতের কেমন স্মরণীয় দিন! তারপর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া,* জীবন-শ্মশানে হয় ত চিতা জ্বালিয়া দিয়া, আপনাকেই বলিয়াছিলেন—

> "দেল্‌কে ফফোলে জল্ উঠে
> সিনেকে দাগ সে,
> এস্ ঘর্ কো আগ লাগি
> ঘর্‌কে চেরাগ সে।"

কিন্তু তখন পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল; ক্রমশঃ ভবিষ্যৎ আশার মোহন-চিত্র সম্মুখে আসিয়া, মজনুর হৃদয়কে প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রেমের স্মিত মাধুরী বর্ণে বর্ণে হৃদয় অনুরঞ্জিত করিতেছিল। তাই তিনি তাঁহার জীবনের অবস্থা বুঝিয়াও প্রবোধের জন্য কেবল লায়লীকেই রাখিয়াছিলেন। এ জগতে তাঁহাদের মিলন হইল না,—এ পৃথিবীতে তাঁহারা জুড়াইতে পারিলেন না, প্রলয় পর্য্যন্ত বোধ হয়, মানবের অন্তরে অন্তরে এ খেদ থাকিবে। সহানুভূতির অশ্রু প্রত্যেক চক্ষেই অল্পাধিক গড়াইয়া পড়িবে।

যাক্; বিষয়ের অনুরোধে আমাদিগকে এতক্ষণ অনেক অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। এখন মজনুর শেষ জীবনের বিষাদময়ী কাহিনীটি শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

লায়লীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মজনু স্তম্ভিত হইলেন। হৃদয় দিয়া যেন শতধা শোণিত-স্রোত ছুটিতে লাগিল। উদাস-নেত্রে অর্দ্ধ-জ্ঞান-শূন্য মজনু, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষে যেন তখন

* নাছুত, জবরুত, মালাকুত, লাহুত,—প্রেমের চারিটী দ্বার।

বক্ষের নীরব ক্রন্দনগুলি সজীব হইয়া উঠিতেছিল। যেন মর্ম্মন্তুদ দুঃখে চক্ষু, হৃদয়ের ভাষা বহিয়া আনিয়া কহিতেছিল—

"কুঞ্জ দুয়ারে অবোধের মত
রজনী প্রভাতে বসে' রব কত,
এবারের মত বসন্ত গত জীবনে ;—
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?"

ক্রমে মজনু চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কত দিন, কত রাত আসিয়া চলিয়া গেল,—কত পক্ষী আসিয়া মধুর স্বরে গান ধরিল,—কত কলিকা ফুটিয়া ফুটিয়া মজনুর বুকের কাছে দুলিতে লাগিল, তাহা তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন না। যেন অমর প্রেমিক, প্রেমের চরণে সমাধি লাভ করিয়া, বিভোর হইয়া আছেন। এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল ; কিন্তু তথাপি মজনুর চৈতন্যোদয় হইল না। চতুর্থ দিবসে মজনু উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু তখনই আবার লায়লীর শেষ কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল। তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার তন্দ্রা আসিয়া চোখ দুটী বুজাইয়া দিল আর মজনু চক্ষু মেলিলেন না,—আর মজনু চেতনা লাভ করিলেন না। জড়িত স্বরে শেষ কথা ক'টী কহিতে লাগিলেন—

"লায়লি! লায়লি! প্রেয়সি! এই যাই। এই তোমার কাছেই যাইতেছি। আর বিলম্ব নাই, প্রিয়ে! এই আসিতেছি। উঃ! কত-দূরে—কোথায় তুমি? স্বর্গের গবাক্ষ খুলিয়া আমার মনের মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছ? আইস,—আইস, আর ভয় নাই,—বিচ্ছেদ নাই,—এইবার চিরমিলন হইবে! তবে আ—সি,—সা—রা—জী—ব—ন—ব—ড়—

দুঃ—খে—কা—টি—য়া—ছে—প্রি—য়ে ! ক্ষ—মা,—ক্ষ—মা—ক—র ; স—মু—দ—য়—ভু—লি—য়া—যা—ও ! আ—র—কাঁ—দি—ও—না,— এ—ই—শে—ষ— !

সূর্য্য ডুবিয়া গেল ! অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল। মৃত্যু আসিয়া জীবন লইয়া গেল। সেই মহানীরবতার মধ্যে শূন্যের রাজ্য উদ্ভাসিত করিয়া পবিত্র আত্মা চিরবসন্ত-ধামের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সব ফুরাইল !

কেহ কাঁদিল না,—কেহ দেখিল না,—কেহ শুনিল না, মজনু চলিয়া গেলেন—মজনু চির-বিদায় লইলেন। নশ্বর জগতের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া মজনুর তাপিত আত্মা, লায়লীর পার্শ্বে যাইয়া মিলিত হইল !

মজনুর লোকান্তর গমনে বন্য পশু-পক্ষিকুল মনের দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহারা আহারাদির চেষ্টা ভুলিয়া শবের চারিদিক ঘেরিয়া রহিল। ব্যথার ব্যথী আরণ্য প্রাণীগুলি স্ব স্ব শাবকদিগকে দুগ্ধ দানের কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল। তাহারা একান্ত মনে তাহাদের খেলার সাথী মজনুর মৃতদেহ বেষ্টন করিয়াই রহিল। সকলে মিলিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—এখন কর্ত্তব্য কি ? বনে কোথাও মনুষ্যের বসতি নাই ; কে মজনুকে সমাধিস্থ করিবে ? এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা কোন মনুষ্য আগমন না করা পর্য্যন্ত মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল।

দৈবের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! দয়াময়ের কি অপূর্ব্ব লীলা ; অকস্মাৎ বন্য পশুদল দেখিতে পাইল, কয়েকজন মানব সেই নির্জ্জন বনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের মুখে স্বর্গীয় আনন্দ ; বসনে স্বর্গীয় আলোক-ছটা। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পশুকুল সরিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুগন্ধি

জলে অবগাহন করাইয়া তাঁহারা মৃতকে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। সমাধি শেষ হইয়া গেল। বনভূমি অন্ধকার হইল, তরুলতার নীরব হাস্য অন্তর্হিত হইল। থাকিল কেবল নির্জ্জনতা ;—থাকিল কেবল স্মৃতি !

সত্য-প্রেমিক মজনু, আজ জগতের উপহাস, মানবের ভ্রূকুটির অন্তরালে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বনের পশুগুলিই তাঁহার আত্মীয়। তাহারাই তাঁহার স্বজন। তাহারাই তাঁহার দুঃখের ভাগী। তাই তাহারা অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। কাননের সে বিমল শোভা তিরোহিত হইল। প্রকৃতি আর তেমন সাজে সজ্জিতা হন না। ফুলআর প্রস্ফুটিত হয় না, লতা আর দোলে না, তৃণ-শষ্পাবৃত সবুজ ভূমিগুলি যেন আর নয়ন আকর্ষণ করে না। বৃক্ষের শ্যামল পত্রগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। পাপিয়ার ঝঙ্কার ; মধুপের ঐকতান, কোকিলের কুহু-স্বর, একে একে চলিয়া গেল। যেখানে একদিন—

"কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ অগাধ
আকাশে !
বনে দু'লেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল
বাতাসে !
তরু মর্ম্মর, নদী কলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হ'তে আসি পশেছিল গান
শ্রবণে"

আজ সেখানে—

"হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে
দীর্ঘশ্বাস !"

উপসংহারে।

"বসে আছে এক মহানির্ব্বাণ
আঁধার মুকুট পরিয়া !"

আমাদের বলিবার কথা সব ফুরাইয়াছে। আছে কেবল একটু উপ-সংহারের লেশ! এইবার তাহাও বলিব,—এইবার বিদায় লইয়া যাইব।

মজনুর মৃত্যুর পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। সে জীর্ণ কানন তখনও আধমরা হইয়া কালের সাক্ষার মত দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু সে সমাধির স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে; মাটির সহিত মাটি মিশিয়া সব এক হইয়া গিয়াছে। আর কিছু চিহ্ন নাই।

প্রবাদ আছে, একদিন শেষ-প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ;—তিনি বিধাতার প্রাণের বন্ধু। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত. তাই তিনি যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বোধ হইল, নিকটে কোন সমাধি হইতে "উহু", "আহা" প্রভৃতি বেদনা-ব্যঞ্জক করুণ স্বর উত্থিত হইতেছে। মহাপুরুষ, সেই সমাধির নিকটস্থ হইতেই কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল,—"লায়লি,—লায়লি,—প্রিয়তমে,—আসিয়াছ? আমায় দেখিতে আসিয়াছ? কে, তুমি লায়লী না আমি লায়লী? আমি কোথায়? আমি কই? তুমি—তুমিই ঠিক লায়লী! আমিও লায়লী—তুমিও লায়লী; আর কিছু নাই—কেবল লায়লী লায়লী!"

মহাপুরুষ বুঝিতে পারিলেন, ইহা সেই হতভাগ্য প্রেমিক মজনুর সমাধি। তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, মজনুকে সান্ত্বনাচ্ছলে কহিলেন,—

"বৎস মজনু! স্থির হও; এত অধীর হইও না বাপ! আর তোমায় এ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইবে না। আর তোমায় পুড়িতে হইবে না। আমি শেষ-প্রেরিত নবী,—মোহাম্মদ। তোমার আকুল আর্ত্তনাদে আর তুমি স্বর্গের সিংহাসন কম্পিত করিও না। বুঝিলাম, তুমি সাধু, বুঝিলাম, তুমি সত্য প্রেমিক। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই শেষ দিনে,— সেই ভীষণ পাপ-পুণ্য বিচারের দিনে, আমি তোমাদের উভয়কে বিধাতার সিংহাসনের তলে একত্র করিব। তোমার জীবনের কামনা পূর্ণ করিব, আর তুমি কাঁদিও না।"

সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। মজনু সেই অন্ধকার সমাধি-গহ্বরে বসিয়া আজিও অনির্দ্দিষ্ট "**শেষ দিনের**" অপেক্ষায় মুহূর্ত্তগুলি গণনা করিতেছেন। আজিও তিনি লায়লীর উপসনায় মজিয়া, নির্জ্জন আবাসে মিলনের আশায় ব্যাকুল-নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইতেছেন। আমরা প্রার্থনা করি,—দয়াময় পতিত-পাবন সেই ঘোর পরীক্ষার দিনে আমাদিগকে যেন তাঁহাদের পবিত্র মিলন দেখাইয়া কৃতার্থ করেন। সে সুখে মিশিয়া, সে পবিত্রতার প্রভায় পবিত্র হইয়া যেন আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি।

সম্পূর্ণ।